২য় ভাগ।] শ্রাবণ, ১৩২ [৪র্থ সংখ্যা।

মাসিক পত্র।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল,

ও

পণ্ডিত শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী

সিদ্ধান্তবাচস্পতি সম্পাদিত।

৩১।১ নং মসজিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে

শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা।

৭১।১ নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট, "বিভাবতী প্রেসে"

শ্রীআশুতোষ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

"পন্থার" বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় ১৲ টাকা—মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১৶০।

নগদ মূল্য ৵০ দেড় আনা মাত্র

২য় ভাগ। } শ্রাবণ, ১৩০৫। { ৪র্থ সংখ্যা।

নূতন রাগিণী।

শুধুই গাহিতে গান, যদি গো জনম মম ;
তবে দেবি, গানে মোর দাও সেই সুর ;
যে সুরে মৃতেরো প্রাণে অমৃত লহরী বহে,
যে সুরে জড়েরো করে অবসাদ দূর।—১।

মরুতে জনমে তরু, পাষাণেতে বহে নদী,
অঙ্গার সে হ'য়ে যায় সহসা হীরক।
যে তীব্র উন্মত্ত সুর, তাড়িৎ সঞ্চারি দেয়
হৃদয় হইতে হৃদে,—ফেলিতে পলক।—২।

এমন করিয়া শুধু গতানুগতের মত
কেবলি জ্যোছনা, পুষ্প, কল্পনা বধূর
সহিতে করিয়া খেলা, জীবন, স্বপ্নের মত
করিতে চাহিনা আর সমাপ্ত মধুর। — ৩।

আমি অগ্রসর হ'ব, সত্যের ধরিয়া হাত ;
সূর্য্যের রশ্মির মত কিরণ যাহার।
নিখিল বিশ্বের সর্ব্ব, স্বচ্ছ মুকুরের সম ;
সবাই হেরিবে তাহে চিত্র আপনার। ৪।

ক্ষুদ্র যশ, অপযশ, থাকে ক্ষুদ্র গৃহ কোণে ;
—এ সঙ্কীর্ণ সীমা মম দাও বাড়াইয়া।
কেবলি আমার তরে, রেখোনা অস্তিত্ব মম ;
—আমারে অনন্ত মাঝে দাও হারাইয়া। ৫।

ব্রহ্মাণ্ডের সাথে মম, দাও এক করি দেবি,
[illegible] যোগ করি দেবি, হৃদয়ের তার।
ওই ক্ষুদ্র তৃণগাছি, ওরো দুখ, ওরো সুখ,
অনুভব করি যেন আত্মায় আমার। ৬।

শ্রীমতী মৃণালিনী।

পৌরাণিক কথা।

দশবিধ সৃষ্টি।

সৃষ্টি প্রাকৃত ও বৈকৃত ভেদে দ্বিবিধ। যাহা ব্যাপক অর্থাৎ যাহা নানা-জীবে এককালে থাকিতে পারে যাহা দ্বারা জীবের প্রাকৃতিক অংশ সংগঠিত হয়,

এবং ইন্দ্রিয়শক্তি পরিচালিত হয় তাহাই প্রাকৃত সৃষ্টি। প্রাকৃত উপাদান সকল বিকার প্রাপ্ত হইয়া জীব শরীর রচনা করে এবং প্রাকৃতদের সকল জীবের ইন্দ্রিয় বৃত্তির অধিনায়ক হয়। দেহেন্দ্রিয়াদি সম্পন্ন জীবই বৈকৃত সৃষ্টি। যাহাকে প্রাকৃত বলা চলেনা, অথচ বৈকৃত বলা চলেনা, এইরূপ উভয়াত্মক সৃষ্টিকে কুমার সৃষ্টি বলে। সনৎকুমারাদি যে সকল কুমারের কথা আমরা শুনিয়া থাকি, তাঁহারা আমাদের মত দেহাদি বিশিষ্ট নহেন। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে সকল স্থানে যাইতে পারেন এবং সকল দেহে প্রবেশ করিতে পারেন। তাঁহারা দেহদ্বারা অবিচ্ছিন্ন নহেন। ত্রিলোকীর কোন স্থান তাঁহাদের গতি অবরোধ করিতে পারেনা। তাঁহারা মৃত্যুর সীমার বহির্ভূত। সৃষ্টিকার্য্যে তাঁহারা নিশ্চেষ্ট থাকেন। কিন্তু যে সকল মানসিক বৃত্তি দ্বারা মনুষ্য পশু হইতে ভিন্ন তাঁহারা সেই সকল বৃত্তির সঞ্চার করেন। শ্রীধর স্বামী বলেন,—

"সনৎকুমারাদীনাং সর্গস্তু প্রাকৃতো বৈকৃতশ্চ দেবত্বেন মনুষ্যত্বেন চ সৃজ্য ইত্যর্থঃ"

(ভাঃ পুঃ ৩—১০—২৫ শ্লোকের টীকা)।

অর্থাৎ সনৎকুমার আদির সৃষ্টি প্রাকৃত এবং বৈকৃত উভয়ই বলা চলে, কারণ তাঁহারা দেবতাদিগের ন্যায় অপ্রতিহত গতি বিশিষ্ট অথচ মনুষ্য দিগের ন্যায় অন্তঃকরণ সম্পন্ন। তাঁহাদের অন্তঃকরণ সর্ব্বদাই অন্তর্মুখ ও সত্ত্ব প্রধান। এবং তাঁহাদেরই শক্তি বলে আমরা বিশুদ্ধ চিত্ত লাভ করি।

প্রাকৃত সৃষ্টি ছয় প্রকার।

(১) মহত্তত্ব।

(২) অহঙ্কার তত্ব।

(৩) পঞ্চ তন্মাত্র।

(৪) জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়।

(৫) ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা বৈকারিক দেবসকল এবং মন। বৈকারিক দেব সকলকেই অধিদেবতা বলে।

(৬) পঞ্চপর্ব্ব অবিদ্যা (অবিদ্যা, অস্মিতা, ইত্যাদি) এই সকল সৃষ্টির কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

বৈকৃত সৃষ্টি তিন প্রকার। ঊর্দ্ধস্রোতঃ, তির্য্যক স্রোতঃ এবং অর্ব্বাক স্রোতঃ।

(৭) ঊর্দ্ধস্রোতঃ। যাহাদের আহার ঊর্দ্ধে সঞ্চালিত হয় তাহাদিগকে ঊর্দ্ধস্রোতঃ বলে। বৃক্ষ লতাদি ভূমি হইতে রস আকর্ষণ করে এবং সেই রস ঊর্দ্ধে প্রবাহিত হয়।

"উৎস্রোতসস্তমঃ প্রায়াঃ অন্তঃস্পর্শা বিশেষিণঃ।" ৩—১০—২০

বৃক্ষাদি স্থাবর সৃষ্টি তমঃ প্রধান। ইহাদের জ্ঞান এরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন, যে ইহারা বাহিরের কোন পদার্থকে জানিতে পারেনা। রূপ, রস, গন্ধ ও শব্দের গ্রহণ ইহারা করিতে পারেনা। কিন্তু ইহাদের স্পর্শ জ্ঞান আছে। সে স্পর্শজ্ঞানও অন্তর্নিহিত। ঊর্দ্ধস্রোতঃ সৃষ্টির মধ্যে নানা প্রকার ভেদ আছে।

(৮) তির্য্যক্‌স্রোতঃ। যাহারা আহার করিলে ভক্ষিত দ্রব্য বক্রভাবে শরীর মধ্যে প্রবেশ করে, তাহাদিগকে তির্য্যক্‌স্রোতঃ বলে। পশু, পক্ষীর শরীর কিছু না কিছু বক্র। তাহাদের খাদ্য মুখ হইতে পাকস্থলী প্রবেশ করিতে হইলে, কিছু না কিছু তির্য্যক্ ভাবে গমন করে।

"অবিদো ভূরি তমসো ঘ্রাণজ্ঞা হৃদ্যবেদিনঃ।" ৩—১০—২১

পশু পক্ষীর কল্য কি হইবে, সে জ্ঞান থাকেনা; আহারাদিই তাহাদের এক মাত্র নিষ্ঠা। তাহাদের ঘ্রাণ ইন্দ্রিয় প্রবল এবং ঘ্রাণ শক্তিদ্বারা তাহারা ইষ্ট অর্থ জানিতে পারে। তাহাদিগের হৃদয় বৃত্তি নাই। এই জন্য তাহারা দীর্ঘ অনুসন্ধান শূন্য।

(৯) অর্ব্বাক্ স্রোতঃ। যাহাদের আহার সঞ্চার নিম্নগামী তাহারাই অর্ব্বাক্ স্রোতঃ। এই নবম সৃষ্টি একবিধ। এই সৃষ্টিকেই মনুষ্য সৃষ্টি বলে।

"রজোঽধিকাঃ কর্ম্মপরা দুঃখে চ সুখমানিনঃ।" ৩—১০—২৫

মনুষ্য রজোগুণ প্রধান, কর্ম্মপরায়ণ এবং বাস্তবিক দুঃখ প্রদ বিষয়কে সুখময় মনে করিয়া থাকে;

(১০) দশম সৃষ্টি সত্ব প্রধান কুমার সৃষ্টি। এই সৃষ্টির কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

লাঙ্গুল লইয়া কিম্বা মস্তিষ্কের পরিমাণ লইয়া মনুষ্য ও পশুর বাস্তবিক ভেদ নহে। এবং বৃক্ষলতাদি স্থাবর হইলেও তাহারা চৈতন্য বিহীন নহে। সত্ব, রজঃ এবং তমোগুণ লইয়াই জীবের প্রকৃত ভেদ। তমোগুণ দ্বারা যাহাদের চৈতন্য প্রভূত পরিমাণে আবৃত হয়, তাহাদিগকে স্থাবর জীব বলে। যাহাদিগের

জ্ঞান শক্তি তমোগুণ দ্বারা আবৃত হইলেও, যাহারা বাহ্য পদার্থের গ্রহণ করিতে পারে, তাহাদিগকে পশু পক্ষী বলে। মনুষ্য রজোগুণ প্রধান। রজোগুণ প্রশমিত হইলে, মনুষ্য কুমার পদবী লাভ করিতে পারে।

পূর্ব্বে বৈকারিক দেবগণের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু ত্রিলোকীমধ্যে অন্যান্য দেবতা আছেন। এই সকল দেবতা প্রাকৃত সৃষ্টির অন্তর্গত নহেন। বিকৃত দেবসৃষ্টি অষ্ট বিধ।

স্বর্গলোকবাসী বিবুধগণ অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণ, এবং অসুরগণ এই তিন এক জাতীয় দেবতা। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা চতুর্থ। যক্ষ ও রাক্ষস পঞ্চম। ভূত, প্রেত ও পিশাচ ষষ্ঠ। সিদ্ধ, চারণ ও বিদ্যাধর সপ্তম। কিন্নরাদি অষ্টম।

দেব সৃষ্টির অন্তর্গত বলিয়া, বিকৃতদেবগণ স্বতন্ত্র সৃষ্টি বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই।

"অষ্টমস্তু ততোন্যূনত্বাৎ বৈকৃতঃ। দেবসর্গত্বাৎ তদন্তর্ভূতশ্চ।"

প্রাকৃত দেব অপেক্ষা এই সকল দেব ন্যূন শক্তি সম্পন্ন। এই জন্য ইহাদিগকে বিকৃত দেব বলা যায়। কিন্তু দেবতা বলিয়া প্রাকৃত দেব সৃষ্টির অন্তর্ভূত।

ত্রিলোকী বাসী অন্যান্য জীব যেমন, প্রতি কল্পে ত্রিলোকীর মধ্যে সৃষ্ট হয় এবং তাহাদের ক্রমিক উন্নতি যেমন ত্রিলোকী মধ্যে সংসাধিত হয়, যেমন তাহারা ত্রিলোকীর মধ্যেই এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থা লাভ করে, দেবগণ সেইরূপ সপ্তলোক মধ্যে আপন আপন ক্রমিক উন্নতি লাভ করে। এমন অনেক দেবতা আছে, যাহাদের ত্রিলোকী বাসী জীবগণের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। অনেক দেবতা আছে, যাহাদের উপর মনুষ্যগণ অলৌকিক শক্তি প্রভাবে প্রভুত্ব লাভ করিতে পারে এবং অনেক মনুষ্য কর্ম্মবলে তাহাদের সমকক্ষ হইতে পারে। ভগবান্ ব্যাস বলেন,—

"ক্রিয়াবদ্ভির্হি কৌন্তেয় দেবলোকঃ সমাবৃতঃ।
নচৈতদিষ্টং দেবানাং মর্ত্ত্যৈরূপপরিবর্ত্তনম্॥"

অনুগীতা

অনেক দেবতা আছে যাহারা..মনুষ্যের পূজা দ্বারা সন্তুষ্ট হয়। তাহারা মনুষ্য দিগকে আপনার সম্পত্তি বলিয়া জ্ঞানকরে।

"তস্মাদেষাং তন্নপ্রিয়ং যদেতন্মনুষ্যা বিদ্যুঃ"।

বৃঃ আঃ ১—৪—১০।

এই জন্য তাহারা চায়না যে মনুষ্য আত্মবিদ্যা লাভ করে। সন্তুষ্ট হইলে তাহারা মনুষ্যের নানারূপ উপকার করে ; এবং আপনার ভক্তদিগকে যথাসাধ্য রক্ষা করে,—

"নদেবা দণ্ডমাদায় রক্ষন্তি পশু পালবৎ।
যংহি রক্ষিতু মিচ্ছন্তি বুদ্ধ্যা সংযোজয়ন্তি তম্॥"

যেমন পশুপাল দণ্ড গ্রহণ করিয়া পশুগণকে রক্ষা করে, দেবতারা সেই রূপ দণ্ডগ্রহণ করিয়া মনুষ্যগণকে রক্ষা করেন না। তাঁহারা যাহাকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন তাহাকে এইরূপ বুদ্ধি সংযুক্ত করেন, যে সেই বুদ্ধি দ্বারা সে ইষ্ট লাভ করিতে পারে।

সপ্তলোকের মধ্যে যে লোকে দেবতাগণ, যে নামে অভিহিত হন, এবং যে লোকে তাঁহাদের যেরূপ স্বভাব ও শক্তি হয়, পতঞ্জলি সূত্রের ব্যাস ভাষ্যে তাহা বিবৃত রহিয়াছে।

"ভুবন জ্ঞানং সূর্য্যে সংযমনাৎ॥" বিভূতি পাদ ২৫॥

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায়, ব্যাসদেব ভুবন বর্ণন করিতে গিয়া, দেবতা দিগের বিশেষ বিবরণ লিখিয়াছেন।

শ্রীপূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ।

স্বামীজির ভোজন।

স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, স্বামীজি ধর্ম্ম কর্ম্মের প্রধান অঙ্গ কি কি ?

স্বামীজি উত্তর দিলেন, ধর্ম্মের অঙ্গ কি তাহা শুনিতে চাও তবে বলি শুন।

বেশ ধপ্‌ধপে সুগন্ধি আতপ তণ্ডুলের অন্ন, ঘ্রাণ মনোহর দানাদার গব্য ঘৃত, আলুভাতে, পলতার ডালনা, মোচার ঘণ্ট, সোনামুগের ডাল, বিচু আল পটল ভাজা, একটা চড়চড়ি ঁচোড়ের দালনা, চিনিপাতা বিকিং দাব, পান জুং

রাতাবী সন্দেশ, সরু পুরানধানের চিড়ের পরমান্ন, একটু ক্ষীর, গোটাদুই নেংড়া আম, দুখানা পাটাসাপটা পিটে, আর এক গেলাস কর্পূর বাসিত জল ; এই হল ধর্ম্মের অঙ্গ।

আমি রাগ করিয়া বলিলাম যে. আমি সত্য সত্য উপদেশ চাহিলাম তুমি কিনা এখন তামাসা আরম্ভ করিলে ?

স্বামীজি। যাহা বলিলাম তাহা বুঝি তোমার পছন্দ হইল না ; তবে আর এক রকম বলি শুন। ভাল সুগন্ধি চালের পোলাও, নধর কৃষ্ণকায় ছাগ মাংসের ঝোল, গোটাকত মাংসের চপ, খান দুই কট্‌লেট্, খানকত মাছভাজা, এক টম্বলার স্যাম্পেন মদ্য এও হল ধর্ম্মের অঙ্গ।

আমি। হয়েছে, ধর্ম্মের অঙ্গ খুব শুনেছি, আর বলতে হবে না।

স্বামীজি। এও বুঝি পছন্দ হল না ; তবে এই পান্তা ভাত, লোনা ইলিশের অম্বল, খোসাছাড়ান কুঁচো চিংড়ি ভাজা, টক দধি (একটু লবন অবশ্যই দিতে হবে), আর এক বাটি আমানি ; এও হল ধর্ম্মের অঙ্গ।

আমি। আমি এইবারে উঠে চল্লেম ; এই বলিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছি, স্বামীজি ধরিয়া বসাইলেন ও বলিলেন বোস্ মূর্খ বোস্ ; আমি কি কেবলই উপহাস করিতেছি তাহা নহে। ধর্ম্মের রহস্য বুঝিবার আগে অন্নের রহস্য বোঝ। দেব ভোগ্য দ্রব্য দেবোদ্দেশে ত্যাগ করার নামই ধর্ম্ম কর্ম্ম ভগবান গীতাতে বলিয়াছেন—

"ভূতভাবোদ্ভবকরঃ বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ।"

এই বিসর্গ শব্দের অর্থ টীকাকারগণ বলেন দেবোদ্দেশে ত্যাগ। এখন দেখ কর্ম্ম অর্থাৎ ধর্ম্ম কর্ম্মের প্রধান অঙ্গ হল দুইটি ; প্রথম দেবভোগ্য পদার্থ, দ্বিতীয় সেই পদার্থের ভোক্তা দেবতা। ভোগ্য পদার্থ অর্থাৎ অন্ন এবং এই অন্ন যিনি ভোগ করেন অর্থাৎ অত্তা, এই উভয়ের সংযোগ সংঘটনই সকল ক্রিয়ার উদ্দেশ্য। উপনিষদ বলেন যে, প্রজাপতি প্রজাকামনা করিয়া মিথুন উৎপাদন করিলেন, অন্ন ও অত্তা সেই মিথুন। এই মিথুনের মিলন হইতেই সৃষ্টি চক্র ঘুরিতেছে। এই মৈথুন তত্ত্ব যবে বুঝিতে পারিবে তবে ধর্ম্ম রহস্য বুঝিতে সক্ষম হইবে।

গুন ভেদে অন্নের ভেদ ত্রিবিধ, যথা সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এবং

অন্তারও ভেদ ঐরূপ ত্রিবিধ। সেই জন্যই তোমার কথার উত্তরে প্রথমে একটু বক্রচ্ছলে সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক তিন প্রকারের স্থূল অন্নের কথার উত্থাপন করিয়াছি।

আমি। স্থূল অন্ন কথাটি কি অর্থে প্রযোগ করিলে বল?

স্বামীজি। যে অন্নে স্থূলদেহের ক্ষুধার শান্তি হয় উহাকে স্থূল অন্ন বলিতেছি। যখন সমস্ত ভোগ্য বিষয়ই অন্ন শব্দ বাচ্য, তখন যে সমস্ত সূক্ষ্ম পদার্থ পুরুষের সূক্ষ্মশরীর ও কারণ শরীরের ক্ষুধার শান্তি করে, তাহারাও অন্ন শব্দ বাচ্য। শুধু অন্নের কথা কহিয়া আমার এখন ক্ষুধার শান্তি হইবে না; চল এখন তোমাদের বাড়ী যাই, তোমার গৃহিনী ধর্ম্ম বুঝাইয়া দিবেন; আমি আজ তিন দিন উপবাসী।

আমি। তিন দিন উপবাসী! কেন স্বামীজি আমার বাড়ীতে কি তোমার দুইটা অন্ন জুটিত না। ওঠ তবে, শীঘ্র ওঠ। তোমাকে যতক্ষণ না খাওয়াইতেছি ততক্ষণ সুস্থির হইতে পারিতেছি না।

স্বামীজি ঈষৎ হাস্য করিলেন, কিন্তু কিছুই উত্তর দিলেন না।

উভয়ে বৃক্ষমূল হইতে উঠিয়া গৃহাভিমুখে চলিলাম। স্বামীজির সহিত আমার স্ত্রী কথা কহিয়া থাকেন। আমরা উভয়ে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। আমার স্ত্রী উঠানে বসিয়া আল্‌তা পরিতেছিলেন; তাঁহার আল্‌তা পরা শেষ হইয়াছে এমন সময়ে আমরা সেই থানে উপস্থিত হইলাম। স্ত্রী একটু শশব্যস্ত হইয়া দাঁড়াইলেন ও মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিলেন। স্বামীজি ভূমিষ্ঠ হইয়া আমার স্ত্রীর পদতলে নমস্কার করিলেন ও বলিলেন মায়ের আল্‌তা পরা পায়ে নমস্কার; ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ। আমি পাগলের রকম দেখিয়া বলিলাম কি কর ঠাকুর, ওযে তোমার চেয়ে ঢের ছোট।

স্বামীজির চক্ষে দর দর ধারা বহিতেছে। গদ গদ স্বরে বলিলেন

ওঁ সর্ব্বভূতস্থাং বিদ্মহে ভক্তিনীরদাং ধীমহি
তন্নো সতী প্রচোদয়াৎ।

আমার দেবতা সর্ব্বভূতস্থা; বিশেষতঃ তিনি উমারূপে সকল স্ত্রীলোকের হৃদয়ে বিরাজ করেন, সতী স্ত্রীলোক মাত্রেই তাঁহার তেজের আধার; আজি আমি নমস্কার দ্বারা আমার ললাট নিঃসৃত চান্দ্ররস, উমা মার উদ্দেশে, সতীর

অপকুররচিত পররেষ্টিত অগ্নিসম তেজে আহুতি প্রদান করিলাম। ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ। এই নমস্কার যজ্ঞ যে শিখিয়াছে সেই ধর্ম্ম রহস্য বুঝিতে পারিবে।

স্বামীজি উঠিয়া দাঁড়াইলেন; আমার স্ত্রী স্বামীজির পদতলে নমস্কার করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলেন, তিনি আশীর্ব্বাদ করিলেন,"সাবিত্রী সদৃশীভব।"

আমি গৃহিনীকে বলিলাম স্বামীজি আজি তিন দিন কিছু খান নাই, শীঘ্র উহাঁকে কিছু খাইতে দাও। গৃহিনী দ্রুতপদ গমনে গৃহে প্রবেশ করিয়া, কিছু খাদ্য আনিতে গেলেন, আমরা উঠান হইতে শয়নগৃহে আসিয়া বসিলাম। গৃহিনী কিছুক্ষণ পরেই সেইখানে ফিরিয়া আসিলেন; চক্ষু দুটি জলে পূর্ণ; বড় ব্যাকুল হইয়া বলিলেন ওগো ঘরে খাবার যে কিছুই নাই; আমি শীঘ্র ভাত রাঁধিয়া আনিতেছি।

স্বামীজি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন যে, তোমার গৃহিনীর চক্ষে এই যে জল দেখিতেছ ইহাই ধর্ম্মকর্ম্মের মুখ্য অঙ্গ। ক্ষুধিতকে অন্নদান করিবার জন্য ব্যাকুলতা যাঁহার জন্মে নাই তিনি ধর্ম্ম রহস্য বুঝিতে পারিবেন না।

গৃহিনী পাকশালাতে গমন করিলেন। স্বামীজি বলিলেন গৃহিনীকে রোজ নমস্কার করিস্।

আমি। এই আবার পাগলামি আরম্ভ হইল।

স্বামীজি। মূর্খ, স্বামী যেরূপ স্ত্রীর গুরু, স্ত্রীও সেইরূপ স্বামীর গুরু; পরস্পর পরস্পরকে ভক্তি করিতে না শিখিলে কামের পীড়ন হইতে উদ্ধার পাইবে না।

আমি। আমি এখন আর তোমাকে বকাইব না।

স্বামীজি। তবে একখানা আসন দাও, আমি জপ করি।

স্বামীজিকে আসন দিলাম; তিনি আসনে উপবেশন করিয়া জপ করিতে লাগিলেন। আমিও নিকটে একখানি আসন লইয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিলাম।

ঘণ্টাখানেক মধ্যে গৃহিনী একটি থালে করিয়া অন্ন ব্যঞ্জন আনিলেন এবং স্বামীজির সমক্ষে রাখিলেন। স্বামীজি বলিলেন যে "মা আজি তুমি কাছে বসে আমাকে খাওয়াও। একখানি আসন আনিয়া স্বামীর বামপার্শ্বে উপবেশন কর"। স্বামীজির উপদেশ মত আমরা তিনজনে একরূপ ভাবে উপ-

বেশন করিলাম যে, আমাদের আসনগুলির মধ্যস্থল সর্ব্বযোগ করিলে একটি সমবাহু ত্রিভুজ হয়। মধ্যে অন্নের থালা রহিল। স্বামীজি তখন এক গণ্ডূষজল লইয়া অনেকক্ষণ সেই দৃষ্টে চাহিয়া একটি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে আমাদের সকলকে বেষ্টন করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। পরে আবার এক গণ্ডূষ জল লইয়া অন্নের দিকে কিছুক্ষণ স্থির নেত্রে চাহিয়া মন্ত্র জপ করিয়া সেই জল গৃহিনীর বাম হস্তে অর্পণ করিলেন; উহার পর আবার এক গণ্ডূষ জল লইয়া ঐরূপ মন্ত্রপূত করিয়া আমার দক্ষিণ হস্তে অর্পণ করিলেন। আর এক গণ্ডূষ জল ঐরূপ মন্ত্রপূত করিয়া নিজের হস্তে রাখিলেন; পরে তাঁহার উপদেশ মত আমরা তিন জনেই একসঙ্গে, ভগবতী স্মরণ করিয়া আপন আপন হস্তস্থিত জলগণ্ডূষ অন্নের উপর দিলাম। স্বামীজি বলিলেন—

"ওঁ ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবি ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতং
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্ম কর্ম্ম সমাধিনা।" ওঁ।

স্বামীজি যখন মন্ত্রপূত জল আমার হস্তে দেন তখন আমার বোধ হইল যেন একটা তাড়িৎশক্তি আমার শরীরে প্রবেশ করিল; আমার স্ত্রীও ঐরূপ অনুভব করিয়াছিলেন। স্বামীজি যখন অন্নের উপর জল দিয়া অন্ন নিবেদন করিলেন তখন আমার ঠিক্ বোধ হইল যেন তিনটি তড়িন্ময় রশ্মি তিন জনের হৃদয় হইতে নিঃসৃত হইয়া অন্নের উপর পড়িল এবং ঠিক শুনিতে পাইলাম যে একটী ধ্বনি হইল "ওঁ"।

স্বামীজি বলিলেন "মা, কেহ বা খায় আর কেহ বা খাওয়ায় আজি অনন্তরামকে দেখাও" এই বলিয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

আমরা স্ত্রীপুরুষে উভয়ে এক দৃষ্টে স্বামীজির ভোজন দেখিতে লাগিলাম, কিন্তু শরীর অল্পক্ষণ মধ্যেই কেমন আসন্ন হইয়া পড়িল; যেন বড়ই ঘুম আসিতে লাগিল; চক্ষু বুজিলাম ক্ষণ কাল মধ্যেই বাহ্যজ্ঞান হারাইলাম। চকিতের ন্যায় এক দৃশ্য দেখিলাম; এক পর্ব্বতের উপর একটি মন্দির, সেই মন্দিরে আমি ও আমার স্ত্রী রহিয়াছি; এতক্ষণ যে অন্ন ব্যঞ্জন বাহিরে দেখিতেছিলাম দেখি সেই অন্ন ব্যঞ্জন আমার স্ত্রীর সমক্ষে রহিয়াছে; তিনি উহা এক এক গ্রাস করিয়া ভোজন করিতেছেন ও এক একটি ওঁকার ধ্বনি হইতেছে, আমার তখন মনে হইতেছে যে ইনি দুর্গা আমার স্ত্রীর আকার ধরিয়া আমাকে দেখা

দিয়াছেন; তখন আমি তাঁহার পদদ্বয় হৃদয়ে ধরিয়া বলিয়া উঠিলাম —শিবোঽহং। এই শব্দটি আমি প্রকৃতই মুখ দিয়া উচ্চারণ করিয়া উঠিলাম ও সঙ্গে সঙ্গে আমার চেতনা ফিরিয়া আসিল। চক্ষু চাহিয়া দেখি স্বামীজি ভোজন সমাপনান্তে গণ্ডূষ করিতেছেন।

আমার স্ত্রী সেই সময়ে আমাকে বলিলেন যে দেখ আমি দেখিয়াছি যে ভগবতী এই অন্ন স্বয়ং গ্রহণ করিতেছেন এস আমরা প্রসাদ ভোজন করি। আমার শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল; স্ত্রীর চক্ষে দর দর ধারা বহিতেছে, তিনি স্বামীজির ভুক্তাবশেষ অন্ন এক গ্রাস উঠাইয়া আমার মুখে দিলেন, আমিও এক গ্রাস অন্ন উঠাইয়া তাহার মুখে দিলাম; স্বামীজির চক্ষে জল বাহিতেছে আমারও চক্ষে জলধারা বহিতেছে; স্বামীজি আনন্দে উন্মত্ত হইয়া এক অঙ্কে আমাকে উঠাইয়া এবং অপর অঙ্কে আমার স্ত্রীকে উঠাইয়া লইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং ওঁ হরি ওঁ ওঁ হরি ওঁ ওঁ হরি ওঁ মধুর স্বরে এই গান গাহিতে লাগিলেন। আমরা তাঁহার কোল হইতে নামিয়া পড়িয়া উভয়ে সাষ্টাঙ্গে তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইলাম। স্বামীজি স্নেহসহকারে আমাদিগকে উঠাইলেন ও বলিলেন বৎস, মা ইহার নাম সংসারধর্ম্ম। স্ত্রী পুরুষ উভয়ে মিলিয়া ক্ষুধিতের ক্ষুধা শান্তি উদ্দেশে অন্ন দান কর; স্বয়ং ভগবতী অন্নপূর্ণা অন্ন প্রসবিতা এবং তিনিই যাবতীয় অন্নের গ্রহীতা; তোমরা উভয়ে মিলিত হইয়া, আজি যে যজ্ঞ করিলে এই যজ্ঞে আমার এই দেহ কেবল ভোজন পাত্র মাত্র। উভয়ে মিলিত হইয়া পৃথিবী হইতে অন্ন সংগ্রহ করিয়া ভগবতীর উদ্দেশে সৎপাত্রে অন্ন দান করাই প্রকৃত সংসার ধর্ম্ম। করণ দ্বারা সংগৃহীত পদার্থ, সৎপাত্ররূপ বহ্নিতে পূর্ণাহুতি দিবার পর ইন্দ্রিয় সকল যখন শান্তভাব ধারণ করে, তখন অন্তর্দৃষ্টি স্ফুরিত হয়, সেই অবস্থায় জীব বুঝিতে পারেন যে প্রকৃতির ষড়বিধ শক্তি দ্বারাই জগতের যাবতীয় কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইতেছে, এই ষড়বিধ শক্তিই প্রকৃতির ক্রিয়ার ষট্‌কারক; জীব স্বয়ং প্রকৃতির অন্ন প্রসব ও অন্ন ভোজনরূপ ক্রিয়ার দ্রষ্টামাত্র। এই জ্ঞান হইতেই জীবের ভোগের শান্তি হয়। বৎস অদ্য তোমার স্ত্রী আমার ক্ষুধাগ্নিতে আহুতি দিয়া যে যজ্ঞ করিলেন এই ক্রিয়ার কর্ত্তা তোমার স্ত্রী, অন্ন কর্ম্ম, তোমার ইন্দ্রিয়গণ পৃথিবী হইতে এই অন্ন সংগ্রহ করিয়াছে, তুমি এই ক্রিয়ার করণ, পৃথিবী অপাদান এবং ক্ষুধাগ্নির কুণ্ডস্বরূপ আমার এই দেহ

অধিকরণ কারক; পৃথিবীর অধিষ্টাত্রী দেবী উমা সম্প্রদান কারক। তোমা দ্বারা সংগৃহীত অন্ন কর্ত্রী যখন আধারে নিহিত করিয়া শান্ত হইলেন তখন তুমি কি দেখিয়াছ স্মরণ কর; শিবোহং এই জ্ঞান তোমার তখন উদয় হইয়াছিল, তখন তুমি বুঝিয়াছ যে প্রকৃত পক্ষে তুমি এই ক্রিয়ার কোন কারক নহ, তুমি শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত পুরুষ শিবস্বরূপ। ইহার নাম আত্মজ্ঞান।

ক্রিয়ার ষট্‌কারক এবং ক্রিয়ার সাক্ষী পুরুষ এই সপ্ততত্ত্বের রহস্য যিনি বুঝিয়াছেন তিনি মুক্ত পুরুষ। সেই পরম গুরু ভগবান মহাদেব, যিনি আমাকে এই সপ্ত তত্ত্ব চিন্তায় জীবন কাটাইতে উপদেশ দিয়াছেন আমি তাঁহার চরণে বারবার নমস্কার করি; আর মা, যে পরমাশক্তি আজি স্নেহরূপে তোমার হৃদয়ে আবিভূর্তা হইয়া তোমাকে আজিকার যজ্ঞের কর্ত্রী করিয়াছেন, সেই শক্তিকে বারবার নমস্কার করি; বৎস, যিনি তোমাতে অর্জ্জন স্পৃহা রূপে আবির্ভূতা হইয়া তোমার ইন্দ্রিয়গণকে অন্ন সংগ্রহের করণ করিয়াছেন, সেই শক্তিকে বারবার নমস্কার করি; যিনি ক্ষুধারূপে আমার দেহে আবির্ভূতা হইয়া আমাকে যজ্ঞপাত্ররূপে পরিণত করিয়াছেন তাঁহাকে বারবার নমস্কার করি; যিনি উর্ব্বরতা শক্তি রূপে পৃথিবীতে অধিষ্ঠিতা হইয়া শস্য প্রসব করিতেছেন সেই শক্তিকে বারবার নমস্কার করি; যিনি সর্ব্বযজ্ঞের ফল গ্রাহিকা শক্তি রূপে দেব তনুতে অবস্থিতা হইয়া যজ্ঞ ভোগ করেন, সম্প্রদানরূপী সেই শক্তিকে বারবার নমস্কার করি, আর যিনি কর্ম্ম স্বরূপে অন্নে অধিষ্ঠিত হইয়া অন্নের পরিণামচক্র ঘুরাইতেছেন, সেই শক্তিকে বারবার নমস্কার করি। বৎস, বৎসে, এই যে বিভিন্নরূপ শক্তির কথা বলিলাম সমস্তই একের শক্তি। একই আধারে ভিন্ন ভিন্ন দেশে একই শক্তি ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হইয়া এক চেতনকে ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রকাশ করিতেছেন। সেই এক চেতন পুরুষকে জান।"

তৎ ত্বমসি

ওঁ

এই বলিয়া স্বামীজি উঠিলেন; আমাদের উভয়ের মস্তকাঘ্রাণ করিয়া বলিলেন যে "আশীর্ব্বাদ করি যে তোমাদের আজিকার এই যজ্ঞ জীবের মঙ্গলদায়ক হউক। ওঁ তৎ সৎ"।

শ্রীঅনন্তরাম।

লামাদিগের যোগশক্তি।

ইংরাজি মানচিত্রে দেখিতে পাওয়া যায় ভারতবর্ষের উত্তরে তির্ব্বত বলিয়া একটি দেশ আছে। ঐ দেশ সম্বন্ধে এদেশের লোকের বিশেষ কিছু জানা নাই। দুই এক জন সাহেব পরিব্রাজকের ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠে যাহা জানা যায় তাহাই যথেষ্ট। কিন্তু পূর্ব্বে তাহা ছিল না। যাহাকে এখন তির্ব্বত বলা যায়, পূর্ব্বে তাহা আমাদের দেশের অন্তর্গত ছিল। এখনও সন্ন্যাসী পরিব্রাজকেরা তাহাকে উত্তরাখণ্ড বলিয়া অভিহিত করেন। ভারতের দক্ষিনাংশ দাক্ষিনাত্য এবং উত্তর পার্ব্বত্যপ্রদেশ উত্তরাখণ্ড নামে অভিহিত ছিল। তির্ব্বত ইহার অন্তর্গত। মধ্যাংশ গঙ্গা যমুনা উপত্যকা আর্য্যাবর্ত্ত নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এখন তির্ব্বত দেশ সম্পূর্ণ বিদেশ হইয়া পড়িয়াছে। আর্য্যাবর্ত্ত হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম বিতাড়িত হইলে তির্ব্বতদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তির্ব্বতের প্রধান স্থান হ্লাসা নগরে উক্ত ধর্ম্মের প্রধান মঠ স্থাপিত হয়। বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগকে তিব্বতে লামা বলে। তাঁহারা সন্ন্যাসী ও যোগপথাবলম্বী। লামাদিগের যোগশক্তি বিষয়ে অনেক আশ্চর্য্য গল্প শুনা যায়। লামা মাত্রেই যোগী নহে, যেমন ভারতবর্ষে গৈরিক কমণ্ডলুধারী মাত্রেই প্রকৃত সন্ন্যাসী নহে। তবে প্রকৃত যোগী লামা অনেক আছেন। এই শ্রেণীর একজন লোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাত হইয়াছিল, তাহার বৃত্তান্ত নিম্নে লিখিলাম।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি কোন কার্য্যোপলক্ষে দারজিলিং গিয়াছিলাম। সেখানে আমার কোন বন্ধুর সহিত সাক্ষাত করিতে গিয়া দেখিলাম তাঁহার একটি পুত্র হঠাৎ পড়িয়া গিয়া হাত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে এবং তিনি তাহার চিকিৎসার জন্য ব্যস্ত এবং চিন্তাকুল হইয়া রহিয়াছেন; তাঁহার বাটীতে সেই সময় একজন বৌদ্ধ লামা মাসাবধি বাস করিতেছিলেন। তাঁহাকে তাঁহার প্রকোষ্ঠের বাহিরে প্রায়ই দেখা যাইত না; সর্ব্বদাই ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমার বড় কৌতূহল হইল কিন্তু তিনি কাহারও সহিত

সাক্ষাত করেন না শুনিয়া দর্শনের অভিলাষ সম্বরণ করিলাম। আমি নিরস্ত হইলাম বটে কিন্তু ভাগ্যক্রমে সাক্ষাত হইল। তিনি সেই সময় নিজ কুটির ত্যাগ করিয়া বন্ধুর নিকটে আসিয়া কি কথোপকথন করিতে লাগিলেন। পরে শুনিলাম তিনি বন্ধুকে বলিতেছিলেন "তোমার পুত্র এমন কঠিন আঘাত পাইয়াছে অথচ তুমি আমাকে সম্বাদ দাও নাই কেন"। বন্ধু উত্তরে বলিলেন তিনি যে কৃপা করিয়া আরোগ্য করিয়া দিবেন তাহা তিনি জানিতেন না। ইহার পর আরও কি কথোপকথন হইলে পর উভয়েই বাটীর ভিতরে গেলেন. আমি বাহিরে রহিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরেই বন্ধু বাহিরে আসিয়া আমাকে বলিলেন "ওহে লামা ভয়ানক কাণ্ড করিতেছে; এক বড়া আগুণ করিয়া কয়েকটা লোহার শিক তাহাতে পোড়াইতে দিয়াছে। ছেলেটাকে মেরে ফেলবে নাকি? তুমি ও আইস।" আমার যাওযাব সম্বন্ধে একবার লামার অনুমতি লওয়া আবশ্যক হইল। অনুমতি পাইয়া আমি বন্ধুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া দেখি একটা প্রকাণ্ড কড়ায় আগুণ জ্বালাইয়া কতকগুলি লোহার শিক ছুরির ফলা এবং অন্যান্য লৌহখণ্ড উত্তপ্ত করা হইতেছে; লামা গম্ভীর ভাবে বালকের মস্তকের নিকট বসিয়া জপ করিতেছেন এবং বালক শয়ন করিয়া আছে। কিছুকাল জপ করিয়া লামা সেই উত্তপ্ত অগ্নিমূর্ত্তি লৌহখণ্ড গুলি একে একে অগ্নি হইতে বাহির করিয়া জিহ্বাদ্বারা চাটিতে আরম্ভ করিলেন। কি ভয়ানক ব্যাপার! এক বার চাটেন এবং কি মন্ত্র পড়িয়া বালকের ক্ষত স্থানে ফুৎকার দিতে থাকেন। এইরূপ অর্দ্ধঘণ্টাকাল হইল অথচ লামার জিহ্বা কিছুমাত্র বিকৃত বা সঙ্কুচিত হইল না। আমি দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। পরদিন এই গল্প সহরে রাষ্ট্র হইলে অনেকেই দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। সেই সময়ে দারজ্জিলিঙ্গে একজন বাঙ্গালী উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন, তিনিও কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া বন্ধুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন তিনি কিছু ইংরাজী ভাবাপন্ন ছিলেন, এমন কি তাঁহার পারচ্ছদ পর্য্যন্ত সাহেবী ধরণের ছিল। এসকল বিষয়ে তাঁহার বড় বিশ্বাস ছিল না। লামা প্রথমে তাঁহাকে দেখাইতে রাজি হন না, বলেন উনি পিলিং অর্থাৎ ইউরোপীয়। (তিব্বত দেশে ইউরোপীয়দিগকে পিলি' বলে)। আমরা বলিলাম তিনি ব্রাহ্মণ সন্তান, ইউরোপীয় নন। লামা বলিলেন তোমরা জান না উনি

ব্রাহ্মণ সন্তান হইলেও উহার হৃদয় পর্য্যন্ত পিলিং হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, এরূপ বাক্‌বিতণ্ডার পর লামা অবশেষে সম্মত হইলেন এবং বাবুকে রোগীর ঘরে প্রবেশ করিতে দিলেন। পূর্ব্বদিনের ন্যায় ঐ দিনেও লৌহখণ্ড গুলি উত্তপ্ত করিয়া অবলেহন করা হইল এবং ক্ষত স্থানে ফুৎকার দেওয়া হইল। বাবু অবাক্। বাহিরে আসিয়া আমাকে বলিলেন,

এ এক অপূর্ব্ব শক্তি তাহাব কোন সন্দেহ নাই। যদিও কোন রাসায়নিক দ্রব্য জিহ্বায় লাগাইয়া এইরূপ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেও এক অপূর্ব্ব দ্রব্য যাহাব সাহায্যে জিহ্বা অগ্নিতে দগ্ধ হয় না এবং ইউরোপীয়গণ যাহা এখনও আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। লামা বাহিরে আসিয়া দুই একটী মিষ্ট মিষ্ট কথায় বাবুকে ইউবোপীয় ভাব পরিত্যাগ করিতে বলিলেন। বলিলেন পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণেরা যোগ বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। আমি সুদূর মঙ্গোলিয়া দেশ হইতে ব্রাহ্মণ দিগেব পবিত্র দেশ দেখিতে যাইতেছি আর তোমরা সেই ব্রাহ্মণদিগের সন্তান হইয়া ইউরোপীয় ভাবাপন্ন হইয়া নাস্তিক হইয়া যাইতেছ, এ বড় লজ্জাব কথা। দুই তিন দিন উক্ত প্রকার ক্রিয়ার দ্বারা বন্ধুপুত্র আরোগ্য হইয়া গেলেন; আমাদেবও কৌতুহল নিবৃত্তি হইল। বলা বাহুল্য, তাহার পর হইতে উল্লিখিত রাজকর্ম্মচারী বাহিরে ইউবোপীয় পরিচ্ছদধারী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অন্তর আর পিলিং ছিল না।

শ্রীপ্রণবানন্দ শর্ম্মা।

স্বপ্নে দীক্ষা।

(তৃতীয় সংখ্যার ৯৪ পৃষ্ঠার পর)

ভয় নাই শব্দ শুনিয়া কিয়ৎপরিমাণে আশ্বস্ত হইলাম, কিন্তু হৃদকম্প এখনও রহিয়াছে, থাকিয়া থাকিয়া চমকিয়া উঠিতে লাগিলাম, ক্রমে বল সাহসাদি সংগ্রহ করিতে করিতে মন স্থির হইয়া আসিল, একবার চারিদিক চাহিয়া দেখিলাম—গুহাটি পূর্ব্ববৎ গাম্ভীর্য্য প্রাপ্ত হইযাছে মনে হইতে লাগিল নাজানি আরও কত ভয়ানক ভয়ানক পরীক্ষায় পড়িতে হইবেক। আরও

মনে হইল গুরুদেবের ও ইষ্টদেবের কৃপায় সকল পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইতেছি, তবে "আমি আমি" করিয়া কেন ভাবিয়া অস্থির হই—, যাঁহার কার্য্য তিনি করিতেছেন, আমাকে যাহা করিতে বলিয়াছেন তাহাই একাগ্রমনে করিব। তাঁহার আদেশ পালন করাই আমার কর্ত্তব্য, এই ভাবিয়া কর্ত্তব্য পালনে মন নিবেশ করিলাম। এইরূপ ভাবে কিয়ৎকাল গত হইলে সহসা গুহায় মনুষ্য পদ ধ্বনি শ্রুত হইল, চাহিয়া দেখি আমার সম্মুখে দুইখানি আসন, ও আসন দুইখানিতে দুইজন লোক উপবেশন করিলেন। দুই জনের মধ্যে একজনকে দেখিয়া চিনিতে পারিলাম যে, তিনি আমার মন্ত্র দাতা ও অপরটি অনুমান করিয়া লইলাম আমার প্রকৃত গুরুদেব। আমি আনন্দে তাঁহাদের উভয়কে গাঢ় ভক্তি সহকারে প্রণাম করিলাম। তাঁহারা হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন,— "বাছা তোমার কার্য্যে ও সাহসে আমরা বড় প্রীত হইয়াছি, এখন তোমায় বর দিতে প্রস্তুত আছি, যাহা তোমার অভিরুচি হয় বর প্রার্থনা কর"। আমি কি বর প্রার্থনা করিব খুঁজিয়া পাইলাম না,—ভাবিতে লাগিলাম কি উত্তর দিব, অবশেষে বলিলাম,—দেব আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, কি এবং কোন্ বর প্রার্থনা করিব তাহাও ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। অতএব আপনাদিগের যাহা কর্ত্তব্য তাহা আমাকে নির্দ্দেশ করিয়া দিন" এই প্রকার বলিলে পর তাঁহারা আমায় বলিতে লাগিলেন দেখ,—"এ বিশ্ব জগতে যে সমস্ত জীব আছে তাহারা সকলেই দ্বন্দের জীব, তাহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতিযোগিতা করিয়া অধিককাল স্থায়ী হইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে, এই চেষ্টা করিতে হইলে গণপতির ও শক্তির সাধনা আবশ্যক, অতএব সিদ্ধি লাভে যত্নবতী হওয়াই তোমার কর্ত্তব্য ; তুমি এখন আমাদের নিকট হইতে গণপতি ও শক্তি মন্ত্র গ্রহণ কর, উঠিয়া আইস, মন্ত্র গ্রহণ করিয়া সফল কামা হইয়া নিজেকে কৃতার্থ কর"।

আমি এই কথা শ্রবণ করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম যে, শক্তি সংগ্রহ আবশ্যক বটে, কিন্তু আমার পক্ষে শক্তি সংগ্রহ আবশ্যক কিনা, যে বিষয়ে আমার অভাব বোধ হয় না তাহা লইয়া আমি কি করিব, এই ভাবিয়া তাঁহাদিগকে বলিলাম যে, আপনারা আমাকে শক্তি সংগ্রহ করিয়া সিদ্ধি লাভে

যত্নবতী হইতে বলিতেছেন কিন্তু আমি অনেক ভাবিয়া দেখিলাম যে সিদ্ধি লাভে আত্মসুখ কয় আর মত্ততা আসে, আরও ভাবিয়া দেখুন সুখে দুঃখে সমজ্ঞান করা ইন্দ্রিয়াদি বৃত্তি গুলিকে দমন করা এবং ভোগ বিলাসে অনিচ্ছা ও উহা ত্যাগ করাই সাধনার প্রথম উপায় তখন আপনারা কেমন করিয়া আমাকে সেই বিষয়ে আকৃষ্ট করিতেছেন, আর এক কথা যাহার সমুদ্র পারে যাওয়াই উদ্দেশ্য তাহার পক্ষে সমুদ্রের মধ্যস্থলে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী। আমাব এই ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন। আপনাদের অনুজ্ঞা অবহেলা করা আমার সাধ্য নাই, তবে যেমন করিয়া আপনাদেব কথায় প্রত্যুত্তর করিতে সক্ষম হইলাম, আবও ভাবিতেছি যে কি আপনারা আমাকে পরীক্ষা করিতেছেন ; যখন আমি আপনাদেব উপর আমাব যাহা কিছু আছে তৎ সমুদায় অর্পণ করিয়াছি, তখন আপনাদের দ্বারা এরূপ পরীক্ষা সম্ভবে না। অতএব আমার চিত্ত বড় সংশয়াবিষ্ট হইয়াছে, আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার সংশয় নিবারণার্থ হস্ত ধারণ করিয়া আসন হইতে উত্থিত করুন, নচেৎ আপনাদের কথা রক্ষা করিতে অক্ষম। আমার সমস্ত কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে সহসা আমার কর্ণে অভূতপূর্ব্ব অতি ভয়ানক বিকট ধ্বনি প্রবেশ করিল গুহায় যেন প্রলয়াগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, অগ্নি শিখা লক্, লক্ করিয়া জিহ্বা প্রসারণ করিয়া আমাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল, আর অগ্নির আলোকে দেখিলাম যে,তাঁহারা সেই সৌম্য মূর্ত্তির পবিবর্ত্তে ভয়ঙ্কর বিভৎস মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গুহার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ; এমন সময়ে একজন অপরকে বলিল যে ইহার কোন দ্রব্য আসনের বাহিরে আছে কি না অনুসন্ধান কর এই বলিয়া উভয়েই ক্ষুধার্ত্ত সিংহের ন্যায় আস্ফালন পূর্ব্বক গুহা তোলপাড় করিয়া তুলিল। কিন্তু অবশেষে কোন দ্রব্য না পাইয়া "পদে পদে তোর অনিষ্ট করিব দেখ্বি, তখন আমাদের কথার অবহেলায় কত মজা" বিকট অমানুষিক স্বরে এই কথা গুলি বলিয়া গুহা হইতে অপসৃত হইল। সেই সঙ্গেই গুহার অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল ; গুহাটি যেন অন্ধকারে ভরিয়া যাইল। আমি এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া নির্ব্বাক নিস্পন্দ জড়বৎ বসিয়া রহিলাম। আমি আছি কি আমি ভাবছি ইত্যাদি সংজ্ঞা সূচক কোন বিষয়ানুভব করিতে পারি নাই—কি যেন কি এক প্রকার অবস্থা হইল—এইরূপ অবস্থায় যে আমি কতক্ষণ ছিলাম বলিতে

পারি না, যখন আমার অনুভব শক্তি প্রত্যাবর্ত্তন করিল, তখন দেখিলাম গুহাটি পূর্ব্ববৎ অলোক অন্ধকার বর্জ্জিত শান্তিপ্রদ গাম্ভীর্য্য ধারণ করিয়াছে, যেন মহাঝঞ্ঝাবাতের পর নিস্তব্ধ। মনে মনে ভাবিলাম যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিতেছে ও ঘটিবে তবে কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করি কেন। এই ভাবিয়া মন্ত্র জপ ও ধ্যানে মন নিবিষ্ট করিয়া দিলাম, কিয়ৎপরে এরূপ অনুমান হইল কে যেন আমার মস্তকে হস্তার্পণ করিলেন, সহসা আমাব শবীর মন, প্রাণ যেন তাড়িতশক্তি দ্বাবা সঞ্চালিত হইল, অপূর্ব্ব আনন্দানুভব করিতে লাগিলাম, চক্ষু উন্মালন করিয়া দেখি যে,সম্মুখে দুইটি দেব সম জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি বিবাজ করিতেছেন ; দেখিযা গাঢ় ভক্তি সহকাবে প্রণাম কবিলাম, কিন্তু পুনর্ব্বার প্রতারিত হইতেছি কি না এইরূপ সন্দেহ আমাব মনে স্থান পাইল না। তাঁহাদিগকে দেখিয়া এবার আমার স্থির বিশ্বাস হইল যে আমাব মন্ত্রদাতা ও প্রকৃত গুরু কৃপা করিয়া দেখা দিয়াছেন, এমন সময়ে তাঁহারা বলিলেন বৎসে! যাহারা সরল বিশ্বাসে কার্য্য করে, ও গুরুর কার্য্যে সন্দেহ না কবে ও গুরুর আদেশ কর্ত্তব্য জ্ঞানে পালন কবে তাহাদের মঙ্গল হয়, সেইজন্য তুমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছ ও ভবিষ্যতে সক্ষম হইবে, এরূপ আশা কবা যায় এক্ষণে শিষ্য বলিয়া তোমাকে গ্রহণ করিতে পারি। যে পর্য্যন্ত লোকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে শিক্ষা না করে, সংশয়াবিষ্ট হইয়া সৃষ্টির বিষয় জানিতে চেষ্টা না করে, শম দম উপরতি ও তিতীক্ষা এই চতুর্ব্বিধ বিষয়ে সাধক না হয় ও নিত্যানিত্য বিচার করিতে না শিখে, সে পর্য্যন্ত প্রকৃত শিষ্য হইবার উপযুক্ত হয় না। তবে যাহারা এই সমস্ত বিষয়ের জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা কবে, তাহারা যাহাতে সক্ষম হইতে পারে তজ্জন্য আমরা প্রকাবান্তরে সহায়তা করিয়া থাকি"।

(ক্রমশঃ)

ওঁকার, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র।

আষাঢ় মাসের পন্থার 'প্রণবের নানারূপ' প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র বিজয় বসু এম্, এ, বি, এল; এক স্থলে লিখিয়াছেন 'আমি চতুষ্পাদ ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিয়া অদ্বয় শিবমুদগর শাস্ত্র প্রপঞ্চোপশম চতুর্থ পাদে যাইবার অধিকারী নহি—আমি ব্রাহ্মণ নহি। আমি ওঁকার পাইবার অধিকার পাই নাই'। ওঁকারে স্ত্রী ও শূদ্রের অধিকার নাই, ইহা বেদের কথা; স্ত্রী ও শূদ্র হিন্দুধর্ম্মের মূল ভিত্তি বেদ, সুতরাং যদি কেহ বেদের ঐ কথা অমান্য করেন তবে হিন্দুধর্ম্মে প্রকৃত আস্থাবান নহেন বুঝিতে হইবে। কিন্তু বেদের ঐ কথার প্রকৃত অর্থ যে কি তাহা সাধারণে সম্যক্ বুঝেন না। ওঁকারে স্ত্রী ও শূদ্রের অধিকার নাই ইহাও সত্য কথা এবং স্ত্রী শূদ্র সহ সকলেরই ওঁকারে অধিকার আছে ইহাও সত্য কথা।

ওঁকার দ্বিবিধ, বৈদিক ও তান্ত্রিক। ঋষি ছন্দ দেবতা ও বিনিয়োগ অবগত হইয়া মন্ত্র সাধনা করিতে হয়। বৈদিক ওঁকারের ঋষি ব্রহ্মা, তান্ত্রিক ওঁকারের ঋষি সদাশিব। ব্রহ্মা তাঁহার মুখ বিনির্গত ওঁকারে স্ত্রী ও শূদ্রের অধিকার দেন নাই কিন্তু পরম কারুণিক উমাপতি মহেশ্বর তাঁহার মুখ নির্গত ওঁকারে সকল জাতিকেই অধিকার দিয়াছেন। বৈদিক ওঁকার অবলম্বনে বেদোক্ত ক্রিয়া সাধিত হয় এবং বেদোক্ত দেবতাগণের সঙ্গ লাভ হইয়া থাকে; অবশেষে চিত্তশুদ্ধি হইলে পর ওঁকারই যে ব্রহ্ম সেই জ্ঞান লাভ হয়। মহাদেব মুখ নিঃসৃত ওঁকার অবলম্বনে তন্ত্র শাস্ত্রোক্ত মহাবিদ্যা রাজবিদ্যা বা শাম্ভবীবিদ্যা সাধিত হয় এবং এই শাম্ভবীবিদ্যা সাধককে শিবজ্ঞান বা অদ্বৈত-ব্রহ্মজ্ঞান দান করেন। বৈদিক কর্ম্ম ও তান্ত্রিক কর্ম্ম সম্পূর্ণ ভিন্ন; বৈদিক কর্ম্ম সৃজন ক্রিয়া; তান্ত্রিক কর্ম্ম সংহার ক্রিয়া; চিত্তের ব্যুত্থান শক্তিকে পর ব্রহ্মের পথে চালান বৈদিক ক্রিয়ার উদ্দেশ্য, চিত্তের নিরোধ শক্তিকে (যাঁহার অপর নাম সংহারিণী শক্তি,) পরব্রহ্মের পথে চালান তান্ত্রিক ক্রিয়ার উদ্দেশ্য। বৈদিক কর্ম্ম Expansion তান্ত্রিক কর্ম্ম contraction।

বৈদিক কর্ম্ম ও তান্ত্রিক কর্ম্ম যে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ তাহা সকলেই জানেন; এই প্রভেদের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কর্ম্মের মূল অন্বেষণ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, যে ওঁকার উভয়বিধ কর্ম্মেরই আদি উহা সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার ভিতর দিয়া আসিয়া যে আকার অর্থাৎ যে শক্তিযুক্ত হইয়াছে, সংহার কর্ত্তা বা উদ্ধার কর্ত্তার ভিতর দিয়া আসিয়া উহা অন্যবিধ শক্তিযুক্ত হইয়াছে বৈদিক ওঁকারের শক্তি, ব্রহ্মার শক্তি সাবিত্রী; তান্ত্রিক ওঁকারের শক্তি, মহাদেবের উমা। সুতরাং বৈদিক ওঁকার ও তান্ত্রিক ওঁকার মধ্যে যে পার্থক্য আছে ইহা বেশ বুঝা গেল।

এই পার্থক্য টুকু না বুঝায় আমাদের বড় ক্ষতি হইয়াছে। বুদ্ধদেব বেদোক্ত ক্রিয়া নিষেধ করিয়া, নিরোধ মার্গের ওঁকার, জাতি বিচার না করিয়া যেখানে উপযুক্ত পাত্র দেখিয়াছেন সেই খানে দিয়া গিয়াছেন কিন্তু ব্রাহ্মণগণ উভয়বিধ ওঁকারের ভেদ না বুঝিয়া বুদ্ধদেবের স্ত্রী শূদ্রকে ওঁকার মন্ত্রদান অশাস্ত্রীয় বুঝিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম বিরোধী হইয়া উঠেন; তাঁহারা বুদ্ধদেবকে অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াও জাত্যভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি স্থাপন করিতে পারেন নাই সেই জন্য বুদ্ধদেবের শক্তি ভারতবর্ষ এতদিন গ্রহণ করিতে পারে নাই। শক্তিহীন হইয়াই ভারত আজি পরাধীন। ভারত আজি পরাধীন কথাটি মনে আসিলেই কান্না আসে। আমি পলিটিক্যাল স্বাধীনতা পরাধীনতার কথা বলিতেছি না; ভারতবাসীর মানসিক ভাব সকল এখন আর ভারতবাসী চালায় না; যে ব্রাহ্মণগণের বাক্যদ্বারা সমগ্র ভারতবর্ষ চালিত হইত, সেই ব্রাহ্মণগণের কথা আর কেহই মানে না। গলায় উপবীত ব্রাহ্মণ পেটের দায়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছে ও গৃহস্থ তাড়াইয়া দিতেছে ভারতের এই দৃশ্য হৃদয় বিদারক। ব্রাহ্মণের আর আদর নাই—নাই কেন? তাঁহারাহীনবীর্য্য হইয়াছেন বলিয়া। কোনপাপে তাঁহারা হীনবীর্য্য হইয়াছেন?

জাত্যভিমান। আমরা জাতিভেদ মানি। ব্রাহ্মণ ও শূদ্রে বীজগত পার্থক্য আছে মানি এবং সেই জন্যই ব্রাহ্মণের যে বৈদিককর্ম্মে অধিকার আছে শূদ্রের উহাতে অধিকার নাই ইহা অবশ্য স্বীকার করি কিন্তু সে জন্য অভিমান কেন? ব্রাহ্মণ! তুমি নিজেকে বড় বলিয়া অভিমান করিয়াছিলে তাইত ভগবান তোমাদিগকে দেখাইতেছেন—ঐ দেখ ইংরেজ, সেত ব্রাহ্মণ নয় সে তোমাদের

অপেক্ষা বড় হইয়াছে ; এখন তোমাদের কথা কেহ মানে না কিন্তু ম্যাক্সমূলর হক্সলি টিণ্ডল ইঁহাদের কথা সকলে মানিতেছে আর তোমরাও পেটের দায়ে তাহাদের পদানত হইয়াছ। ইংরাজ ত বৈদিক কর্ম্মের অধিকারী নহে, এবং বৈদিক কর্ম্মও ত করে না, অথচ ইংরাজ এখন তোমাদের অপেক্ষা বড় সুতরাং বৈদিক কর্ম্মে অধিকারী হইলেই বড় হয় না ইহা তোমরা এখন ভাল করিয়া বুঝ। ভগবান যে জাতিতে যে শক্তি নিহিত করিয়াছেন, সেই জাতি যদি তাহারই সম্যক্ পরিচালনা করে সেই জাতিই তেজস্বী হয় ইহাই বুঝাইবার জন্য দর্পহারী ভগবান তোমাদের দর্পচূর্ণ করিবার জন্যই তোমাদিগকে ঐ তেজস্বী জাতির পদানত করিয়াছেন ; তাঁহার রাজত্বে অবিচার নাই। যদি উদ্ধার হইতে চাও জাত্যভিমান ত্যাগ কর।

ব্রাহ্মণের জাত্যভিমান ত্যাগ করার পক্ষে একটি প্রধান অন্তরায় সমাজে বিদ্যমান রহিয়াছে ; বেদে কথিত হইয়াছে ব্রাহ্মণ ভিন্ন ওঁকারে অন্য কোন জাতির অধিকার নাই, এই কথাটির কদর্থবাদই সেই মহা অন্তরায়। ওঁকার জীবের জীবনের লক্ষ্য—অমূল্য ধন, উহা ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কেহ পাইতে পারে না এই বিশ্বাস যতদিন ব্রাহ্মণের থাকিবে ততদিন তাহার অভিমান দূর হইবে না। লেখক জাতিতে ব্রাহ্মণ ; আমি আমার নিজের জীবন আলোচনা করিয়া ইহা দেখিয়াছি যে যতদিন "ওঁকারে শূদ্রের অধিকার নাই" এই বিশ্বাস বলবান্ ছিল ততদিন ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতীয় কোন লোকের মুখ হইতে ধর্ম্মের পবিত্র রহস্য সকল আগ্রহ সহকারে শুনার পরেও মনে এই কথা আসিত যে ইনি যাহা বলিতেছেন তাহা বেশই বলিতেছেন কিন্তু পবিত্র ওঁকার রহস্য ইনি এজীবনে পাইবেন না এবং সেই সঙ্গে, আমার ওঁকারে অধিকার আছে ইহা ভাবিয়া, আমি যে তাঁহা অপেক্ষা বড় এই ভাবই মনে আসিত। ভিন্নজাতির ধর্ম্ম রহস্যবিৎ সাধককে যেরূপ শ্রদ্ধাদান উপযুক্ত, অহঙ্কার বশে তাহা দিতে পারি নাই এবং প্রতিদানও পাই নাই। কিন্তু যে দিন হইতে বুঝিয়াছি যে ব্রাহ্মী ওঁকার ও শাম্ভবী ওঁকার পৃথক্ এবং মহাদেব তাঁহার মুখ নিঃসৃত ওঁকারে সকল জাতিকেই অধিকার দিয়াছেন সেই দিন হইতে একথানি

মেঘ আমার হৃদয় হইতে অপসারিত হইয়াছে। উমা মা, ঐরূপে সকল ব্রাহ্মণের হৃদয় হইতে জাত্যভিমানরূপ: মেঘ অপসারিত কর এই কামনা করিয়া আজি আমার এই কর্ম্মফল তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম। ওঁ

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

গান।

শশীশেখর।—

রাগিনী সুহিনী বাহার, তাল ঢিমে তেতালা।

রৌপ্য তুঙ্গ সম, অঙ্গ নিরুপম,
রতনরুচির প্রভা ধরে।
চারুচন্দ্র ভালে, ক্ষীণরশ্মি ঢালে,
পঞ্চ পঙ্কজ নিভাধরে॥
তিন আঁখির ছবি, বহ্নি শশী রবি,
অর্দ্ধ মীলিত নেশাভরে॥
শিরে শোভে পিঙ্গল, জটিল কেশদল,
প্রহত প্রবাহে কলস্বরে।
অহি ভীষণ ভূষণ বিহরে॥
শূল অভয় বর, পরশুধর কর,
পদ্মাসীন বাঘাম্বরে।
হাসে প্রমথনাথ প্রীতিভরে॥

শ্রী প্র:—

উত্তর। খণ্ড।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—শেষাংশ।

(তৃতীয সংখ্যার ১০০ পৃষ্ঠার পর)

ব্রাহ্মণ। "আদি পোপদিগের মধ্যে কোন একজন মিসব হইতে এক খানি হস্ত লিখিত আধ্যাত্মিক উপদেশপূর্ণ পুস্তক পাইয়াছিলেন। তাহাতে উপবাস, নিভৃতবাস মৌন ব্রতাদি ও পবিত্রাচার দ্বারা সংযম শিক্ষা করিয়া আধ্যাত্মিক উপদেশেব উপযুক্ত হইবার নিয়মাবলি লিখিত আছে। যদি তাঁহারা মানব হিতার্থ তৎসমুদয প্রবোগ করিতেন তাহা হইলে নিঃসন্দেহ ভগবৎপ্রসাদ লাভ কবিতেন। কিন্তু পার্থিব ক্ষমতা লাভেচ্ছাব বশবর্ত্তী হইলে, অধ্যাত্মিক উন্নতি বা পরব্রহ্মজ্যোতি লাভেব আশা করা যায় না॥"

চিন্তা। "আমি নিশ্চয জানি তাঁহাবা ভগবৎপ্রীত্যর্থ সমগ্র জীবন উৎসর্গ করিয়া থাকেন।"

উর্দ্ধবাহু ঈষৎ হাস্য কবিয়া উত্তর কবিলেন। "সেই রূপই আশা করা যায় বটে।"

চিন্তা। "যখন আমি যাবক পদ গ্রহণ কবিয়াছিলাম তখন আমাকে তিন বৎসর কাল মৌনব্রত, উপাসনা, উপবাসাদি কঠোর নিয়ম পালন করিতে হইয়াছিল। তখন সময়ে সময়ে যেন জগজ্জ্যোতির জ্যোতি আমার অন্তরে প্রবেশ করিত, যেন স্বর্গীয সত্য আমার বুদ্ধিগোচর হইত, যেন কোন মহাত্মা আমার আবাস স্থলে আমার নিকট আসিতেন।"

উর্দ্ধ। "ইহার একটিও যে মিথ্যা নহে, তাহা আমি জানি এবং হিমাচলস্থ পূজ্যপাদ গুরুগণ (তাঁহাদের চরণে বারবার নমস্কার) অবগত আছেন; আপনাকে তাঁহারা উপযুক্ত জানিয়াই প্রতীচ্য জ্ঞানে দীক্ষিত করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। তাঁহারা আপনার প্রার্থনা শুনিয়াছিলেন ও আপনাকে জগতের একটি বিশেষ অনুগ্রহ দানার্থ প্রস্তত হইয়াছেন। আপনি

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান চক্ষে যাহাকে প্রবঞ্চনা চাতুরী বলিয়া ঘৃণা করিয়াছিলেন, সম্প্রতি তাহাকেই প্রকৃতির গূঢ়তত্ত্ব বলিয়া জানিতে পারিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিবেন।'

চিন্তা। "স্থূল বৈজ্ঞানিকের পক্ষে ইহা অল্প সন্তোষ জনক নহে।"

ঊর্দ্ধ। "আপনি বিশেষ অবগত আছেন যে, যে ভৌতিক পদার্থের প্রকৃতির জ্ঞান আয়ত্ব করা যায় তাহাকে ভৃত্যত্বে নিযুক্ত করা যাইতে পারে। বাষ্পের প্রকৃতি জ্ঞানে বাষ্পীযযন্ত্র সমূহ নির্ম্মিত হইয়াছে; বৈদ্যুতিক জ্ঞানে তাড়িত যন্ত্র সকল প্রস্তুত হইযাছে, আমাদের অনেক কার্য্য সাধন করিতেছে। দৃষ্টি বিজ্ঞান সাহায্যে দূরবীক্ষণ সৃষ্টি হওয়ায় গগন বিহারী কত অদ্ভুত জ্যোতিষ্ক মণ্ডল আবিষ্কৃত হইয়াছে। যে সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জীবের অস্তিত্ব আমরা মনেও কল্পনা করিতে পারিতাম না, অনুবীক্ষণ সাহায্যে তৎসমুদয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বরের মহিমা প্রচার হইতেছে। গুপ্ত বিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধেও সেই একই কথা। বাষ্পীয়াদি যন্ত্র দ্বারা যেমন মানবের অশেষ উপকার সাধিত হয়, তেমনি প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধে চালিত করিতে গেলে, সেই সকল মনুষ্যের দাস দাসত্ব ছাড়িয়া মনুষ্যের জীবন পর্য্যন্ত ধ্বংশ করিয়া ফেলে। গুপ্ত বিদ্যাও তদ্রূপ প্রকৃতির অনুকূলে চালিত হইলে মনুষ্যের আদেশ পালন করে, প্রতিকূলে চালিত হইলে নানা দুর্ঘটনা সংঘটিত করিয়া তুলে। অনেকে এইরূপ প্রতিকূলাচরণে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন, কেহ বা উন্মাদাবস্থাপন্ন হইয়া আছেন।"

চিন্তামণি এই সকল শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া রহিলেন। সেই সময়ে ছাদের নিম্নে কতকগুলি ক্ষুদ্র ঘণ্টার ন্যায় অতি মধুর ধ্বনি শ্রুত হইল, চিন্তামণি সে রূপ মিষ্ট ধ্বনি কখনও শ্রবণ করেন নাই।

তখন ঊর্দ্ধবাহু কহিলেন,—"ও সকল তির্ব্বতীয় মহাত্মার ভুবর্লৌকিক ঘণ্টাধ্বনি (astral bells) উহা দ্বারা তিনি আমার সহিত আলাপ করিবার সঙ্কেত করিতেছেন। তিনি আতিবাহিক দেহে এখনই আসিবেন আমাকে যাইতে হইতেছে। আপনি বিস্মিত হইয়াছেন, কিন্তু দীক্ষিত শিষ্যগণের নিকট উহা সামান্য কথা; উহা আকাশিক স্পন্দন মাত্র, আকাশমার্গেই প্রেরিত। দিক্ষিত ও সুশিক্ষিত ব্যক্তি ঐরূপ স্পন্দন দূরদেশে প্রেরণে সমর্থ।

আপনাকে কতকটা উপর উপর বুঝাইতেছি। মনে করুন একটি লৌহ কীলকের উভয় কেন্দ্রে যদি অতিশয় শক্তি সম্পন্ন যন্ত্র দ্বারা বৈদ্যুতিক শক্তি প্রয়োগ করা যায়, তবে উহা নিমেষ মধ্যে অদৃশ্য হইয়া থাকে। বস্তুত উহা ধ্বংশ হয় না, উহার পরমাণু সমূহ আকাশে পরিণত হয়। যেমন সূর্য্যা-লোকে সকল ধাতুই বাষ্পাকারে অবস্থিতি করে, তদ্রূপ সর্ব্বপ্রকার পরমাণুই আকাশে বর্ত্তমান। প্রাগুক্ত রূপ স্পন্দন প্রয়োগে আকাশস্থ পরমাণু সঙ্কলিত হইয়া একটি লৌহ কীলক প্রস্তুত হইতে পারে। বুঝিয়াছেন?"

চিন্তা। "বুঝিয়াছি কিন্তু কি উপায়ে সেই সকল উপাদান সংগৃহীত হয়?"

উদ্ধ। "মস্তিষ্ক হইতে একপ্রকার স্পন্দন উৎপন্ন হয়। মস্তিষ্কের কার্য্যের ন্যায় ভুবলৌকিক স্পন্দন এবং কার্য্যও অনন্ত, অসীম। জড়-বিজ্ঞানবিদ্‌গণ আলোক, উত্তাপ, শব্দ, বিদ্যুৎ প্রভৃতিতে স্পন্দন অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছেন; কিন্তু প্রকৃতির গূঢ়নিয়মাভিজ্ঞগণ আকরিক পদার্থের বিশ্লেষণ হইতে, উদ্ভিজ্জ, জীব, মনুষ্য এবং জ্যোতিষ্কমণ্ডল সমুদয়ই স্পন্দন ক্রিয়ায় উৎপন্ন, বর্দ্ধিত ও ধ্বংশ প্রাপ্ত হয় বলিয়া জানেন। প্রকৃতির সর্ব্বপ্রকার গতিই মূলে স্পন্দনজাত—সমস্তই গতিসম্পন্ন, সকলই স্পন্দন বিশিষ্ট। ঐ স্পন্দন উৎপাদন, নিয়মিত ও বশীভূতকরণ গুপ্ত বিদ্যার দ্বারস্বরূপ। সমগ্র স্পন্দন সমষ্টি ঈশ্বরায়ত্ব। হিমাচলস্থ মহাত্মাগণ (মহর্ষিগণ) অনেকগুলি আয়ত্ব করিয়াছেন। তদ্দারা তাঁহারা—অজ্ঞদিগের তথা কথিত অমানুষিক কার্য্য সম্পাদন করেন।"

চিন্তা। "যুক্তি সঙ্গত। এমত সময় আসিতে পারে যখন জড়বিজ্ঞানও ইহা অঙ্গীকার করিবে। এসকল চিন্তার বিষয়—প্রমাণেরও আবশ্যক।"

উদ্ধ। "স্পন্দন দ্বারা গামলায় বৃক্ষোৎপাদন করিয়া কল্য আপনার হাতাতেই তো তাহার প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে। বৃক্ষটি আকাশাদি ভূত-পঞ্চকের বিভিন্ন প্রকার স্পন্দন প্রয়োগেই উৎপন্ন হইয়াছিল—অমানুষিকত্ব ইহাতে কিছুই নাই।"

চিন্তা। "আপনি অনুগ্রহ করিয়া যদি স্পন্দনের আর একটি ক্রিয়া প্রদর্শন করেন—যেমন বলিলেন আমার সম্মুখে একটি লৌহ কীলক উৎপাদন করেন।"

ঊর্দ্ধ। "দেখা যাউক। কিন্তু এরূপ কার্য্যে মনকে অধিক নিবিষ্ট করা মঙ্গলদায়ক নহে। তবে সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বিশ্বাস দৃঢ়তর করণার্থ দুই একটি আবশ্যক বটে।"

চিন্তা। "তাহাই হউক।"

ঊর্দ্ধ। "এই সাদা কাগজখানির উপর আপনি ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগে চাহিয়া থাকুন; নচেৎ আপনার দ্বারা বিপরীত স্পন্দন উৎপাদিত হইয়া কার্য্যের ব্যাঘাৎ বা বিলম্ব জন্মাইতে পারে।"

ঊর্দ্ধবাহু পূর্ব্বদিবস বৃক্ষোৎপাদনার্থ যেরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, অদ্য ও তদ্রূপ করিলে, দণ্ডেক কাল মধ্যে কাগজের উপর শ্বেতবর্ণ বাষ্প তন্মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ বাষ্প প্রকাশিত হইল, ক্রমে বিভিন্ন বর্ণ দেখা দিল। ঐ সমস্ত আন্দোলিত ও বিমিশ্রিত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ সমস্তই কৃষ্ণ বর্ণ হইয়া একটু দীর্ঘাকার ধারণ করিল, অর্দ্ধদণ্ড মধ্যে অদৃশ্য হইল এবং দেখা গেল একটি নূতন লৌহ কীলক কাগজের উপর পড়িয়া রহিয়াছে।

তদ্দর্শনে চিন্তামণি চমৎকৃত হইলেন; ব্রাহ্মণ সন্তোষব্যাঞ্জক স্মিত মুখে তাঁহার প্রতি তাকাইলেন ঠিক সেই সময়ে পূর্ব্ববৎ ঘণ্টা ধ্বনি হইল।

"এক্ষণে এক মাসের নিমিত্ত আপনার সহকারীর হস্তে এখানকার কার্য্যভার অর্পণের বন্দোবস্ত করুণ। অদ্য হইতে সপ্তাহ পরে সূর্য্যোদয়ে আপনার অশ্ব আরোহণ পূর্ব্বক উত্তর পশ্চিম দিকে গমন করিবেন। বিশ্বাসে বুক বাঁধিয়া যাইবেন;—পথে পথদর্শক যুটিবে।" এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণ উঠিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন।

ব্রাহ্মণ সে স্থান ত্যাগ করিলে, চিন্তামণি পুনরায় চিন্তা মগ্ন হইলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন যে, হিমালয়ের গুপ্ত স্থানে অনেক হিন্দু ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসী অবস্থিতি করিয়া আত্মার উৎকর্ষ সাধন করিয়া থাকেন। তাঁহারা অসাধারণ অমানুষিক কার্য্য করিয়া থাকেন—ইচ্ছা মাত্র ঝড়বৃষ্টি উৎপাদন বা প্রশমন, জলের উপর দিয়া গমন, পীড়িতকে আরোগ্য করণ, বিভিন্ন ভাষায় বাক্য কথন, সূক্ষ্ম শরীরে যথা ইচ্ছা গমন এবং অপরাপর বিস্তর অতিমানুষিক কার্য্য করণে সমর্থ।

পৌরহিত্য অবলম্বন করিয়া অবধি চিন্তামণি এতাবৎ সাগ্রহে তৎকার্য্য সমাধান ও জড়বিজ্ঞানালোচনায় নিযুক্ত থাকায়, গুপ্ত বিদ্যায় মনোনিবেশের অবসর পান নাই। এক্ষণে তাঁহার অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তিনি স্থির চিত্তে "যাইতেই হইবে" এই কথা বলিয়া শয়নাগারে প্রবেশ পূর্ব্বক নিদ্রা গেলেন। সত্বর সমস্ত কার্য্যের বন্দোবস্ত করিয়া এক সপ্তাহের জন্য তিনি অশ্বারোহণে নির্দ্দিষ্ট প্রদেশে যাত্রা করিলেন।

——:•:——

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পথে যাইতে যাইতে উদ্ধবাহুর কথা চিন্তামণির মনে উদয় হইল, ভাবিলেন, তিনি প্রকৃতির রহস্যজ্ঞ একজন ভারতবর্ষীয় জ্ঞানী, সাধারণ বাজীকর বা অর্থভিখারী নহেন। চিন্তামণি সমস্ত দিবস অবিশ্রান্ত গমন করিলেন; কেহ যেন অদৃশ্য থাকিয়া তাঁহার পথ প্রদর্শন করিতে লাগিল। সন্দিগ্ধ চিত্তে কোন চৌমাথার পথে উপনীত হইবা মাত্র, কোন হিন্দু অলক্ষিত ভাবে উপস্থিত হইয়া পথ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। পথপার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষাদির সামান্য ফল মূল আহার, নির্ঝর বারি পান ও দূর ভ্রমণে নিশাগমে পান্থ অশ্বসহ ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। উদ্বিগ্নচিত্তে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া একখানি লতাচ্ছন্ন তৃণ মণ্ডপ তাঁহার নয়ন গোচর হইল। তিনি হৃষ্টচিত্তে তদভিমুখে অশ্ব চালন করিলে এক জন হিন্দু উপস্থিত হইয়া সসম্ভ্রমে অশ্বরশ্মি গ্রহণ পূর্ব্বক, সেই মণ্ডপে সাদরে লইয়া গেলেন। সেই ক্ষুদ্র গৃহে প্রবেশ মাত্র, তাহার শরীরে কি যেন অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার ক্লান্তি হরণ করিল; তাহাতে তিনি উদারচরিত কোন যোগীর আশ্রমে আসিয়াছেন বলিয়া অনুমান করিলেন। গৃহোপকরণ মধ্যে সেই গৃহে একখানি খট্টা, একটি ক্ষুদ্র বেদীকা, কয়েকটি দেব মূর্ত্তি, ধূপদানাদি পূজোপকরণ এবং কয়েকটি সামান্য রন্ধন ও ভোজন পাত্র ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।

অশ্বকে উপযুক্ত স্থানে রক্ষা করিয়া সেই হিন্দু প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক, স্নানার্থ তাঁহাকে একটি নির্ঝর দেখাইয়া দিলেন। তিনি স্নানান্তে সম্পূর্ণ

বিগতক্লম হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। ইত্যবসরে গৃহস্বামী তাঁহার আহারার্থ অন্ন, ব্যঞ্জন, মধু, কবোটিকা (রুটি) এবং দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে ভোজনে আহ্বান করিলেন। গৃহস্বামীর ভাব ভঙ্গী আচার ব্যবহারে এমত একটু স্নেহ, একটু সহৃদয়তা, একটু সম্ভ্রম প্রকাশ পাইতে লাগিল যে, চিন্তামণির হৃদয় কৃতজ্ঞতারসে আপ্লুত হইয়া গেল। আহারান্তে মনো-রমার কথা মনে পড়িল, লঙ্গ পাদরীর কথা মনে পড়িল। "যদি পাদরী সাহেব আমাকে এইরূপ কার্য্যে অনুরক্ত দেখেন, তবে কি মনে করিবেন" এই ভাবিয়া কথঞ্চিৎ উৎকণ্ঠিত হইলেন।

গৃহস্বামী এতক্ষণ সঙ্কেতে কার্য্য করিতেছিলেন, এই প্রথম তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন 'ভ্রাতঃ! আইস আমরা ভগবানকে ডাকি; তিনিই সত্য পথ প্রদর্শন করিবেন।"

চিন্তামণি বুঝিলেন তাঁহার উৎকণ্ঠা গৃহস্বামীর অবিদিত নাই। তিনি তাঁহার সহিত একত্রে প্রার্থনা করিলেন—হৃদয়ের ভার দূর হইল, তিনি বলিয়া উঠিলেন "আমার বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে।"

পরে গৃহস্বামীর নির্দ্দেশানুসারে তিনি একটি ক্ষুদ্র গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক সুখে নিদ্রা গেলেন। পর দিবস প্রাতে গিরিভিৎ* পানান্তে চিন্তামণি পুনর্যাত্রার্থ বাহিরে আসিয়া দেখেন তাঁহার অশ্ব সুসজ্জিত। গৃহস্বামী অঙ্গুলি নির্দ্দেশে গন্তব্য পথ প্রদর্শন ও পথের কথঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়া নমস্কার করিলে, তিনি প্রতি নমস্কার করিয়া অগ্রসর হইলেন। অশ্বারোহী দৃষ্টি পথের অতীত হইলে, "ভগবান তোমার উপর কৃপাদৃষ্টি করুন।" এই কথা বলিয়া গৃহস্বামী প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পথে যাইতে যাইতে তুরগারোহী ভাবিলেন "কি আশ্চর্য্য! গৃহটির মধ্যে যেন শান্তিপ্রদ, চিন্তাদূরকারী এবং সৎচিন্তা উদ্দীপক একটা কি আছে।" হিমাদ্রির মনোমুগ্ধকর দৃশ্য তাঁহাকে বিস্মিত করিয়াছিল বটে, কিন্তু গৃহস্বামী ও পথদর্শকগণের ব্যবহারে তাঁহারা যেন তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এই ভাবিয়া তিনি সমধিক চমৎকৃত হইলেন।

মধ্যাহ্নে গিরিতটবর্ত্তী একখানি গৃহ দেখিতে পাইয়া চিন্তামণি সেই দিকে গমন করিতেছিলেন, এমত সময়ে একটি ব্রাহ্মণ নির্গত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিলেন। কিয়ৎকাল বিশ্রামান্তে তিনি পুনর্যাত্রার অভিপ্রায় করিলে ব্রাহ্মণ বলিলেন—"দূরবর্ত্তি গ্রামে বিদেশীয়গণের অপরিজ্ঞাত একটি ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদনের সময় উপস্থিত হইয়াছে, এজন্য আমি আপনার সহিত যাইব।"

(১১)

বহুবাজারস্থ বাবুরাম শীলের গলিতে জনৈক সম্ভ্রান্ত লোকের বাটীতে একটি অতি অদ্ভুত ব্যাপার হইয়াছিল, যাহা শুনিলে পাঠক মহাশয়গণ চমৎকৃত হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

গত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার উক্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কন্যার বিবাহ ছিল। তদুপলক্ষে লোক জন খাওয়ানর জন্য ও ভেয়ান করিতে তাঁহার নিজ বাটীতে স্থানাভাব বশতঃ সম্মুখস্থ কোন এক ভদ্রলোকের বাটী খালি থাকায় সেই বাটীতে এই কার্য্য করিতে মনস্থ করেন। কিন্তু ঐ খালি বাটীতে পাঁচ ছয় বৎসর পূর্ব্বে একজন স্ত্রীলোক সধবাবস্থায় পরলোক গমন করেন; তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ বাটীতে ক্রমশঃ ভূতের দৌরাত্ম হইতে থাকে, এজন্য বাটীর অপর পরিবারেরা ক্রমশঃ ভূতের দৌরাত্মের ভয়ে বাটী ছাড়িয়া স্থানান্তরে চলিয়া যান, সেই অবধি ঐ বাটী খালি পড়িয়া আছে। এমন কি যাঁহার কন্যার বিবাহ তাঁহার বাটীর ও তাঁহার প্রতিবেশীর বাটীর লোকেরা কখন কখন ঐ খালি বাটীতে লোক বেড়াইতেছে এরূপ অনেক সময় দেখিয়াছেন, কিন্তু কখন কাহারও বাটীতে কোনরূপ অত্যাচার হয় নাই। এক্ষণে তাঁহাদের কন্যার বিবাহের জন্য ঐ বাটী ব্যবহার করার মনস্থ করাতে কন্যার মাতা ঐ বাটীতে ভূতের উপদ্রব আছে ভাবিয়া ঐ বাটী ব্যবহারে অমত করেন, কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নিজ বাটীতে স্থানাভাব ভাবিয়া তাঁহার মাতার কথায় অসম্মত হইয়া ঐ বাটীতেই [illegible] দিন [illegible]। [illegible] এক দিবস রাত্রে

কন্যার মাতা স্বপ্নাবস্থায় দেখিলেন যে, সেই মৃতা স্ত্রীলোক যেন তাঁহার নিকট, আসিয়া বলিতেছে যে, "দেখ তোমরা আমার বাটী ব্যবহার করিবার মনস্থ করিয়াছ, কিন্তু তোমরা তাহা করিও না—তবে যদি তোমাদের বিশেষ অসুবিধা হয়, তাহা হইলে আমার থাকিবার ঘরখানা ছাড়া বাটীর অপর সমস্ত ঘর তোমরা ব্যবহার করিতে পার, কিন্তু আমার ঘর যেন কোনরূপ অপরিষ্কার না হয়।" ইহা দেখিয়া কন্যার মাতা অত্যন্ত ভীতা হয়েন ও পরদিন বাটীর সকলকে এই স্বপ্ন বিবরণ বলিয়া ঐ বাটী ব্যবহার করিতে অত্যন্ত অসম্মতি প্রকাশ করেন। কিন্তু বাটীর পুরুষ পক্ষীয়েরা তাঁহার কথা না শুনিয়া বিবাহের দিবস ঐ বাটীতে নিমন্ত্রিত লোকজন খাওয়ান ও ভেয়ানের কার্য্য করেন। পর দিন মঙ্গলবার বিবাহোপলক্ষে অনেকগুলি নিমন্ত্রিত স্ত্রীলোককে তাঁহার বাটীতে লইয়া আইসেন ও খাওয়ান হয়; সেইদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে কুটুম্বেরা সকলে তাঁহার নিজ বাটীর ছাদের উপর বসিয়া ছিলেন ও কন্যার মাতা ঐ ছাদের উপর তাঁহাদের যে ঠাকুর ঘর আছে, সেই ঠাকুর ঘরের দরজার কাছে বসিয়া কুটুম্বদিগের খাওয়াইবার জন্য একথাল বর্ফি কাটিতে ছিলেন। ইতি মধ্যে সেই সময় হঠাৎ মেঘ উঠিয়া অত্যন্ত ঝড় উপস্থিত হইয়া বৃষ্টি পড়িতে সুরু হইল; ইহাতে ছাদের উপরিস্থ স্ত্রীলোকেরা সকলে নিচে নামিয়া আইসে, কেবল কন্যার মাতা একা বসিয়া বর্ফি কাটিতে লাগিলেন। এমন সময় তিনি দেখিলেন যে, একটা দীর্ঘাকার লোক, প্রকাণ্ড মাথা, খুব বড় বড় চোক, যেন তাঁহার নিকটে আসিয়া হস্ত প্রসারণ করিয়া তাঁহার নিকট বর্ফি চাহিতে লাগিল। তাহাতে তিনি কিছু মাত্র ভীতা না হইয়া বলিয়া উঠিলেন যে,—"আমি কুটুম্বদিগের জন্য বর্ফি কাটিতেছি, তুমি কে, তোমাকে কি নিমিত্ত দিব, তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও।" এই কথা শুনিয়া সে না গিয়া বরং বার বার চাহিতে লাগিল। তখন তিনি বর্ফির থালা খানা ঠাকুর ঘরের ভিতর সরাইয়া দিয়া একটা ধামা লইয়া মাথা ঢাকা দিয়া ছাত হইতে নিচে নামিয়া আসিয়া নিজের শুইবার ঘরের ভিতর গিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ও অপর কয়েক জন স্ত্রীলোক তাঁহার কাঁপনির কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি তাহাদের কথায় কোন উত্তর দিলেন না। তখন তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া শোয়াইয়া দিবা মাত্র তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন ও দাঁত লাগিয়া গেল।

নক চেষ্টার পর প্রায় দুই তিন ঘণ্টা পরে তাঁহার সংজ্ঞা হয়, কিন্তু একেবারে রোধ হইয়া গেল--কোন কথা কহিতে পারিলেন না। তখন ডাক্তার নাইয়া অনেক চেষ্টা করা হইল, কিন্তু কথা বাহির হইল না—কেবল ইঙ্গিতে কথা কহিতে লাগিলেন, ক্রমশঃ রাত্র বারটা হইল বর কনে চলিয়া গেল। তিনি মস্ত রাত্র এই ভাবেই রহিলেন। পর দিন বুধবার প্রাতে ডাক্তার আনিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে পক্ষাঘাত হইয়াছে কি না, কিন্তু তাহার কোন লক্ষণ দেখিতে পাইলেন না, তখন তাঁহার কোন যন্ত্রণা হইতেছে কি না,জিজ্ঞাসা করায় তিনি ইঙ্গিতে কহিলেন না; কেবল বুকের উপর হাত বুলাইয়া দেখাইলেন বুক কেমন করিতেছে, ইহা দেখাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তখন ডাক্তার কিছু স্থির করিতে না পারিয়া একটা ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া যান। ডাক্তার গেলে পর তিনি পূর্ব্ব দিন ছাদে বড়ি কাটিবার সময় যেরূপ ঘটনা দেখিয়াছিলেন সেই সমস্ত ইঙ্গিতে কহিতে লাগিলেন,তখন বাটীর ও অপর সকলে বলিতে লাগিলেনযে,ডাক্তারী চিকিৎসা বন্ধ করিয়া ওঝা আনাইয়া ঝাড়ান হউক। তাহাতে নৈহাটীতে গঙ্গা ময়রা ওঝার নাতির নিকট লোক পাঠান হইল ও খিদিরপুরে একজন ওঝার নিকট লোক গেল, খিদিরপুরের ওঝা আসিয়া বেলা একটার সময় তাঁহাকে একটা জলপড়া দিল ও তুলসিপাতা খাইতে দিল, ইহাতে তিনি তৎক্ষণাৎ বক্তার হইয়া পড়িলেন, তখন ঐ ওঝা তাঁহাকে নাম জিজ্ঞাসা করায় তিনি সেই মৃতা রমণীর নাম বলিলেন ও কহিতে লাগিলেন যে,—"আমি ভদ্র ঘরের কন্যা, ভদ্র ঘরের কুলবধু, আমি কখন বাটীর বাহিরে যাই নাই, কখন কাহারও অনিষ্ট করি নাই, আমার সঙ্গে এই স্ত্রীলোকের অনেক দিন পর্য্যন্ত বন্ধুত্ব ছিল, আমার বিবাহের পর হইতে আমরা দুই জনে একত্রে খেলা করিতাম ও আমাদের দুই জনে পরস্পর খুব ভালবাসা ছিল। ইহার কন্যার বিবাহের জন্য যখন আমার বাটী ব্যবহার করিবার মনস্থ করেন তখন আমি স্বপ্নে তাহাকে নিষেধ করিয়াছিলাম। পরে আবার ইহাদের কষ্ট হইবে ভাবিয়া আমার নিজের থাকিবার ঘর ছাড়া অন্য ঘর সকল ব্যবহার করিতে অনুমতি দিয়াছিলাম, কিন্তু আমার অনুমতি পাইয়া ইহারা আমার বাটীর সমস্ত ঘরই ব্যবহার করে এমন কি আমার নিজের ঘর পর্য্যন্ত ব্যবহার করে ও ঘর সকল ধোবার সময় আমার গায়ে ছিটে লাগে, তাহাতে আমি অত্যন্ত বিরক্ত

হইয়া ইহাকে জব্দ করিবার জন্য অভিপ্রায় করি। বিবাহের পর দিন স
সময় যখন ঝড় উঠে সেই সময় আমি উহাকে ছাতে একলা প
দেখা দিয়া উহার নিকট বর্ফি চাই, কিন্তু আমাকে দেখিয়াও কিছুমাত্র
না করিয়া আমাকে তাড়াইয়া দিল। এজন্য আমি উহার সাহসকে ধন্য দিই।
পরে যখন সন্দেশ আমাকে না দিয়া ঠাকুর ঘরের ভিতর সরাইয়া দিল আমি রাগ
করিয়া উহার মাথায় একটা ছোট ইট মারিলাম, তাহাতে ইনি ছাত হইতে
নিচে নামিয়া যান, কিন্তু আমি বেশি কিছু অত্যাচার করিতে ইচ্ছা করি না,
আমি শীঘ্রই ইহাকে ছাড়িয়া দিব।" তখন ওঝা কহিল "এখনিই ছাড়িয়া দাও"
তাহাতে সে কহিল "কিছুক্ষণ পর যাইব' তাহাতে ওঝা কহিল "যদি তুমি সহজে
না যাও, তুমি জান আমার তোমাদের উপর অত্যাচার করিবার ক্ষমতা আছে—
তোমাকে অপমান করিয়া তাড়াইব"। তাহা শুনিয়া সে কহিল "কিছু করিতে
হইবেক না আমি আপনিই বেলা ৫টার সময় ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।" তাহার
পর বেলা ৫ টার সময় তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়েন এবং সংজ্ঞা হইলে পর
তিনি বেশ ভাল অবস্থায় যেরূপ কথা বার্ত্তা কহিতেন সেইরূপ কথা কহিতে লাগি
লেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত নিজে কহিতে লাগিলেন মাথায় যে একটা ইট লাগিয়া
ছিল তাহাতে মাথা ফুলিয়া রহিয়াছে ও বেদনা আছে তাহাও দেখাইলেন
এবং সেই অবধি তিনি বেশ ভাল আছেন ও বেশ কথা কহিতেছেন, কেবল
অত্যন্ত কাহিল আছেন স্ত্রীলোকটার বয়স প্রায় ১৩।১৪ হইবেক।

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

গান।

মন আড়ালে আড় হয়ে শুনছ কি,
তোমার ঘাড়ে চেপেছে কি চণ্ডালের ঝি!
তুমি জানতে চাও পরছিদ্র ছি ছি ছি!
আপনার অপরাধ, সে ত নয় সোণার খাদ
সে সকল দিয়ে বাদ পরোক্ষে সাধ বাদ,
তুমি পেতে উদ্ভুট্টি ফাদ, ধর চৌষট্টি চাঁদ
সোণার চাঁদ তুমি কি নও কলঙ্কী,
এতে হবেনা মহেন্দ্রের মন সুখী

শ্রীমহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

২য় ভাগ।] ভাদ্র, ১৩০৫ [৫ম সংখ্যা।

মাসিক পত্র।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল,
ও
পণ্ডিত শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী
সিদ্ধান্তবাচস্পতি সম্পাদিত।

৩৯।১ নাং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে
শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা।
৭১।১ নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট, "বিভাবতী প্রেসে"
এন্ কে বাগচী দ্বারা মুদ্রিত।

"পন্থার" বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় ১৲ টাকা—মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১৶৹
নগদ মূল্য ৴১০ দেড় আনা মাত্র।

নিয়মাবলী।

১। কলিকাতায় "পন্থার" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা, মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১৯/০ আঠার আনা মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য /১০ দেড় আনা মাত্র। অগ্রিম মূল্য না পাইলে পন্থা পাঠান হয় না।

২। টাকা-কড়ি, পত্র, প্রবন্ধ, সমালোচনার জন্য পুস্তক ও বিনিময়ে সংবাদ ও মাসিকপত্রাদি নিম্ন ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইবেন। ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে টাকায় /০ আনা কমিশন লাগিবে।

৩। যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা পত্রে, পোষ্টকার্ডে অথবা মণি অর্ডারের কুপনে পরিস্কার করিয়া লিখিয়া আমার নিকট পাঠাইবেন।

৩৯।১ নং মসজিদ্ বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। — শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত। প্রকাশক।

১। এখন হইতে যে মাসের "পন্থা" সেই মাসের মধ্যে কোন সময়ে প্রকাশিত হইবে। যদ্যপি কেহ পরের মাসের ৫ইয়ের মধ্যে পত্রিকা না পান তাহা হইলে আমাদিগকে জানাইবেন। তাহার পর আর আমরা দায়ী থাকিব না।

২। প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে আমরা ফেরত দিতে বাধ্য নহি।

৩। পত্রিকা না পাইলে অথবা পত্রিকা প্রাপ্তি সম্বন্ধে কোন প্রকার গোলযোগ ঘটিলে অমাকে কিম্বা প্রকাশককে পত্র লিখিয়া জানাইবেন।

শ্রীশরৎচন্দ্র দেব।—কার্য্যাধ্যক্ষ।
৩৯।১ নং মসজিদবাড়ীষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পন্থায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের নিয়ম।

"পন্থায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে প্রতি পৃষ্ঠায় ৩৲ তিন টাকা, অৰ্দ্ধ পৃষ্ঠায় ২৲ দুই টাকা এবং সিকি পৃষ্ঠায় ১।০ এক টাকা চারি আনা লাগিবে। অধিক দিনের অথবা বরাবরের জন্য হইলে পত্র লিখিলে অথবা আমাদের কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইয়া থাকে।

ইংরাজিতে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে প্রতি পৃষ্ঠায় ৪৲ টাকা, অৰ্দ্ধ পৃষ্ঠায় ২॥০ টাকা এবং সিকি পৃষ্ঠায় ১॥০ টাকা লাগিবে।

শ্রীললিতমোহন মল্লিক। কার্য্যাধ্যক্ষ—বিজ্ঞাপন বিভাগ। ২০ নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীশরৎচন্দ্র দেব। কার্য্যাধ্যক্ষ—সাধারণ বিভাগ। ৩৯।১ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

পূজার অবকাশে গ্রাহক মহোদয়দিগের মধ্যে অনেকেই কার্য্যস্থান পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব গৃহে অথবা স্থানান্তরে গমন করিয়া থাকেন এবং বৎসরের মধ্যে এই উৎসবের সময়ে বেচারা কম্‌পোজিটার ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ ও নিজ নিজ গৃহে গিয়া থাকে। আমরাও এক বৎসরের পরিশ্রমের পর এই সময়ে কিঞ্চিৎ অবসর গ্রহণ করিয়া থাকি। এই সুযোগে সকলেই এক সময়ে সমান ভাবে অবকাশ লইতে পারেন বলিয়া গত বৎসর আমরা পূজার পূর্ব্বে আশ্বিন ও কার্ত্তিক সংখ্যা একত্রে প্রকাশ করিয়াছিলাম। এবৎসর ও আমরা ঐ প্রথা অনুসরণ করিব।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

"প্রবাহ" দ্বিতীয় বৎসরের পাঁচ মাস পূর্ণ হইল। ইহার বাৎসরিক মূল্য অতি সামান্য। গ্রাহক মহোদয়দিগের মধ্যে যাঁহারা এখনও পর্য্যন্ত বার্ষিক মূল্য দেন নাই, ভাদ্র সংখ্যা পাইবামাত্র, অথবা পূজার অবকাশ হইবার পূর্ব্বেই অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের দেয় মূল্য পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন,—ইহাই আমাদের সবিনয় নিবেদন। আশা করি এই সামান্য বিষয়ের জন্য তাঁহাদিগকে বারম্বার স্মরণ করিয়া দিতে হইবে না।

২৮ সে ভাদ্র, ১৩০৫ সাল।
৩৯।১ নং মসজিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত
প্রকাশক।

২য় ভাগ। } ভাদ্র, ১৩০৫। { ৫ম সংখ্যা।

মানবের ভাগ্যলিপি।

মানবেরি লেখা।

স্রোতের তৃণের মত যেয়োনা ভাসিয়া।
বর্ত্তমান নহে নহে উপাস্য নরের।
কোরোনা ভবিষ্যে ভুল অদৃষ্ট ভাবিয়া,
সৃজিত সে তোমারই আপন করের।

তুমি যদি চাও তারে করিতে সুন্দর,
বর্ত্তমানে করিওনা নিয়ন্তা আপন।
জেনে রেখো সে কেবল তব অনুচর;
রাখুক্ তাহারে বশ, তোমার শাসন।

উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি যে অশ্ব দুর্দ্দমন,
সে নিজ ঈপ্সিত পথে চাহিলেও যেতে,
তাহারে নির্দ্দিষ্ট দিকে অবহেলে ল'ন
শিক্ষিত আরোহী, দৃঢ় অঙ্গুলী সঙ্কেতে।

টেনোনা সকল কাজে বিধাতারে একা।
—মানবের ভাগ্যলিপি মানবেরি লেখা!

শ্রীমতী মৃণালিনী।

ব্রহ্মের লক্ষণ।

শাস্ত্রে ব্রহ্মকে অবাঙ্‌মনসগোচর বলা হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে ব্রহ্ম বাক্য ও মনের অগোচর, অতীত। বাক্যে তাঁহাকে বলা যায় না, মনে তাঁহাকে ধারণা করা যায় না। তাঁহার নিকট হইতে বাক্য মন হটিয়া আসে।

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। বাক্য মন সসীম সান্ত। যাহা সীমান্বিত অন্তশালী, বাক্য মনের তাহাই বিষয় হইতে পারে। কিন্তু যে পদার্থ অসীম অনন্ত, বাক্য মন তাহার নাগ পাইবে কিরূপে? ব্রহ্ম অতি বৃহৎ, পরম মহৎ পদার্থ, সেই জন্য ব্রহ্ম বাক্য মনের গোচর নহেন।

শাস্ত্র ব্রহ্মকে অনির্দ্দেশ্য বলিয়াছেন। অর্থাৎ ব্রহ্মের কোন রূপ নির্দ্দেশ করা যায় না। ব্রহ্মের এরূপ কোন চিহ্ন নির্দ্ধারণ করা যায় না যদ্দ্বারা ব্রহ্মকে চিনিয়া লওয়া যায়। আমরা পদার্থের গুণ (attribute) ধরিয়া পদার্থকে চিনিয়া লই। কিন্তু ব্রহ্ম নির্গুণ পদার্থ। ব্রহ্মের নির্ব্বাচন স্থলে শ্রুতি নেতি নেতি এইরূপ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহার ভাব এই যে আমরা যে পদার্থেরই নাম করিনা কেন, যে পদার্থেরই বিষয় ধারণা করিনা কেন, ব্রহ্ম সে পদার্থ নহেন। চন্দ্র, সূর্য্য গ্রহ, তারা, মনুষ্য, দেব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, রূপ রস, গন্ধ,

স্পর্শ, ক্ষিতি, জল, অগ্নি আকাশ—ব্রহ্ম এ সকলের কোনটিই নহেন। অর্থাৎ ব্রহ্ম সর্ব্ববিধ জ্ঞাত ও ব্যক্ত পদার্থ হইতে ভিন্ন কোন অনির্ব্বচনীয় কিছু। সেই জন্য শ্রুতি ব্রহ্মের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে এত 'ন' শব্দ ব্যবহার করেন। 'অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্ অস্থূলমনণু অহ্রস্বম্ ইত্যাদি। অর্থাৎ ব্রহ্মের শব্দ নাই স্পর্শ নাই রূপ নাই হ্রাস নাই। ব্রহ্ম স্থূল নহেন অণু নহেন হ্রস্ব নহেন। সেই জন্য ব্রহ্মকে নিরঞ্জন বলে। যিনি অঞ্জন (চিহ্ন) বিহীন, তিনিই নিরঞ্জন।

যেমন কমলা লেবু একটি পদার্থ। ইহার আকার আছে, সৌরভ আছে রস আছে বর্ণ আছে কোমল স্পর্শ আছে। ইহা শীত কালের ফল, বীজ হইতে উৎপন্ন, অমুক দেশের মাটিতে জন্মে। এইরূপ আমরা কমলা লেবুর লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে পারি। আর আমাদের মনে কমলা লেবু ঐ সকল গুণ সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এইরূপ অন্যান্য পদার্থ। যদি আমরা কমলা লেবু হইতে একটি একটি করিয়া ক্রমশঃ সকল কয়টি গুণ বাদ দিই তবে কি অবশিষ্ট থাকে? শূন্য। এই শূন্যই ব্রহ্ম। সমস্ত পদার্থে নেতি নেতি প্রণালী প্রয়োগ করিয়া সেই সেই পদার্থের গুণাবলি বর্জ্জন করিলে শূন্য বই আর কি অবশিষ্ট থাকে? এই শূন্য ও ব্রহ্ম ভিন্ন নহেন।

বৌদ্ধদিগকে শূন্য বাদী বলিত। তাহাদের শূন্য ও বেদান্তের ব্রহ্ম পৃথক জিনিষ নহেন। যাহা এক হিসাবে শূন্য তাহা অপর হিসাবে পূর্ণ। গুণের পক্ষ হইতে ব্রহ্ম শূন্য (ইহাই বৌদ্ধের লক্ষ্য); আর অনন্তের পক্ষ হইতে ব্রহ্ম পূর্ণ (ইহাই বৈদান্তিকের লক্ষ্য)। উভয় মতেই ব্রহ্ম নিরঞ্জন। এই তত্ত্ব পরিস্ফুট করিবার জন্যই শাস্ত্র সময়ে সময়ে ব্রহ্মে বিরোধী গুণের আরোপ করেন। যিনি কিছুই নহেন, তিনি সবই। সেই জন্য শ্রুতি বলেন তিনি দূরে অথচ নিকটে; তিনি অণুরও অণু, আবার মহান্ অপেক্ষাও মহান্। তিনি নির্গুণ অথচ গুণাত্মন্; তিনি নিষ্ক্রিয় তথাপি সর্ব্বকর্ত্তা, তিনি অমূর্ত্ত এবং জগন্মূর্ত্তি।

পূর্ব্বে বলিয়াছি ব্রহ্ম অবাঙমনসগোচর—বাক্য ও মনের অতীত। ইহা মায়া-মোহ জড়িত সাধারণ মনুষ্যের বাক্য ও মনকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। কা[illegible] বা তত্ত্বদর্শী মায়াতীত ব্রহ্মজ্ঞানী, এক কথায় যাঁহারা ঋষি (seer)

তাঁহারা বিরাট ব্রহ্মতত্ত্ব হৃদয়ে ধারণা করিতে পারেন এবং মায়াবদ্ধ জীবকুলের উদ্ধারের জন্য শাস্ত্র গ্রন্থ সমূহে সেই ধারণার ফল নিবিষ্ট করিয়া রাখেন। কঠ উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—

এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োঽত্মান প্রকাশতে দৃশ্যতে ত্বগ্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্ম দর্শিভিঃ—এই আত্মা (ব্রহ্ম) সর্ব্বভূতে অপ্রকাশ ভাবে প্রচ্ছন্ন আছেন। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শীরা (ঋষিরা) তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা ইহাকে দর্শন করিয়া থাকেন।

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে—আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ। শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মার সাক্ষাৎকার করিবে। সর্ব্বদর্শী শাস্ত্র কখন অসাধ্য সাধন উপদেশ করেন না। অতএব আত্মদর্শন (ব্রহ্ম জ্ঞান) যে জীবের অসাধ্য নহে, তাহাউপরোক্ত বাণী দ্বারা বুঝা যায়। এইরূপে যাঁহারা আত্মার সাক্ষাৎকার কবিতে সক্ষম হইয়াছেন তাঁহারাই ঋষি। ব্রহ্মশাস্ত্র উপনিষদ তাঁহাদেরই ব্রহ্মজ্ঞান প্রসূত।

সাধারণ জীবের বাক্যাতীত হইলেও ব্রহ্ম যে ঋষি বাক্যের অতীত নহেন তাহার প্রমাণ আমরা উপনিষদেই প্রাপ্ত হই। কেন উপনিষদে গুরু শিষ্য সংবাদে উক্ত হইয়াছে,—"উপনিষদং ভো ব্রুহি ইত্যুক্তা তে উপনিষদ্। ব্রাহ্মীং বাব উপনিষদং অব্রূমেতি।" গুরু শিষ্যকে বলিতেছেন—ব্রহ্ম-বিষয়িণী উপনিষদ্ (তত্ত্ববিদ্যা) তোমাকে বলা হইল। যদি ব্রহ্ম ঋষি বাক্যেরও সম্পূর্ণ অতীত হইতেন, তবে ঋষি ব্রহ্মবিষয়িণী উপনিষদ্ কিরূপে বলিতে সমর্থ হইতেন? তবে এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে ঋষিরাও ব্রহ্মের সম্যক্ বর্ণনা করিতে পারেন না। বর্ণনা যেরূপই হউক না কেন, তাহা সসীম হইবে। অতএব অসীম ব্রহ্মের বর্ণনা কিরূপে সম্ভব? আর ব্রহ্মের সম্পূর্ণ সম্যক্ ধারণা তত্ত্বদর্শীরও সাধ্যাতীত; কারণ, যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্যন বেদ সঃ অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতম্ অবিজানতাম্। যত দিন জ্ঞাতা জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিভিন্ন থাকে তত দিন ব্রহ্ম জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। কস্তু যখন জ্ঞাতা জ্ঞান ও জ্ঞেয় একত্বে পরিণত হয় তখনই ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হয়েন।

এই তত্ত্বজ্ঞানী ঋষি সম্প্রদায় মানবের হিতার্থে যে অমূল্য ‘নিষদ সকল প্রকাশিত করিয়াছেন তাহা হইতে আমরা ব্রহ্মের কি লক্ষ

পারি? ব্রহ্মের স্বরূপের কি পরিচয় পাই? এ প্রবন্ধে এই প্রশ্নের অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

যাহা পদার্থকে চিনাইয়া দেয় তাহা সেই পদার্থের লক্ষণ। লক্ষণ দ্বিবিধ—স্বরূপ ও তটস্থ। যাহা পদার্থের বস্তুতঃ পরিচায়ক, যাহা দ্বারা আমরা পদার্থের প্রকৃত পরিচয় অবগত হই, তাহাই সেই পদার্থের স্বরূপ লক্ষণ। তটস্থ লক্ষণ পদার্থের অনিত্য সহচর গুণের (accidental attribute) নির্দ্দেশ মাত্র; অর্থাৎ স্বরূপ লক্ষণ বস্তুর স্বরূপের (essence) জ্ঞাপক; আর তটস্থ লক্ষণ বস্তুর অস্থায়ী গুণের নির্দ্দেশক। যেমন মরণশীলতা বা বাক্‌শক্তিমত্তা মনুষ্যত্বের স্বরূপ লক্ষণ; কিন্তু সংগীত প্রিয়তা মনুষ্যত্বের তটস্থ লক্ষণ মাত্র।

শ্রুতিতে ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, যাহা হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হয়, যাহা দ্বারা ভূত সকল জীবিত থাকে এবং যাঁহাতে প্রলয়ান্তর বিলীন হয় তিনিই ব্রহ্ম। অর্থাৎ জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের যিনি কারণ তিনিই ব্রহ্ম।

সেই জন্য অন্যত্র শ্রুতিতে ব্রহ্মকে তজ্জলান বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম তজ্জ তল্ল তদন। অর্থাৎ জগৎ তাঁহা হইতে জাত তাঁহাতেই লীন এবং তাঁহার দ্বারা জীবিত থাকে। এই লক্ষণ তটস্থ লক্ষণ। ইহা দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপের কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। এই অনাদি অনন্ত বিরাট বিশাল অসীম জগৎ যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, পালন করিতেছেন এবং সংহার করিবেন, তাঁহার বিরাটভাব, তাঁহার অসীম শক্তিমত্তার ইহার দ্বারা কতকাংশে হৃদয়ে অবভাস হয় বটে। সেই জন্যই শ্রুতি তটস্থ লক্ষণের অবতারণা করিয়াছেন। ব্রহ্ম সূত্রের প্রথমেই ব্রহ্মের লক্ষণ নির্দ্দেশে ভগবান্ বাদরায়ন 'জন্মাদ্যস্য যতঃ, এই সূত্র নিবদ্ধ করিয়া ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণের পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান পক্ষে তটস্থ অপেক্ষা স্বরূপ লক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অধিক। সেই জন্য শ্রুতি ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশেও বিরত হন নাই। সে লক্ষণ এই—'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম একমেব[illegible]য়ম্।' এই লক্ষণটির প্রতি বিশেষ অনুধাবন করা আবশ্যক। কারণ [illegible]ঃ করিতে পারিলে আমরা কতকটা ব্রহ্মের স্বরূপের আভাষ পাইব।

"একমেবাদ্বিতীয়ম্' অদ্বৈত বাদের মূল সূত্র। ব্রহ্মই একমাত্র বস্তু; তাঁহার দ্বিতীয় নাই। এই অশেষ বৈচিত্রময় জগতে কত কত বিভিন্ন পদার্থজাত বিরাজিত রহিয়াছে, ইহাত আমাদের অনুভবসিদ্ধ। তবে ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু নাই, একথার অর্থ কি? ইহার দুইটি উত্তর হইতে পারে। প্রথম আমরা যে বিভিন্ন পদার্থ জাত দেখি তাহারা অসৎ, বাস্তব পক্ষে তাহাদের সত্তা নাই। যাহা আজ আছে তাহা গত কাল ছিল না আর পরশ্ব থাকিবে না। যাহা গত কাল ছিল তাহা আজ নাই। যাহা আজ নাই তাহা ভবিষ্যতে হইবে। এইরূপ যাহা জাগ্রত অবস্থায় আছে স্বপ্নে তাহা থাকে না। স্বপ্নে যাহা দেখি তাহা জাগ্রত অবস্থায় ছিল না এবং সুষুপ্তিতে থাকিবে না। অতএব তাহা অসৎ বই আর কি? কিন্তু ব্রহ্ম সকল কালে সকল অবস্থায় বিদ্যমান ছিলেন আছেন ও থাকিবেন। অতএব ব্রহ্মই সৎ। দ্বিতীয় উত্তর এই যে জগতে যে কিছু পদার্থ আছে তাহা ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। যেমন কুণ্ডল বলয় হার প্রভৃতি স্থূল দৃষ্টিতে বিভিন্ন বোধ হইলেও প্রকৃত পক্ষে স্বর্ণ বই আর কিছুই নহে; সেইরূপ এই অশেষ বৈচিত্রময় জগৎ বস্তুতঃ ব্রহ্ম বই আর কিছুই নহে। কেবল নাম রূপের প্রভেদ মাত্র। কাহারও নাম হার, কাহারও নাম বলয়। কুণ্ডলের রূপ এক প্রকার, বাজুর রূপ আর এক প্রকার এইমাত্র ভেদ— নাম রূপের ভেদ। বস্তুগত কোন প্রভেদ নাই।

এইরূপ জাগতিক পদার্থ সমূহের মধ্যেও নাম রূপের ভেদ মাত্র। কাহারও নাম পর্ব্বত কাহারও নাম নদী; কাহারও রূপ মনুষ্যোচিত কাহারও রূপ পশু তুল্য। এই মাত্র ভেদ। কিন্তু নদী পর্ব্বত পশু মনুষ্য সকল পদার্থই ব্রহ্ম। "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন'। এক ব্রহ্মই আছেন—জগতে নানা পদার্থ নাই।

ব্রহ্মকে এক ও অদ্বিতীয় বলাতে এই বুঝিতে হয় যে ব্রহ্ম নির্দ্দোষভাবে সম (absolute homogeneity)। 'নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম'। অর্থাৎ ব্রহ্ম ত্রিবিধ ভেদ বর্জ্জিত। জগতে তিন প্রকার ভেদ দেখা যায়। বিজাতীয় স্বজাতীয় ও স্বগত। ভিন্ন জাতীয় দুই পদার্থে যে ভেদ তাহাই বিজাতীয় ভেদ। যেমন পশুতে ও মানুষে ভেদ। ব্রহ্ম ভিন্ন যখন অন্য জাতীয় পদার্থ না[illegible] তখন ব্রহ্ম যে বিজাতীয় ভেদ বর্জ্জিত, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় ত

জাতীয় দুই ব্যক্তিতে যে প্রভেদ তাহার নাম স্বজাতীয় ভেদ। যেমন রাম ও শ্যামে ভেদ। ব্রহ্ম যখন অদ্বিতীয়, সমকক্ষ হীন তখন তাঁহাতে স্বজাতীয় ভেদের সম্ভাবনা কোথায়? একই ব্যক্তিগত যে প্রভেদ তাহার নাম স্বগত ভেদ। যেমন একই বৃক্ষে পত্র শাখা ফুল ফল ইত্যাদির ভেদ। ব্রহ্ম নির্দ্দোষ সম—সর্ব্বাংশে সর্ব্বাবয়বে এক, তখন তাঁহাতে স্বগত ভেদেরই বা অবকাশ কোথায়?

"সত্যং জ্ঞান মনন্তং ব্রহ্ম।" ইহার অর্থকি? ব্রহ্ম সত্য, ব্রহ্ম জ্ঞান, ব্রহ্ম অনন্ত। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। 'যদ্‌রূপেণ যন্নিশ্চিতং তদ্রূপং ন ব্যভিচরতি তৎসত্যম্'। যাহার নিশ্চিতরূপের ব্যভিচার হয় না, সেই সত্য। ব্রহ্ম সৎ বলিলে এই বুঝায় যে ব্রহ্ম বিকার বর্জ্জিত; অর্থাৎ ব্রহ্ম নিত্য নির্ব্বিকার সনাতন ধ্রুব অচল। ব্রহ্ম স্থাণু, অব্যয় অচ্যুত শাশ্বত।

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোয়ং পুরাণঃ। নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোহয়ং সনাতনঃ হ্রাস বৃদ্ধি, উৎপত্তি বিনাশ, বিকারের নামান্তর। সনাতন নিত্য বস্তুর উৎপত্তি বিনাশ সম্ভবে না। ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ। নির্ব্বিকার অচল বস্তুর হ্রাসও নাই বৃদ্ধিও নাই। অতএব ব্রহ্ম সৎ বলাতে এত কথা বুঝাইল।

ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ। অর্থাৎ ব্রহ্ম জড় নহেন চিৎ, চৈতন্যময়। জড় ও চেতনের ভেদ আমাদের অনুভব সিদ্ধ; অতএব তাহা বুঝান অনাবশ্যক। আমরা যাহাকে প্রকৃতি বলি, তাহারই বিকার জড়বর্গ। বিক্রিয়াহীন ব্রহ্ম তাহা হইতে স্বতন্ত্র, চৈতন্যস্বরূপ। ব্রহ্ম সর্ব্বতঃ চেতন। সেই জন্য তাঁহাকে চিদ্‌ঘন বলে। চিতের একটি লক্ষণ স্বপ্রকাশিতা। অর্থাৎ চিৎ আপনাকে-আপনিই প্রকাশ করে; তাহার প্রকাশ জন্য পদার্থান্তরের প্রয়োজন হয় না। জড়ের দৃষ্টান্ত দ্বারা একথা বুঝান যাইতে পারে। সূর্য্য স্বপ্রকাশ পদার্থ। নিশার অন্ধকারে বৃক্ষ, নদী, পর্ব্বত, গৃহ প্রভৃতি অপ্রকাশ থাকে; কিন্তু সূর্য্য উদিত হইয়া উহাদিগকে প্রকাশিত করেন। অতএব বৃক্ষ, নদী, পর্ব্বত, গৃহ প্রভৃতি স্বপ্রকাশ পদার্থ নহে, কারণ তাহারা সূর্য্যালোক ভিন্ন প্রকাশিত হয় না। কিন্তু সূর্য্য আপনিই আপনাকে প্রকাশ করেন। সেই জন্য তিনি স্বপ্রকাশ। কিন্তু সূর্য্য কাহার তেজে তেজীয়ান্, কাহার জ্যোতিতে জোতিষ্মান? তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বম্ তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি। ব্রহ্মের ভাতিতে সকলেই

ভাতিমান, তাঁহার জ্যোতির অনুসরণ করিয়াই অন্যের জ্যোতিঃ। ন তৎ ভাসয়তে সূর্য্যো ন চন্দ্রমা ন তারকঃ। সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ তাঁহাকে ভাসিত করে না।

আলোকের ভাতির বিষয়ে যাহা বলা হইল জ্ঞানের ভাতির বিষয়েও সেই কথা বক্তব্য। বিষয় সংযোগে ইন্দ্রিয়ের স্পন্দন উদ্ভূত হয় ;ঐ স্পন্দন ইন্দ্রিয় প্রণালী দ্বারা মস্তিষ্কে উন্নীত হয়। পরে কোশ হইতে কোশান্তরে সংক্রামিত হইয়া বিজ্ঞানময় কোশে (বুদ্ধি ভূমিকায়) উপনীত হয়। কিন্তু স্পন্দন কিরূপে জ্ঞানে পরিণত হয় ? পাশ্চাত্য দেহবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে অপারগ। এ বিষয়ে বৈদান্তিকের উত্তর এই যে যেমন আলোক ঘট প্রভৃতি পদার্থকে উজ্জলিত করিয়া প্রকাশ করে, সেইরূপ বুদ্ধিস্থ ব্রহ্মজ্যোতিতে উজ্জলিত হইয়া চিত্তবৃত্তি জ্ঞানাকারে প্রকাশিত হয়। চিত্তবৃত্তি অস্থায়ী ও বহুরূপী। সেই জন্য তদ্দ্বারা উপহিত হইয়া জ্ঞান (যাহা ব্রহ্ম স্বরূপ) তাহাও ক্ষণিক ও নানারূপ মনে হয়। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। স্বচ্ছ স্ফটিক যেমন জবা কুসুমের সংযোগে লাল মনে হয়, অপরাজিতার সংযোগে নীল মনে হয় এবং গাঁদা ফুলের সংস্রবে হলুদ বর্ণ মনে হয়, কিন্তু স্ফটিক বাস্তবিক বর্ণ রহিত। সেই রূপ বিভিন্ন চিত্তবৃত্তির সাহচর্য্যে চিদ্‌ঘন শুদ্ধ আত্মা সেই সেই বৃত্তির তাদাত্ম্য লাভ করে। সেই জন্য আত্মাকে সুখী দুঃখী কামী লোভী ইত্যাদি রূপ মনে হয়। *অর্থাৎ সুখের অবস্থায় জ্ঞান সুখাকারে আকারিত হয় ; দুঃখের অবস্থায়* জ্ঞান দুঃখাকারে পরিণত হয়। এই বিভিন্নতা উপাধি জন্য, বাস্তবিক নহে। আর চিৎ নিত্য বস্তু, কোনকালে কোন অবস্থায় ইহার বাধ হয় না। জাগ্রৎ অবস্থায় যাহা জ্ঞানের বিষয় তাহা স্বপ্নে বিদ্যমান থাকেনা। এই রূপ স্বপ্নাবস্থায় যাহা বেদ্য, সুষুপ্তি অবস্থায় তাহার অস্তিত্ব থাকেনা। কিন্তু চিৎ সকল অবস্থাতেই বিদ্যমান থাকে। এমন কি যখন আমরা ঘোর নিদ্রায় সুষুপ্ত থাকি তখনও চিৎ তিরোহিত হয় না। এইরূপ ভূত ভবিষ্যত বর্ত্তমান ত্রিকালেই চিতের সত্তা অক্ষুন্ন থাকে। সেই জন্য পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন মাসাব্দযুগ কল্পেষু গতাগম্যেষ্বনেকধা নোদেতি নাস্তমেত্যেকা সংবিদেষা স্বয়ং প্রভা। মাস বর্ষ যুগ কল্প—অতীত অনাগত কোন কালেই স্বপ্রকাশরূপ চিৎ উদিত বা অস্তমিত হয না।

সত্যং জ্ঞান মনন্তং ব্রহ্ম। ব্রহ্ম অনন্ত। ব্রহ্মের অন্ত নাই, ইয়ত্তা নাই সীমা নাই। ব্রহ্ম অতি মহান্‌। 'অণোরণীয়ান্‌ মহতো মহীয়ান্‌'। সেই জন্যই তাঁহার নাম ব্রহ্ম। আর অনন্ত বলিয়াই তিনি সর্ব্বতঃ পূর্ণ। তাঁহাতে কিছুরই অভাব নাই।

পূর্ণ-মদঃ পূর্ণমিদং, পূর্ণাৎ হি পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। আর অতি মহান ও সুসম্পূর্ণ বলিয়াই তিনি আনন্দস্বরূপ। কারণ 'ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখ মস্তি'। ভূমাই সুখ, অল্পে সুখ নাই। ভূমা কি? 'যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যৎ বিজানাতি স ভূমা। অথ যত্র অন্যৎ পশ্যতি অন্যৎ বিজানাতি তদল্পং'। যেখানে দ্বৈত, যেখানে ভেদ,যেখানে অংশাংশী ভাব,যেখানে স্রষ্টা দৃশ্য জ্ঞাতা জ্ঞেয় প্রভৃতি বৈষম্য আছে সেই অল্প। যেখানে নাই সেই ভূমা। ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয় এবং অনন্ত; সেই জন্য তিনি ভূমা। এবং ভূমা বলিয়াই আনন্দস্বরূপ।

ব্রহ্ম যে আনন্দময় এ বিষয়ে শ্রুতি অনেকবার উপদেশ দিয়াছেন। "এতম্‌ আনন্দময়ম্‌ আত্মানমুপসংক্রামতি" 'আনন্দো ব্রহ্ম ইতি ব্যজানৎ। বিজ্ঞান-মানন্দঃ ব্রহ্ম' আনন্দং ব্র [illegible] বিভেতি কুতশ্চেন।" 'রসো বৈ সঃ; রসং হ্যেবায়ং লব্ধা আনন্দী [illegible] দি।

এই আত্মা আনন্দময়। আনন্দই ব্রহ্ম! জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম। আনন্দময় ব্রহ্মকে জানিলে, আর কিছুতে ভয় থাকে না। আত্মা রসস্বরূপ; রস লাভ করিয়া জীব আনন্দী হয়। ইত্যাদি।

মানুষ সুখান্বেষী। মানুষ যখন কিছুতেই মরিতে চায় না, আত্মাকে হারাইতে চাহে না, তখন বুঝিতে হইবে আত্মা সুখস্বরূপ। অন্য বস্তুতে বা ব্যক্তিতে যে আমাদের প্রেম হয়, তাহারা যে আমাদের প্রিয় হয়, তাহার কারণ এই যে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম (যিনি ঐ ব্যক্তি বা বস্তুতে অনুস্যূত রহিয়াছেন) আমাদের নিয়তই প্রেমাস্পদ। বৃহদারণ্যক উপনিষদে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বিদুষী পত্নীর নিকট এই তত্ত্বই বিবৃত করিয়াছেন। পঞ্চদশীকারের মতে গুণময়ী প্রকৃতির বিকার বিষয় হইতে আমাদের যে আনন্দানুভব হয়, তাহার কারণ আনন্দঘন ব্রহ্মের ক্ষণিক অবভাস ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এইরূপ ব্রহ্মের আনন্দস্বরূপতার প্রমাণ জন্য শাস্ত্র অন্যান্য যুক্তিও উপস্থান করিয়াছেন। তাহার উল্লেখ বা বিচার এ প্রবন্ধের বিষয় নহে।

অতএব আমরা ব্রহ্মের লক্ষণ এই মাত্র পাইলাম। তিনি সচ্চিদানন্দ এবং এক ও অদ্বিতীয়।

শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত।

———:০:———

—০০**০০—

অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে পর্ণশয্যা রচনা করিয়া স্বামীজি একটা কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া আছেন; আমি সেইখানে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। আমি উপস্থিত হইবার পরেই স্বামীজি মুড়ি খুলিয়া উঠিয়া বসিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, স্বামীজি শুয়ে শুয়ে কি করিতেছিলে? স্বামীজি বলিলেন বুকটার ভিতর একটা ঢেঁকি দুম্ দুম্ করে উঠিতে পড়িতেছিল, তাই সেই শব্দটাকে অনন্ত আকাশে মিলাইতেছিলাম। বেশ হয়েছে, একটু গল্প করা যাউক; আজ প্রাণটা বড় চঞ্চল।

আমি। কেন, অকারণ প্রাণ চঞ্চল হল কেন?

স্বামীজি। সহধর্ম্মিনী বিরহে।

এই কথা বলিয়াই ঈষৎ হাস্য করিলেন। আমি বলিলাম বুঝিয়াছি।

স্বামীজি। কি বুঝিলে?

আমি। কেন সেই উইল লেখার দিনত বলিয়াছ যে ভক্তিদেবী তোমার সহধর্ম্মিনী আজি তাঁকে হৃদয়ে পাচ্চনা বলেই হৃদয় চঞ্চল হয়েছে। তুমি আমার সঙ্গে দুটা ভাল কথা কহ; তাহা হইলেই প্রাণের চাঞ্চল্য কমে যাবে এখন! সে দিন তুমি আমার বাড়ী ভোজন করিয়া আমার হৃদয় ভক্তি জলে ভরাইয়া রাখিয়াছ, আজি আমি সেই জল তোমার হৃদয়ে ঢালিয়া তোমার হৃদয় চাঞ্চল্য দূর করিব।

স্বামীজি। আয় তবে, আমার বুকের উপর হাত দিয়া বসে থাক, আমি একটু শুয়ে পড়ে গান গাই। স্বামীজি শুইয়া পড়িলেন আমি তাঁহার বুকের কাছে বসে হৃদয়ে হাত দিয়া রহিলাম, তিনি গান গাহিতে লাগিলেন।

আজি পূজিব মায়ের চরণ,
মায়ের চরণ হৃদে করিয়া ধারণ,
ভক্তি জলে আগে করিব প্রক্ষালন।
আমি জ্ঞানাগ্নি জ্বালিব, কামাহুতি দিব ;
মা মা মা মন্ত্রে তুষিব মায়ের মন।

স্বামীজির গানের তালের সঙ্গে সঙ্গে একটা তড়িৎ স্রোত আমার হৃদয় হইতে করতল এবং অঙ্গুলির অগ্রভাগ গুলির ভিতর দিয়া বাহির হইয়া স্বামীজির হৃদয়ে প্রবেশ করিতেছে, আমি ইহা স্পষ্ট অনুভব করিতে লাগিলাম। গান গাহিতে গাহিতে যখন শেষ চরণের মা মা মা ধ্বনি করিতে লাগিলেন, সেই সময় আমার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল এবং স্বামীজিরও নয়ন জলে ভাসিয়া গেল। সেই সময় এক অপূর্ব্ব দৃশ্য আমি দেখিয়াছি, তোমরা সকলে উহা কল্পনা মনে করিবে আমি কিন্তু উহা স্পষ্ট দেখিয়াছি ; দেখিলাম একখানি রাঙ্গা টুকটুকে ছোট পা স্বামীজির বুকের উপর রহিয়াছে এবং আমি সেই পায়ের উপর হাত দিয়া বহিয়াছি। দর্শন মাত্রেই আমিও মা বলিয়া স্বামীজির হৃদয়ে নমস্কার করিলাম ; স্বামীজি বলিয়া উঠিলেন 'ওঁ হৃদয়ায় নমঃ।' মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই পদ অন্তর্হিত হইল। স্বামীজি উঠিয়া বসিলেন ও বলিলেন দেখেছ এই চোকের জলটুকু এতক্ষণ আসিতেছিল না। এখন সব ঠাণ্ডা।

আমি জিজ্ঞসা করিলাম স্বামীজি, আমি আজি একি দেখিলাম ?

স্বামীজি। তুই কি দেখ্‌লি তা আমি কি জানি ?

আমি। এই যে ছোট টুক্‌টুকে রাঙ্গা পা তোমার হৃদয়ে দেখিলাম।

স্বামীজি। সে যার পা তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করগে।

আমি। তিনি কে ?

স্বামীজি। হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

আমি। সবই ত বুঝিলাম।

স্বামীজি। বুঝলি না ?

আমি। কিছু না।

স্বামীজি। সে দিন যে ষট্‌কারকের কথা বলিয়াছিলাম মনে আছে ?

আমি। মনে আছে, কিন্তু হৃদয়ঙ্গম হয় নাই।

স্বামীজি। হৃদয়ঙ্গম কি অমনি চট্ করে হবে; কর্ম্ম কর তবে কর্ম্মের রহস্য ক্রমে বুঝিতে পারিবে।

আমি। কর্ম্মত কতই করিতেছি; কত সাক্ষীর জবানবন্দী লিখছি, কত মোকদ্দমা ডিক্রী ডিস্‌মিস্ করিতেছি; টাকা রোজগার করিতেছি, স্ত্রী পুত্রের ভরণ পোষণ করিতেছি; আবার কি কর্ম্ম করিব।

স্বামীজি। ও সব যাহা করিতেছ তাহা অসৎকর্ম্ম; ভগবদুদ্দেশে যাহা করা যায় তাহাই সৎ আর যা কিছু কর সব অসৎ। কর্ম্মকর অর্থাৎ সৎ কর্ম্ম কর; বট্‌কারক তত্ত্ব যাহা কর্ম্মের গূঢ় রহস্য, তাহা ক্রমে বুঝিতে পারিবে।

আমি। আজি তুমি আমাকে উহা কিছু কিছু বুঝাইয়া দাও।

স্বামীজি। ভগবান কর্ম্ম শব্দের অর্থ যাহা গীতাতে বলিয়াছেন তাহা এই :—

"ভূত ভাবোদ্ভবকরঃ বিসর্গঃ কর্ম্ম সজ্ঞিতঃ।"

গীতা ৮ম অধ্যায়।

ভূতানাং ভাবাঃ ভূতভাবাঃ, তেষাং উদ্ভবকরঃ ভূতভাবোদ্ভবকরঃ, বিসর্গঃ ত্যাগঃ। যে ত্যাগ ক্রিয়া, জীবের ভাবের উদ্ভাবন করিয়া থাকে, উহারই নাম কর্ম্ম। জীবের অন্তরস্থ ভাব সমূহ যাহা প্রসুপ্ত অবস্থায় আছে, উহাদিগকে প্রস্ফুটিত করার নাম কর্ম্ম। দেবোদ্দেশে ত্যাগরূপ ক্রিয়া দ্বারা এই ভাবকুসুম ফুটান কার্য্য সাধিত হয়। Karma is that expenditure of energy which brings about the development of ideas latent in beings. তোমরা সব এম-এ, বি-এ, পাস। অনেক বিষয় ইংরাজী কথা লইয়া ভাব, সেই জন্য আমি ইংরাজীতে কর্ম্মের সংজ্ঞা কি হইতে পারে তাহা বলিলাম। আজিকালকার বিজ্ঞানশাস্ত্রে তোমরা শিখিয়াছ work is the expenditure of energy কিন্তু শক্তির যে কোনরূপ বিসর্গকে আমাদের শাস্ত্রে কর্ম্ম বলেনা, যে বিসর্গ ভূতগণের ভাবের বিকাশক তাহাকেই কর্ম্ম বলা হইয়া থাকে। দেবোদ্দেশে যে শক্তি ব্যয়িত হয়, তাহাই কর্ম্মশব্দবাচ্য, কিন্তু যাহা দ্বারা শক্তির অপব্যয় হয় তাহার নাম বিকর্ম্ম।

আমি। একটা উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

স্বামীজি। ঋতুকাল ব্যতীত স্ত্রী গমনে শক্তির অপব্যয় হয়, সুতরাং উহা

বিকর্ম্ম ; কিন্তু ঋতুকালে স্ত্রী সহবাসে জরায়ু মধ্যস্থ ডিম্বের বিকাশ সম্পাদিত হয়, সেই জন্য উহা কর্ম্ম। জরায়ু ও ডিম্বের কথা যখন আসিয়া পড়িয়াছে, তখন একটা কথা বলিয়া ফেলি। বলি শুন, প্রত্যেক কর্ম্মই মৈথুন ক্রিয়া ; কথাটা অতি গভীর ভাবে শুনিও ; মৈথুন ক্রিয়া কথাটা শুনিয়াই আমাকে কুরুচির দাস বলিয়া বসিওনা। সৃষ্টি স্থিতি সংহারের একটি নিয়ম আছে, সেই একই নিয়মে যাবতীয় পদার্থের সৃষ্টি স্থিতি লয় হইতেছে। যে নিয়মের বশে গর্ভে সন্তান জন্মে, সেই নিয়মে বৃক্ষে ফল ফলে, সেই নিয়মের বশেই প্রকৃতি দেবীর গর্ভে এই ব্রহ্মাণ্ড পরিস্ফুটিত হইতেছে। সেই নিয়মটির নাম কর্ম্ম। সৃষ্টি আর কিছুই নয় ; উহা ভাবের বিকাশ। জগৎকর্ত্তার অন্তরে এই জগৎ ভাবরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে, কর্ম্মদ্বারা সেই ভাবের ক্রম-বিকাশ হইতেছে, ইহার নাম সৃষ্টি। এই জগৎ ব্রহ্মযোনী মধ্যস্থ কারণ বারিতে ভাসমান ডিম্ব স্বরূপ সেইজন্য উহার নাম ব্রহ্মাণ্ড। যদি সৃষ্টি তত্ত্ব বুঝিতে চাও তবে মৈথুন তত্ত্ব বুঝিতে হইবে। কিন্তু উহা বুঝি-বার জন্য সাধনা চাই। একজন গণিতশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াছিলেন যে "যদি আমি পৃথিবী ছাড়িয়া কোথাও দাঁড়াইতে পারি তবে পৃথিবীকে একটি তুলা দণ্ড দ্বারা ওজন করিতে পারি।" তুমি ও যদি তোমার বুদ্ধি দ্বারা মৈথুন তত্ত্ব পরিমাণ করিতে চাও তবে তোমাকে মৈথুনাশক্তি ছাড়িয়া দাঁড়াইতে হইবে। যখন এইরূপ হইতে পারিবে তখন বহির্মুখী বৃত্তি সকল অন্তর্মুখী হইয়া অনন্ত সাগরোদ্দেশে ধাবমান অন্তরাভিমুখী স্রোতে পড়িয়া ভাসিতে ভাসিতে তোমার হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিবে ; সেইখানে তখন দেখিতে পাইবে যে একটি মিথুন তোমাকে সৃষ্টিরহস্য বুঝাইবার জন্য একটি পদ্মে উপবেশন করিয়া আছেন ; পুরুষ উচ্চারণ করিতেছেন "ওঁ" ; স্ত্রী উচ্চারণ করিতেছেন "তৎ সৎ"। ইঁহাদের শরণাপন্ন হও কর্ম্ম রহস্য বুঝিতে পারিবে। এই মিথুন ব্যতীত আর কেহ কর্ম্ম-রহস্য বুঝাইতে সক্ষম নহেন, ইহা নিশ্চিত জানিও। আজি তুমি ইঁহাদেরই একজনের রাঙ্গাচরণ দেখিতে পাইয়াছ। যাও ঘরে যাও, স্ত্রীকে বামে রেখে ঐ রাঙ্গাচরণ ধ্যানে জীবন যাপন কর, আর গায়ত্রীচ্ছন্দে "মা" মন্ত্র জপ করিতে থাক, ক্রমে কর্ম্ম-রহস্য বুঝিতে পারিবে। গায়ত্রীচ্ছন্দ ত্রিপাদ,

সেই ত্রিপাদচ্ছন্দে কেবল মা মা মা বলে ডাক করুণাময়ীর কৃপা লাভ করিতে পারিবে।

আমি। স্বামীজি, তোমার চোক দুটো যেন জ্বলছে।

স্বামীজি। সাবধান যেন পুড়ে যাস্‌নে।

আমি। তা পুড়ি পুড়িব, তুমি এখন আমাকে কর্ম্ম-রহস্য, ষট্‌কারক রহস্য, মৈথুন-রহস্য বুঝাও।

স্বামীজি। আমি কি ছাই বুঝিয়াছি যে তোমাকে বুঝাইব।

আমি। তুমি যাহা বুঝিয়াছ তাহাই বুঝাও। আচ্ছা প্রথমে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। "ভূতভাবোদ্ভবকরঃ বিসর্গঃ কর্ম্ম সজ্ঞিতঃ" গীতার এই কথা গুলির অর্থ তুমি যেমন বলিলে টীকাকারগণত তাহা বলেন না। আমি শঙ্করাচার্য্যের অর্থ ছেড়ে তোমার অর্থ মানিব কেন, তাহা অগ্রে বুঝাইয়া দাও।

স্বামীজি। টীকাকারগণ 'ভূতভাব' শব্দের অর্থ করেন জীবের উৎপত্তি, আমি বলিয়াছি জীবের অন্তরের ভাব যাহাকে ইংরাজীতে Idea বলে। আমি বুঝি যে আমার অর্থেও টীকাকারগণের অর্থে কোন প্রভেদ নাই। মহাত্মা কুথুমীদেব, এ, পি, সিনেট সাহেবকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন, উঁহাতে কর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার মধ্যে আমার যে টুকু স্মরণ আছে বলি শুন।

"Every thought of man upon being evolved passes into the inner world, and there associating—coalescing we might term it, with an elemental becomes an active entity. We are constantly peopling our current in space with creatures of our own begettings, these the Hindus call *Karma* and the Buddhists *Skandha*."

মানবের মানসে উদিত ভাব অন্তর্জগতে প্রবেশ করিয়া কোন না কোন এলিমেন্টালের সহিত মিলিত হইয়া গিয়া ক্রিয়াশক্তিশালী একটি প্রাণীরূপে পরিণত হয়। আকাশের স্রোতে আমরা অহরহ এইরূপ কত কত প্রাণীর সৃজন করিতেছি; হিন্দুদের "কর্ম্ম" ও বৌদ্ধদের "স্কন্ধ" কথার ইহাই অর্থ।

এই কথা গুলি বুঝিলেই বুঝিতে পারিবে যে ভাবের পরিস্ফুটন এবং ভূতের উৎপত্তি একই কথা।

আমি।—এলিমেণ্টাল কথাটির অর্থ কি?

স্বামীজি। এলিমেণ্ট অর্থ ক্ষিত্যপতেজাদি ভূত। এই ভূতাধিষ্ঠিত চৈতন্যই উক্ত পত্রের এলিমেণ্টাল কথার অর্থ। তোমার তৃতীয় চক্ষুর আবরণ আজি ক্ষণেক অপসারিত হওয়ায় তুমি আমার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পাদপদ্ম অনুভব করিয়াছ; উক্ত চক্ষুর আবরণ যতই ক্ষয় হইবে ততই ক্রমে অনুভব করিতে পারিবে যে মাটী, জল, বৃক্ষ, লতা, চন্দ্র ও সূর্য্য প্রভৃতি সকলই কোন না কোন চেতনের আধার মাত্র। ক্রমে যখন তৃতীয় নেত্র পূর্ণ বিকাশ লাভ করিবে তখন বুঝিবে যে ভিন্ন ভিন্ন আধারের যে ভিন্ন ভিন্ন অধিষ্ঠাতা উঁহারা সকলেই এক চেতনের ভিন্ন ভিন্ন শক্তি মাত্র।

আমি। তৃতীয় চক্ষু আবার কি?

স্বামীজি। মাথার মধ্যে পাইনিয়াল গ্ল্যাণ্ড (Pineal gland উচ্চারণটা পাইনিয়াঁল কি পিনিয়াল ঠিক জানিনা) বলে একটি গ্ল্যাণ্ড আছে। উহাই অন্তর্দৃষ্টি শক্তির আধার। বিবাহাদি মাঙ্গল্য কর্ম্মে পিটুলি দিয়া যে শ্রী (আগ) প্রস্তুত করে, উক্ত পদার্থ সেই আকারের তবে খুব ছোট। ম্যাডাম ব্ল্যাভাট্স্কি এই পাইনিয়াল গ্ল্যাণ্ডকে হরনেত্র বা তৃতীয় নেত্র বলিয়া গিয়াছেন। তৃতীয় নেত্র যে শক্তিহীন হইয়া পাইনিয়াল গ্ল্যাণ্ড রূপে পরিণত হইয়া মস্তিষ্ক মধ্যে রহিয়াছে ইহা কোন কোন বিলাতী বড় ডাক্তার ও স্বীকার করিতেছেন। সে দিন Kirkes Handbook of Physiology পড়িতে পড়িতে পাইনিয়াল গ্ল্যাণ্ড সম্বন্ধে যাহা লেখা আছে তাহা টুকিয়া রাখিয়াছি।

স্বামীজি এই বলিয়া তাঁহার ঝুলির ভিতর থেকে এক টুকরা কাগজ বাহির করিয়া পড়িলেন।

'The pineal gland is the atrophied remains of a third eye situated centrally. This eye is formed in a more perfect condition though covered by skin in certain lizards such as Hatleria.'

Kirke's Handbook of Physiology fourteenth edition page 503.

যাক এখন তৃতীয় চক্ষুর কথা থাক। কর্ম্মের কারকের কথা তোমাকে বলতে হবে। তা আজি থাক আর এক দিন সে সম্বন্ধে কথা হবে।

শ্রীঅনন্তরাম।

রাধা তারা (পিনিয়াল গ্ল্যাণ্ড)

মড়ার মুণ্ডে দিয়ে পা
ডেকে বল্লেন কালী মা।
যদি শ্রীরাধারে চাস্
মুণ্ড মধ্যে কর বাস॥
এই পায়ের কর পূজা এই পায়ের কর পূজা।
দেখতে পাবি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মজা॥
তোর মাথার মধ্যে আছে তারা, শ্রীরাধা তার নাম।
শ্রীরূপা দেবী তিনি, শ্রীমন্ত্রের ধাম॥
ভালকরে কর পায়ের পূজা, শ্রী পাবি পিছে।
আমার এই পদতলে তোর শ্রীরত্ন আছে॥
এই পায়ের নাম মায়া, এই পায়ের নাম মায়া।
অন্তরের আকাশে ইহা সংজ্ঞা দেবীর ছায়া॥
আমি সেই সংজ্ঞা দেবী সূর্য্যের শকতি।
সাবিত্রী, কমলা, মহাবিদ্যা স্বরস্বতী॥
হৃদ্‌কুম্ভ তোর পূজার ঘট সুধায় পূর্ণ করে।
দুহাতেতে উঠাইয়ে, মাথার উপর ধরে॥
ধীরে ধীরে জলের ধারা ঢাল মোর পায়ে।
স্নানে তৃপ্ত হয়ে আমি পা নিব সরাইয়ে॥
তখন তুই আকাশেতে কত দেখতে পাবি তারা।
তার মধ্যে একটি হচ্ছে তোর মনোহরা॥

তোর কাছেতে সেইটি বড় ঠেকবে জ্বলজ্বলে।
তার ভিতরে তোর রাধা জগৎ উজলে ॥
আংটীর মধ্যে ছোট ছবি ঢাকা আতস কাচে।
দেখিছিস ত মণিকাররা দোকানেতে বেচে ॥
ছবিটি খুব ছোট্ট, দেখ কাচ মধ্যে দিয়ে।
দিব্য একটি সুন্দরূপ রয়েছে বসিয়ে ॥
তোয় ধরা রাধা তারা জগতের ছবি ধরে।
যা হচ্চে যা হয়ে গেছে যাহা হবে পরে ॥
রাধা আমার হরের আঁখি, বুঝতে পাল্লি কি ?
কৃষ্ণরূপ ধরে আমি উহাই সম্ভোগী ॥
শুনতে পেলি আকাশেতে বম্ শব্দ ওই।
মহাদেব ডাকিলেন আমি কৈলাসেতে যাই ॥

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

পৌরাণিক কথা।

অবিদ্যা বৃত্তি।

প্রলয় কালে জীব সকল উপাধি রহিত হইয়া ব্রহ্মানন্দ লাভ করে। তাহাদিগের বৃত্তি প্রলয় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া কেবল মাত্র ব্রহ্মাকার বৃত্তিতে অবশিষ্ট হয়। এক ব্রহ্ম জ্ঞান ভিন্ন অন্য জ্ঞান তখন থাকেনা। জীব সকল তখন ব্রহ্ম হইতে আপনাকে অভিন্ন মনে করেনা। তখন তাহাদিগের মধ্যে উপাধিগত পার্থক্য থাকেনা। সৃষ্টির অর্থ উপাধিগত ভেদের পুনঃ অবতরণ। বিচিত্রতা লইয়াই সৃষ্টি। আমি পশু, আমি মনুষ্য, আমি দেব, আমি ব্রাহ্মণ, আমি ম্লেচ্ছ, আমি ধনী, আমি দরিদ্র, এই "আমিত্বের" নানাবিধ ভেদ লইয়াই সৃষ্টি রচনা। যতক্ষণ এই ভেদমূলক বৃত্তি না হয়, ততক্ষণ সৃষ্টি

হইতে পারেনা। প্রলয় কালে জীব ব্রহ্ম হইতে আপনাকে অভিন্ন জানেনা। জীবের এই অভেদবৃত্তি নষ্ট করা চাই। তবে সৃষ্টি হইতে পারে। এই জন্য ব্রহ্মা সর্ব্বাগ্রে ভেদ বৃত্তি বা অবিদ্যা বৃত্তির সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

এই অবিদ্যাবৃত্তি পঞ্চবিধ। পতঞ্জলি ঋষি সেই সকল বৃত্তিকে, অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পুরাণে এই পঞ্চ পর্ব্ব অবিদ্যাকে তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র বলে। শ্রীবিষ্ণুস্বামী এই সকল বৃত্তিকে অজ্ঞান, বিপর্য্যাস, ভেদ, ভয় ও শোক এই পাঁচ নামে অভিহিত করেন।

১। অবিদ্যা, তমঃ, অজ্ঞান। আমি ব্রহ্ম, প্রলয়কাল জনিত এই জ্ঞান যথার্থ জ্ঞান। যে বৃত্তি দ্বারা এই জ্ঞান আবৃত হয় তাহাকে অবিদ্যা, তমঃ বা অজ্ঞান বলে। আপনার স্বরূপ না জানাই অজ্ঞান। প্রলয় কালে কোন উপাধি থাকেনা। মায়ার ভেল্‌কি, জগতের বৈচিত্র্য, পরিবর্ত্তনের চিরনবীনত্ব, সে সময়ে জীবের কোন রূপ মোহ উৎপাদন করেনা। সে সময়ে জীবের জ্ঞান নিষ্কলঙ্ক ও অপ্রতিহত। সেই জ্ঞান বশে জীব আপনার স্বরূপ যাহা জানিতে পারে, সেই তাহার যথার্থ স্বরূপ। শ্রীধর স্বামী বলেন "তমো নাম স্বরূপা প্রকাশঃ" স্বরূপের অপ্রকাশকেই তমঃ বলে।

২। অস্মিতা, মোহ, বিপর্য্যাস। না জানাকে অজ্ঞান বলে। বিপরীত জানাকে অস্মিতা, মোহ বা বিপর্য্যাস বলে। কেবল আমি ব্রহ্ম ইহা না জানিলেই সৃষ্টি রচনা হয় না। আমি দেব, কি মনুষ্য, কি পশু এমনই এবং জ্ঞান হওয়া চাই। এই জ্ঞানকে আমিত্ব বা অস্মিতা জ্ঞান বলে। যে কোন দেহ পাইয়া, সেই দেহকে আমি বা আমার বলিয়া জানাই মোহ। এই মোহই বিপর্য্যাস বা বিপরীত জ্ঞান। "মোহো দেহাদ্যহং বুদ্ধিঃ" শ্রীধর।

৩। রাগ, মহামোহ, ভেদ। বিপরীত জ্ঞান হইতেই ভেদ জ্ঞান হয়। ভেদ জ্ঞান হইলেই মহামোহের বশবর্ত্তী হইয়া জীব আপনার প্রীতি সাধন জন্য অনুরাগ পরায়ণ হয়। বিভিন্ন প্রকৃতি জীব সকল আপনার প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ে অনুরক্ত হয়। প্রকৃতির উপাদেয়ত্বই অনুরাগ। এই অনুরাগ ভোগ ইচ্ছার মূল। "মহামোহো ভোগেচ্ছা" শ্রীধর।

৪। দ্বেষ, তমিস্র, শোক। যে বিষয়ে অনুরাগ হয়, যে ভোগে ইচ্ছা

হয়, তাহার বিপরীত হইলেই দ্বেষ হয়। তাহা না পাইলেই ক্রোধ হয়। "তামিস্রঃ তৎ প্রতিঘাতে ক্রোধঃ" শ্রীধর। ক্রোধ ও দ্বেষ হইতেই শোক হয়।

৫। অভিনিবেশ, অন্ধতামিস্র, ভয়। স্ববসবাহী বৃত্তিকে অভিনিবেশ বলে। যাহার যেরূপ সংস্কার, সেই সংস্কার যাহাতে বিচ্ছিন্ন না হয়, তাহাই সকলের তীব্র ইচ্ছা। হীনযোনি কৃমি ও চাহেনা যে তাহার কৃমিত্বের লোপ হয়। যখন যে যে দেহ পায়, সেই দেহ লইয়া চিরকাল অবস্থিতি করিতে তাহার ইচ্ছা হয়। যাহাকে মরণ বলে, তাহা কেহ চায় না। যে উপাধি লইয়া জীব জন্মগ্রহণ করে, সেই উপাধি নষ্ট হইলে, আমি নষ্ট হইলাম, এই ভ্রান্ত বৃত্তিই মরণ জ্ঞানের উৎপাদক। এই বৃত্তিকে অন্ধতামিস্র বৃত্তি বলে। এই বৃত্তি হইতেই সকল জীবের ভয় হয়। "অন্ধতামিস্রঃ তন্নাশেঽহমেব মৃতোঽস্মীতি বুদ্ধিঃ"। শ্রীধর।

বিষ্ণু পুরাণে বলে

তমোঽবিবেকো মোহঃ স্যাদন্তঃ করণ বিভ্রমঃ।
মহামোহস্তু বিজ্ঞেয়ো গ্রাম্য ভোগ সুখৈষণা॥
মরণং অন্ধতামিস্রং তামিস্রঃ ক্রোধ উচ্যতে।
অবিদ্যা পঞ্চ পর্ব্বৈষা প্রাদুর্ভূতা মহাত্মনঃ॥

ব্রহ্মা প্রথমে এই অজ্ঞান বৃত্তির সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কারণ অজ্ঞান না থাকিলে জীব সৃষ্টি হইতে পারেনা। এই সকল বৃত্তি দ্বারাই জীবের অধঃপতন হয়, যাহাকে আজ কাল Material Descent বলে। সেই অধঃপতনের স্রোত ছয় মন্বন্তর যাবৎ চলিয়া আসিয়াছে। এই সপ্তম মন্বন্তরে আমাদের অবিদ্যা বৃত্তি এত দৃঢ় মূল, যে তাহার ছেদন করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। আমি রাম নই, কি আমি শ্যাম নই এ কেবল কল্পনা মাত্র মনে হয়, এরূপ বৃত্তি মনে স্থানও পায়না। রাগ, দ্বেষ, ও অভিনিবেশ লইয়াই আমাদের জীবন। কিন্তু যেমন সৃষ্টির কাল হইতে জীব অধঃপতিত হইয়াছে, আজ সেই জীব ঊর্দ্ধে গমন করিবে (Spiritual Ascent)। তাই সকল আচার্য্য একবাক্য হইয়া আমাদিগকে অবিদ্যার মূলে কুঠারাঘাত করিতে বলিতেছেন।

ভগবান্ পতঞ্জলি বলেন, "ক্লেশমূল কর্ম্মাশয়ঃ।" অবিদ্যারূপ ক্লেশ হইতেই আমাদের কর্ম্ম। "সতিমূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ"। যতদিন কর্ম্মের মূল অবিদ্যা থাকিবে, ততদিন জন্ম, আয়ু ও ভোগ রূপ কর্ম্মের বিপাক হইবে।

আমাদের সাধন অবিদ্যাবৃত্তির নাশ। কিন্তু যে কালের কথা আমরা এখন বলিতেছি, সে কালে অবিদ্যা বৃত্তির উপাসনা করিতে হইত। অনুযায়ী জীব অবিদ্যাবৃত্তি আশ্রয় করিয়াই দেহ আদি লাভ করে এবং যথাপ্রাপ্ত উপাধির অভিমানী হইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে।

যেমন অবিদ্যাসৃষ্টি সৃষ্টি-মূলক, সেই রূপ কুমারসৃষ্টি স্থিতি-মূলক এবং রুদ্রসৃষ্টি লয়-মূলক। এখন আমরা কুমার সৃষ্টি ও রুদ্র সৃষ্টির কথা বলিব।

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

প্রেমের দেবতা।

—*****—

প্রেম একটি অমূল্য রত্ন। প্রেমই মানবের সংসার বন্ধন, প্রেমই মানবের স্বর্গের সোপান, প্রেমই ভগবত লাভের উপায়, প্রেমই মানুষকে দেবতা করে। যিনি পবিত্র প্রেমসুধার আস্বাদ পাইয়াছেন তিনিই ইহার মহত্ব অনুভব করিতে সমর্থ।

কেবল মাত্র স্ত্রী পুরুষের মিলনের নামই প্রেম নহে, প্রেমের গতি বহু ঊর্দ্ধে। প্রেমিক কোনরূপ আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া প্রেমার্পণ করেন না, প্রেমদান প্রেমিকের ধর্ম্ম। যিনি প্রেমের জন্য আত্মত্যাগ করিতে পারেন তিনিই প্রকৃত প্রেমিক। প্রেম মুখের কথা নহে, প্রেম হৃদয়েরবস্তু। যদি কিছু পবিত্র থাকে যদি কিছু সুন্দর থাকে যদি কিছু অনশ্বর থাকে তবে তাহা একমাত্র প্রেম।

জন বলিয়াছেন "God is love,and he that dwelleth in love, dwelleth in God, and God in him. (I. John)

বস্তুত প্রেম একটি অভিনব পদার্থ। ভগবানও প্রেমের অধীন।

ষোলআনা প্রেম ঢালিয়া যে তাঁহাকে ডাকিতে পারে সেই তাঁহাকে পায়। গীতাতে আছে যিনি ভগবানকে যে ভাবে ভজন করেন তিনিও তাঁহাকে তদনুরূপ প্রতিভজন করেন, কেবল প্রেমিক সাধকের ভজনানুরূপ প্রতি ভজনে তিনি অসমর্থ। সেই জন্যই তিনি ব্রজ গোপীদিগের নিকট ঋণী। প্রেম সাধনার দ্বারা ভগবৎ লাভ সুলভ হয়। "কৃষ্ণ বশ হেতু এক কৃষ্ণ প্রেমরস"।

সুতরাং প্রেম ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকের জন্যই প্রয়োজন। শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মিবার পূর্ব্বেও শ্রীকৃষ্ণ পূজার বিধি, শক্তি পূজার প্রচলন, দানব্রত প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই ছিল, ছিলনা কেবল অমৃতময় প্রেম। প্রেমের স্বরূপ তখন অতি অল্প লোকেই বুঝিত, তাই তিনি জগতকে প্রেম বিতরণ করিতে আসিয়াছিলেন।

আহা প্রভু আমার প্রেমে বিভোর, নয়ন মুদিত করিয়া প্রেম পূর্ণ চিত্তে বলিতেছেন "একবার হরিবল" সেই প্রেম পূর্ণস্বরে বিমুগ্ধ হইয়া হিন্দু, বৌদ্ধ, নাস্তিক, মুসলমান প্রভৃতি সকলেই হরিনামে বিভোর হইয়াছিলেন। সেই অমৃতময় প্রেমের বন্যায় জ্ঞানীর জ্ঞান তার্কিকের তর্ক, পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য তৃণবৎ ভাসিয়া গিয়াছিল।

জ্ঞানী প্রকাশানন্দ সরস্বতী "কৃষ্ণ" বলিতেছেন আর নয়ন জলে ভাসিতেছেন, সার্ব্বভৌম বাচস্পতির অতুল গাম্ভীর্য্য কোথায় চলিয়া গিয়াছে তিনি হরি বলিতেছেন আর নৃত্য করিতেছেন, কি মধুর দৃশ্য!!

প্রেম ব্যতীত এমন বিমুগ্ধ করিতে, হৃদয়ে এরূপ অভিনব ভাবের তুফান বহাইতে আর কাহার ক্ষমতা আছে?

প্রেম বলে কিনা হয়? প্রেমের দেবতা শ্রীগৌর সুন্দর প্রেম বলে কিনা করিয়াছিলেন? তিনি যে অসংখ্য অসংখ্য মানব চিত্ত হরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহার একমাত্র কারণ প্রেম। আবার প্রভুর অমানুষিক প্রেম যে কেবল মানবচিত্ত হরণ করিয়াছিল তাহা নহে, দারুণ হিংস্র জন্তু সকলও তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিল। যথা—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ করি প্রভু যবে বৈল।
কৃষ্ণ কহি ব্যাঘ্র মৃগ নাচিতে লাগিল॥

ব্যাঘ্রে মৃগ অন্যান্যে করে আলিঙ্গন।
মুখে মুখ দিয়া করে অন্যান্যে চুম্বন ॥ চৈঃ চঃ

যে ব্যাঘ্র মৃগ দর্শন মাত্রে আহারে উদ্যত হয় সেই ব্যাঘ্রও আজ মৃগের সহিত নৃত্য করিতেছে। প্রেমের দেবতা শ্রীগৌর সুন্দর ব্যতীত এমন অপূর্ব সম্মিলন সংঘটন করাইতে এতাবৎ আর কেহ পারেন নাই।

শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীচরণ দর্শনে, তাঁহার স্পর্শে, তাঁহার নিকট সুমধুর হরিনাম শ্রবণে কত শত জীব যে বিশুদ্ধ বৈষ্ণব হইয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই।

বস্তুতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেম অমানুষিক। তিনি যখন শ্রীমতী ভাবে কৃষ্ণ বিরহে আকুল হইয়া রোদন করিতেন সে রোদন দর্শনে, সে বিলাপ শ্রবনে অ পাষান চিত্তও বিগলিত হইত। শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অ প্রামানিক গ্রন্থ সেই গ্রন্থে প্রভুর প্রেমোন্মাদ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

"প্রেমাবেশে মহাপ্রভুর গর গর মন।
নাম সঙ্কীর্ত্তন করি করে জাগরণ॥
বিরহে ব্যাকুল প্রভু উদ্বেগ উঠিলা।
গম্ভীরা ভিতরে মুখ ঘসিতে লাগিলা॥
মুখে গণ্ডে নাকে ক্ষত হইল অপার।
ভাবাবেশে না জানে প্রভু পড়ে রক্ত ধার॥"

বাহুল্য ভয়ে অন্যান্য স্থল উদ্ধৃত করিতে সাহস করিলাম না।

শ্রীকৃষ্ণ বিরহে বিহ্বলা রাধিকা কৃষ্ণ ভ্রমে তমালকে আলিঙ্গন করিতেন, প্রভু ও তাহা করিয়াছেন। শ্রীমতী নবীন মেঘ দর্শনে কৃষ্ণাঙ্গ জ্যোতি ভ্রমে উন্মাদিনীর ন্যায় চাহিয়া থাকিতেন প্রভুও এইরূপ ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়া চটক পর্ব্বত দর্শনে গোবর্দ্ধন ভাবিয়া ছুটিয়া যাইতেন। কাহারও মুখে কৃষ্ণনা শুনিলে নিজকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া শ্রীমতী বক্তার পায়ে ধরিতেন, প্রেমের গৌরাঙ্গও সেই আচরণ করিয়াছেন,

"প্রাণ কৃষ্ণ বলি যদি দৈবে কেহ ডাকে।
ধেয়ে গিয়া আলিঙ্গন করেন তাহাকে।"

(গোবিন্দ দাসের কড়চা)

ফল কথা শ্রীরাধার প্রেমের অমৃতময় আস্বাদ বুঝাইতেই শ্রীগৌরাঙ্গ মরভূমে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রভুর প্রেমের গাঢ়ত্ব বুঝিবার জন্য সিদ্ধ বটেশ্বরে তীর্থরাম নামক কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি তাঁহার পরীক্ষা করিতে যাইয়া নিজে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিল।

গোবিন্দ দাস স্বীয় কড়চায় তাহা এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

"দুইজন বেশ্যা সঙ্গে আইলা দেখিতে।
সন্ন্যাসীর ভাবি ভূরি পরীক্ষা করিতে॥
সত্যবাই লক্ষ্মীবাই নামে বেশ্যাদ্বয়।
প্রভুর নিকটে বসি কত কথা কয়।
ধনীর শিক্ষায় সেই বেশ্যা দুই জন।
প্রভুরে বুঝিতে করে বহু আয়োজন॥

*   *   *

কাঁচলি খুলিয়া সত্য দেখাইল স্তন।
সত্যরে করিলা প্রভু মাতৃ সম্বোধন॥

*   *   *

কিছুই বিকার নাই প্রভুর মনেতে।
ধেয়ে গিয়া সত্য বালা পড়ে চরণেতে॥

*   *   *

হরি নামে মত্ত প্রভু নাহি বাহ্য জ্ঞান।
ঘাড়ি ভাঙি পড়িতেছে আকুল পরাণ॥
মুখে লালা অঙ্গে ধুলা নাহিক বসন।
কণ্টকিত কলেবর মুদিত নয়ন॥
ভাব দেখি যত বৌদ্ধ বলে হরি হরি।
শুনিয়া গোরার চক্ষে বহে অশ্রুবারি॥
পিচকারি সম অশ্রু বহিতে লাগিল।
ইহা দেখি তীর্থরাম কাঁদিয়া উঠিল॥
বড়ই পাষণ্ড মুই বলে তীর্থরাম।
কৃপা করি মোরে প্রভু দেহ হরি নাম॥"

এমন অমানুষিক প্রেম আর কেহ কোন সময় কোন যুগে কোন সমাজে দেখিয়াছেন কি? বস্তুতঃ এ প্রেমের তুল্য নাই মূল্য নাই। প্রেমের দেবতা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমের উজ্জ্বল আদর্শ। যদি বিশ্বজনীন বিশুদ্ধ প্রেম শিক্ষা করিতে হয়, তবে নির্ম্মল চিত্তে প্রভুর লীলা চরিত্রের মর্ম্ম গ্রহণ করা আবশ্যক। কেননা এমন বিশ্ব প্রেমিকের আদর্শ আর কোথাও নাই। শ্রীগৌর সুন্দর জীবের সর্ব্বস্ব ধন। জীবের মঙ্গলের জন্য প্রভু কিনা করিয়াছেন। যে মধুর কীর্ত্তন সকল শ্রবণ করিয়া আজও কত শত দগ্ধ চিত্তে অমৃত প্রবাহিত হয় দয়াল গৌরাঙ্গই তাহা জীবকে দান করিয়াছেন। জীব যে প্রেমময় শ্রীরাধাগোবিন্দের স্বরূপগত পরিচয় কিঞ্চিন্মাত্রও বুঝিতে পারিয়াছে তাহা তাঁহারই অসীম কৃপায়। ভক্তি ধর্ম্ম বিদায় লইলে শ্রীগৌরাঙ্গই তাহা পুনসংস্থাপিত করিয়াছিলেন। তাঁহারই চরণাশ্রিত ব্যক্তিগণ মধুর পদ সকল রচনা করি। বঙ্গ সাহিত্যকে উজ্জ্বল করিয়াছেন। জীবের যাহা চাই প্রেমের নাগর শ্রীগৌরাঙ্গ জীবকে তাহাই দিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ না হইলে কেহই ভাব রসের আস্বাদ পাইত না, বিশ্ব প্রেমিকের আদর্শও খুঁজিয়া পাওয়া ভার হইত। বঙ্গ সাহিত্যও অতলগর্ভে নিমজ্জিত হইত। তাই বলিতে হয় শ্রীগৌরাঙ্গকে ত্যাগ করিলে জীবের কিছুই থাকে না. জীব অন্তঃসার শূন্য হইয়া পড়ে। তাই বলি এমন প্রেমের দেবতাকে ভুলিয়া থাকিওনা।

যদি দলাদলি দূর করিতে চাও, যদি বিশ্ব প্রেমে আত্মহারা হইতে চাও, তবে প্রেমের দেবতা শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমময় মূর্ত্তিখানি সম্মুখে স্থাপিত কর। এমন প্রেমের আদর্শ আর পাইবেনা। এজীবন ক্ষণ ভঙ্গুর ইহার আবার মূল্য কি? এই ক্ষণভঙ্গুর জীবন লইয়া দলাদলির আবশ্যক কি? আইস সকলে সমস্বরে "প্রেমের দেবতা শ্রীগৌরাঙ্গের জয়" বলিয়া প্রেমময়ের চরণে আত্মসমর্পন করি॥

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাসী। (মুস্তোফী

পারিবে না। এমন কি তাহারা তোমায় স্পর্শ করে করে বোধ হইবে, কিন্তু তুমি সাহস পূর্ব্বক অগ্রসর হইলে তাহারা তোমার ভয়ে ভীত হইয়া তোমার গন্তব্য পথ হইতে অপসৃত হইবে। পথে অগ্রসর হইতে হইতে আমার কোন সাহায্য পাইবে না, তবে মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ মাত্র পাইলেও পাইতে পার—এই মাত্র তুমি গুরু পতন হইতে আমাকর্তৃক ধৃত হইয়া রক্ষা পাইলে।" এই বলিয়া তিনি অন্তর্দ্ধান হইলেন। আমি মহান্ধকারে সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম—ঘোর অন্ধকারে চলিতে লাগিলাম, অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই লক্ষ্য হয় না। ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলাম। পদতলে কিছুই অনুভব হইতেছে না যেন শূন্যে ভর করিয়া চলিতেছি—ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য কোন বিষয় উপলব্ধি হইতেছে না; সে এক রকম ভাব যাহা আমি ভাষার কথায় লিখিতে পারিতেছি না। ক্রমে একটি মধুর হুঙ্কার ধ্বনি আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। আরও কিয়ংদুর অগ্রসর হইতে হইতে দেখিতে পাইলাম যে ধীরে ধীরে বাতাস বহিতেছে, ক্রমশঃ অন্ধকার তরল হইতে তরলতর হইতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে একেবারে দশ দিক আলোকে ভরিয়া যাইল।

তখন আমি বিলক্ষণ অনুভব করিতে লাগিলাম যে, আমি শূন্য ভরে চলিয়াছি, চলিতেছি—চলিবার বিরাম নাই। লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম যে দূরে আকাশরূপ মহাসমুদ্রে দ্বীপবৎ বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বস্তু ভাসমান রহিয়াছে। উহাদের মধ্যে একটিতে যাইবার বাসনা হইবা মাত্র, সহসা আবার ঘোর অন্ধকারে ডুবিয়া যাইলাম। শূন্য, মহা শূন্য, অন্ধকার, ঘোর অন্ধকার—কিছুই লক্ষ্য হয় না, অথচ এই শূন্যদেশে ইন্দ্রিয় অগ্রাহ্য প্রদেশে চলিতেছি—কেহ পথ প্রদর্শক নাই। নিজেকেই চলিয়া যাইতে হইবেক, আবার এমন শক্তি প্রভাবে চালাইছি যে, চলা বন্ধকরা আমার পক্ষে অসাধ্য। সামান্য অন্ধকারে চলিতে হইলে প্রতি পদে পদস্খলন হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু এই ঘোর অন্ধকারে শূন্য প্রদেশে যে কি আছে তাহা জানিনা—এখানে পদস্খলন হইলে হয়তো একেবারে অতল জলে ডুবিয়া যাইব, তথাপি চলিতেছি বিরাম নাই। এইরূপ কতক দূর অগ্রসর হইতে হইতে আমার সংজ্ঞা ক্রমশঃ লোপ পাইল; যখন আমার জ্ঞানের সঞ্চার হইল—অনুভব করিবার ক্ষমতা আসিল, তখন চক্ষু মেলিয়া দেখি যে, চতুর্দ্দিকে দিব্য আলোকে পূর্ণ, ঘোর অন্ধকার দূর হইয়া সহসা দশ দিক

উজ্জ্বলিত। আলোক দর্শনে চক্ষু ঝলসিয়া যাইল—বাধ্য হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিতে হইল। এমন সময়ে কে যেন বলিল—"বৎসে সাবধান,যে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ ইহা অতীব প্রলোভনের স্থান, কত নর নারী অকালে ইন্দ্রিয় চালিত এই স্থানে আসিয়া এ স্থলের মায়ায় প্রলোভিত হইয়া, বহু জন্ম পিছাইয়া পড়ে ও বহু কষ্ট ভোগ করে।" আমি চক্ষু মুদিত অবস্থায় থাকিয়া বুঝিতে পারিলাম ও হৃদয় কন্দরে দেখিলাম যে ইহা গুরুদেবের বচন, আমি বলিলাম "দেব আমি কিছুই জানিনা, যেমন পথ দেখাইবেন, যেমন বলিবেন সেইরূপ করিব, তোমার চরণে আমি, আমার সমস্ত এমন কি আমিত্ব পর্য্যন্ত অর্পন করিয়াছি. যেমন করাইবেন তাহাই হইবে।" "তোমার পথ প্রদর্শক হইলাম আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আইস।" আমি চক্ষু চাহিয়া দেখিলাম যে গুরুদেব অগ্রে অগ্রে যাইতেছেন, আমিও তাঁহার পশ্চাৎ চলিয়াছি।

দেখিলাম, কি দেখিলাম কেমন করিয়া তাহা প্রকাশ করিব—এক অপূর্ব্ব প্রদেশে উপস্থিত হইতেছি, কি সুন্দর দৃশ্য তাহা কি করিয়া লিখিব। যে, যে বস্তু দেখে নাই তাহাকে তাহার বিষয় বুঝাইতে হইলে, তাহার জানা তদ্রূপ কোন বস্তুর উপমা দিয়া কথঞ্চিত বুঝান যাইতে পারে ; কিন্তু এই অপূর্ব্ব প্রদেশের তুলনা নাই। পূর্ব্বে বা পরে ঐ বস্তুর সদৃশ কোন বস্তু দেখি নাই,তখন কেমন করিয়া তাহার উপমা দিব। তবে এই বৃহৎ বস্তুর সহিত একটী ক্ষুদ্র বস্তুর তুলনা দিয়া উহার আকারের কথঞ্চিৎ বুঝাইবার চেষ্টা করিব, মাথায় দিবার সামলা পাগড়ী দুইটার মধ্যে একটি গোল বস্তু রাখিয়া দুই দিক দিয়া চাপিয়া ধরিলে সামলার বেড় দুইটা যখন একত্র হইয়া যায়, তখন ঐ গোলকে সামলা দুইটির বেড় লইয়া যে আকার হয়, পূর্ব্বোক্ত স্থানের আকারটি ত৲ উহার আয়তন পৃথিবী অপেক্ষা অনেক বড়।

উক্ত গোলকের বর্ণ যে কিরূপ তাহা ভাষায় প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। রামধনুর ন্যায় ইহা নানা বর্ণে চিত্রিত কিন্তু ঐ সকল বর্ণ এত উজ্জ্বল ও স্নিগ্ধকর যে, রামধনুর বর্ণের সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে না। এক কথায় আমরা বহির্দৃষ্টিতে যে যে বর্ণ .দেখিতে পাই উহা সে বর্ণ নহে। ক্রমশঃ যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম ততই আমার গতি দ্রুত হইতে দ্রুততর হইয়া গোলকের দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে

স্বপ্নে দীক্ষা।

(চতুর্থ সংখ্যার ১১৮ পৃষ্ঠার পর)

আমি এই অমৃত তুল্য কথা শ্রবণ করিতে করিতে যেন আত্মহারা হইতে লাগিলাম। আর যত শ্রবণ করিতে লাগিলাম তত আমার মন আনন্দে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল—আমার মনে যাহা কিছু পার্থিব বিষয় স্ফুরিত বা অঙ্কুরিত অথবা বীজ ভাবে ছিল তাহা যেন সমূলে উৎপাটিত হইতে লাগিল। আবার গুরুদেব বলিতে লাগিলেন, আমরা পথ ও উপায় দেখাইয়া দিব, নিজ চেষ্টায় সমস্ত করিয়া লইতে হইবে। জ্ঞান বিকাশ আবশ্যক অতএব আমি এই হস্ত ধরিলাম, আসন হইতে উঠ, তোমার প্রকৃত দীক্ষা হইবে, এই বলিয়া যিনি আমার মন্ত্রদাতা তিনি আমার হস্ত ধরিয়া আসন হইতে উঠাইলেন, আমিও তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলাম, বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, কোন উচ্চ পর্ব্বতারোহণ করিতেছি এরূপ ভাবে কিছু দূর যাইয়া এক পর্ব্বত শিখরদেশে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। তথায় যাইয়া আমারা সকলে থামিলাম, একবার চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম যে পর্ব্বত শিখরদেশ তুষার মণ্ডিত ধবলাকার, কিন্তু পর্ব্বত দেশ তুষারাচ্ছন্ন হইলেও কোন প্রকার শীতানুভব হয় নাই। তাঁহারা উভয়ে উপবেশন করিয়া আমাকে উপবেশন করিতে বলিলেন, আমি উপবেশন করিয়া দেখি যে আমরা সকলেই দিব্য আসনে বসিয়াছি। বড় আশ্চর্য্য হইলাম আসন কোথা হইতে আসিল। সে যাহা হউক আমি আসিলে পর আমাকে গুরু দেব বলিলেন এখন তোমায় দীক্ষিত করিব, দীক্ষার পরেই যাহা যাহা ঘটিবে তাহাতে বিচলিত হইও না। এই বলিয়া দীক্ষা দান করিলেন, আমার বোধ হইল যেন আমি পূর্ব্বে এক মহা অন্ধকারে ডুবিয়াছিলাম যেন মরিয়া পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিলাম এবং নবকলেবর ধারণ করিয়া গুরুদেবকে গাঢ় ভক্তি পূর্ব্বক প্রণাম করিলাম। তিনি আমার পূর্ব্বের মন্ত্র দাতাকে বলিলেন দেখ, তোমার তত্ত্বাবধারণে রাখিয়া ইহাকে তুমি সর্ব্বদা রক্ষা করিবে ও যাহাতে জ্ঞান বিকাশ হয়, তদ্

বিষয়ে সহায়তা করিবে, বলিয়া সহসা অন্তর্দ্ধান হইলেন। আমি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অন্তঃদৃষ্টি করিবা মাত্র দেখিতে পাইলাম যে, সমস্ত দিক যেন এক অপূর্ব্ব জ্যোতি দ্বারা প্রতিভাষিত হইয়াছে, তাহাতে আমি আমাকে দেখিতে পাইলাম পূর্ব্ব জন্মে আমি কি ছিলাম ও কি কি করিয়াছি এবং বর্ত্তমান জন্ম সম্বন্ধে যাহা করিয়াছি ও করিতে হইবে ও অপর জন্মে কি হইবে ও কি করিতে হইবে তাহা যেন নাট্যশালার পট পরিবর্ত্তনের ন্যায় একে একে দেখা দিয়া চলিয়া যাইল। কি ভয়ানক দৃশ্য, আমি মনে মনে যখন যাহা চিন্তা করিয়াছি তাহারা এক একটি জীবন্ত জীব রূপে পরিগণিত হইয়াছে ও হইবে। বুঝিলাম কিছুতেই নিস্তার নাই, হায়! মনে মনে চিন্তা করিলেও কর্ম্ম সৃষ্টি হয়—একি ভয়ানক কর্ম্মবন্ধন। সহসা আমার মস্তক ঘুরিতে লাগিল, মন বড় চঞ্চল হইল, আমায় কে যেন হঠাৎ পর্ব্বত শিখর দেশ হইতে ফেলিয়া দিল, আমি বায়ু গতিতে পতিত হইতে লাগিলাম—গতি ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আমার বোধ হইতে লাগিল যেন, পাতাল পুরীতে নামিতেছি, এমত সময়ে কে যেন আমাকে ধরিয়া আমার পতন গতি রোধ করিল—চাহিয়া দেখি ভয়ানক অন্ধকার, অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই লক্ষ্য হয় না, এমন সময় আমার পূর্ব্ব মন্ত্রদাতার স্বর শ্রুত হইল, বলিতেছেন—"দেখ মনুষ্য মাত্রেই কায়-মনোবাক্যে যে সমস্ত কর্ম্ম করিয়াছে, ভাল হউক আর মন্দ হউক তাহার ফলভোগ অনিবার্য্য। যাহারা এ পথের পথিক তাহারা বহু জন্মের কর্ম্ম এক বা দুই জন্মে ভোগ করিয়া কর্ম্মের অবসান করিতে পারগ হয়; সেই জন্য প্রকৃত পক্ষে এই পথে আসিতে হইলে বড় যন্ত্রনা ভোগ করিতে হয়। যে সহ্য করিতে পারে সেই ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া সর্ব্বজীবের হিতকারী হয়। তোমাকে তোমার কর্ম্ম ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। ভোগাবসানে লক্ষ্য স্থানে যাইতে সক্ষম হইবে ও প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইবে। অতএব বৎসে সাবধানে অগ্রসর হও—স্বার্থপরতা একেবারে ত্যাগ কর; সকল প্রকার স্বার্থপরতাই জীবের বন্ধনের হেতু। যদি সকল প্রকার স্বার্থ পরিত্যাগ করিতে না পার তাহাহইলে অনন্তবার জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে ও কর্ম্ম ভোগ শেষ হইবে না। পশ্চাৎ ও পার্শ্ব দৃষ্টি না করিয়া অগ্রসর হও। সম্মুখে যাহা দেখিবে তাহাতে ভীত, মোহিত বা স্তম্ভিত হইও না ও দাঁড়াইওনা; তোমার গন্তব্য পথ কেহই রোধ করিতে

এই সময়ে বাদ্য যন্ত্র সমূহ তুমুল শব্দে ধ্বনিত হওয়ায় তাঁহাদের কথা বার্ত্তা বন্ধ হইয়া আসিল। পুরোহিত দুইটি অষ্টম বর্ষীয় বালক বালিকার হস্তে দুইটি হাঁড়ি দিলে, তাহারা অগ্রসর হইল; পশ্চাতে পুরোহিত বাদ্য করণসহ সমপাদবিক্ষেপে পাহাড়ের পাদদেশে গমন পূর্ব্বক দাঁড়াইলেন। ত মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে একখানি ত্রিকোন প্রস্তর উত্তোলন —একটি ক্ষুদ্র গর্ত্ত বাহির হইল ও এক প্রকার বিস্ময়কর শব্দ শ্রুত লাগিল। বালক বালিকাদ্বয় মৃন্ময় হাতা দিয়া এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ গর্ত্ত হইতে নিঃশেষে তুলিয়া হাঁড়ি দুটি পূর্ণ করিল। পুরোহিত করিতে করিতে প্রস্তরখানি দিয়া গর্ত্তটি আবৃত করিয়া সকলকে সঙ্গে পূর্ব্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি একটি হাড়ি, অগ্নির উপরিস্থ লম্বমান ত্রিপদীতে স্থাপন করিয়া জনতার মধ্য হইতে এক যুবযুগলকে নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন।

চিন্তামণিকে সমভিব্যাহারী কহিলেন,—"অদ্য রজনীতে এই যুব-যুগলের উদ্বাহ সংস্কার হইবে। ইহারা নিষ্কলঙ্ক—এই পবিত্র স্থানে কাহারও চরিত্র দুষিত হইতে পায়না। উহারা ঐ তৈলের সংস্কার ক্রিয়া সমাধান করিয়া মুকুরের উপযোগী করিবে।"

এই সময়ে বাদ্যযন্ত্র সমূহ মৃদুস্বরে বাজিতে আরম্ভ করিল, প্রথিত যুবক-যুবতী ত্রিপদীস্থ হাড়ীতে অর্দ্ধেক তৈল ঢালিয়া দিয়া নাড়িতে লাগিল। ক্রমে তাহারা ব্যায়ামের ন্যায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিচালিত করিতে আরম্ভ করিল এবং হাঁড়ি দুইটি কখন মস্তকে কখন স্কন্ধে করিতে লাগিল। এই অঙ্গচালনা বা নৃত্য অতীব মনোহর; তাহাতে নীচতা বা কুৎসিত ভাব ভঙ্গী বিন্দুমাত্রও ছিলনা। নৃত্যকালীন সময়ে সময়ে তাহারা একটু একটু করিয়া সমুদয় তৈল ঢালিয়া দিল ও মধ্যে মধ্যে আলোড়িত করিতে লাগিল।

চিন্তামণির মনে কি একপ্রকার অব্যক্ত অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল, তাহা তিনি স্বয়ং বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার আন্তরিক ভাব বুঝিতে পারিয়াই যেন সমভিব্যাহারী কহিলেন,—"আপনি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছেন?"

চিন্তা। "আজ্ঞা হাঁ!"

সম।"একার্য্য অর্থপূর্ণ—গুরুতর বৈজ্ঞানিক সূত্র বিজড়িত।"

চিন্তা। "আমিত কিছুই বুঝিলাম না।"

সম। "ভূগর্ভস্থ বিবিধ পদার্থ গলিত হইয়া বিশুদ্ধাবস্থায় ভূপৃষ্ঠে উঠিয়া থাকে। উহা মানব দেহ বিনিসৃত ওজঃ * (aura) নামক পদার্থকে সহসা আকর্ষণ করিতে পারে। অদুষ্ট ওজঃ (Neutral aura) সম্পন্ন বিশুদ্ধ স্বভাব শিশুদ্বারা সংগৃহীত হইলে, উহার শক্তির হীনতা জন্মে না। উহাতে দুষিত পদার্থ থাকিলে, তাহা অগ্নিতে গলিত হইয়া নিচে পড়িয়া যা যুবযুগল উহা প্রস্তুত করিতেছে, তাহাদিগের নৃত্য বা ব্যায়ামের অর্থ এই উগ্র পরিশ্রমে তাহাদিগের পবিত্র শরীর হইতে যথা সম্ভব জীব মানবীয় আকর্ষণী শক্তি ও তেজঃ শক্তি নির্গত ও উহাতে মিলিত উহাতে এক প্রকার মানবধর্ম্ম সঞ্চারিত করে। বিবাহের দিবস মানব স্বভাবতঃ প্রফুল্ল থাকে এবং পরস্পরের প্রণয়াকর্ষণ ও পবিত্র ভাব প্রকারে উহাতে একপ্রকার চৈতন্য ভাব উৎপন্ন হয়। অবিশুদ্ধ শক্তি সঞ্চারিত হইলে উহার সম্যক বিকাশ হয়না এবং উহাকে দ্রষ্টব্য বিষয়ে নির্ভর করা যায় না বরং অপকার হইবার সম্ভাবনা।।'

চিন্তামণি অতিশয় বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"এরূপ সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা আমি পূর্ব্বে কখন শুনিনাই। জড় বিজ্ঞানালোচনা কালে এ সকল কথা শুনিলে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিতাম।" (ক্রমশঃ)

---

* "ওজশ্চিত্তস্য বিস্তাররূপং দীপ্তত্বমুচ্যতে।
বীরবিভৎস রৌদ্রেষু ক্রমেণাধিক্যমস্যতু।।"

সাহিত্য দর্পণ।

গোলকের অতি নিকটবর্ত্তী হইলাম, এখন গোলকটী স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। ঐ গোলকটিকে যেন একটি বৃহদাকার সর্প বেষ্টন করিয়া আছে। আরও দেখিতে পাইলাম যে,উহার বেশ গতি আছে ও সেইজন্য একটি মধুর হুঙ্কার ধ্বনি বেশ স্পষ্ট শ্রুত হইতেছে। এই সুমধুর হুঙ্কার ধ্বনি মন আকৃষ্ট করিতে লাগিল। সম্মুখবর্ত্তী গুরুদেব ও আমি ঐ গোলকের বেড়ে যাইয়া উপস্থিত হইলাম।

(ক্রমশঃ)

—০০✱✱০০—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(চতুর্থ সংখ্যার ১২৯ পৃষ্ঠার পর)

চিন্তামণি পদব্রজে ব্রাহ্মণের পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া একটা গহ্বরের মধ্য ...ন পূর্ব্বক পাহাড়ের উপরিভাগে উপস্থিত হইলেন। অদূরে সেই ...র পাদদেশে একটা গ্রাম এবং তাহার নিকটবর্ত্তী কতকগুলি বিটপ-অন্তরালে একটি মন্দির; তথা হইতে একটা গোলমাল ও মৃদঙ্গ করতাল...র উচ্চরব আসিতেছিল। তাঁহারা সমধিক সন্নিহিত হইলে, তাহার ...নৃত্যও হইতেছে বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। পথিকদ্বয় আরও ...হইলে, তন্মধ্য হইতে একজন পককেশী শ্মশ্রুধারী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ...হইয়া তাঁহাদিগকে সাদরে সম্ভাষণ পুরঃসর চিন্তামণির সহচরকে প্রণাম করিলেন। তদ্দর্শনে চিন্তামণি ভাবিলেন—"আমার সমভি-...একজন পরম জ্ঞানী! ইঁহাদের প্রকৃতি কি সরল! পরিচ্ছদ ...সামান্য দেখিয়া সামান্য লোক বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু এক একজন জ্ঞানের ভাণ্ডার, গুপ্ত বিদ্যার আকর! আশ্চর্য্য দেশ—লোকেরাও আরও আশ্চর্য্য!"

তিনি সমভিব্যাহারীর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু অসাধারণ ...দ্ধিমত্তা, তীক্ষ্ণদর্শীতা ও সহৃদয়তা ব্যতীত বিশেষ কোন লক্ষণ তাঁহাতে ...লক্ষিত হইল না।

চিন্তামণি এক্ষণে উপবিষ্ট হইয়া সমস্ত দেখিতে লাগিলেন—প্রায় শতাধিক নরনারী চক্রাকারে উপবেশন করিল, তাঁহাদের পুরোভাগে একটা বৃহৎ প্রস্তর-স্তূপোপরি একটা অগ্নি জ্বলিতে ছিল।

সমভিব্যাহারী ব্রাহ্মণ অগ্নির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক কহিলেন—"এটি হিমালয়স্থ যজ্ঞীয় হুতাশন—এই সকল যাযক ব্রাহ্মণগণের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত। কিছুদিন পূর্ব্বে একজন ব্রাহ্মণ পরিব্রাজক এই উ সর্জ্জরস * জাতীয় আটার ন্যায় এক প্রকার তৈলের একটা উৎপ আবিষ্কার করেন। তিথি নক্ষত্রানুসারে তৈলবৎ পদার্থ তথা হইতে হয়। তিনি মনে করিলেন যে, উহা দাক্ষিণাত্যের গন্দোয়ানা মহাদেব পাহাড়জাত ভূতৈল জাতীয় হইবে। ঐ তৈল যুক্ত (concav পৃষ্ঠে সংলগ্ন করিলে ভট্টদর্পন নামক প্রসিদ্ধ ঐন্দ্রজালিক দর্পন প্রস্তুত

চিন্তা। "আমি সে দর্পনের কথা শুনিয়াছি—কিন্তু তাহার কথা কিছু মাত্র বিশ্বাস করি না।"

সমভিব্যাহারী কোন অভিপ্রায়ব্যঞ্জক ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, কথা থাকুক যে কথা কহিতেছিলাম—তৎপরে সেই ব্রাহ্মণ অতি হিমাদ্রির দুরারোহ প্রদেশে গকনা নামক স্থান হইতে, ভারতবর্ষের ৫ কালের স্থাপিত যজ্ঞাগ্নি আনয়ন করত এই স্তূপে স্থাপিত করিয়া সুতরাং এটি সেই পবিত্র অগ্নির অংশ তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার উ সেই তৈল পরিশোধিত করিয়া ঐন্দ্রজালিক মুকুর প্রস্তুত হইয়া থাকে।

এই কথা শুনিয়া চিন্তামণি বিদ্রূপসূচক স্মিতমুখে কহিলেন,—" ঐ মুকুরের ঐন্দ্রজালিক গুণ বিশ্বাস করেন? আমি নিশ্চয়ই কৃষ্ণবর্ণ ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইব না। তখন লোকে 'তোমার ... স্ফূর্ত্তি হয় নাই, তোমার দর্শনোপযোগী আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় নাই' ইত্যাদি বলিবে, তাহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিতেছি।"

সম। "সম্ভবতঃ আপনাকে দর্পনের শক্তি পরীক্ষা করিতে দেওয়া হইবে। তাহাতে আপনি যদি কিছু না দেখিতে পান, তখন তাহাতে অবিশ্বাস করিলেই ভাল হয়।"

---

* দ্রবীভূত ধূনার ন্যায় আটা তৈল—গর্জ্জন তৈল।

২য় ভাগ।] আশ্বিন, ও কার্ত্তিক ১৩০৫। ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা।

মাসিক পত্র।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম্‌ এ, বি-এল,
ও
পণ্ডিত শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী
সিদ্ধান্তবাচস্পতি সম্পাদিত।

৩।১।১ নাং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে
শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা।
৭।১।১ নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট, "বিভাবতী প্রেসে"
এন্‌ কে বাগচী দ্বারা মুদ্রিত।

পন্থার" বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় ১৲ টাকা—মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১৷৵৹।
নগদ মূল্য ৵১০ দেড় আনা মাত্র।

নিয়মাবলী।

১। কলিকাতায় "পন্থার" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা, মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১৵০ আঠার আনা মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৴১০ দেড় আনা মাত্র। অগ্রিম মূল্য না পাইলে পন্থা পাঠান হয় না।

২। টাকা-কড়ি, পত্র, প্রবন্ধ, সমালোচনার জন্য পুস্তক ও বিনিময়ে সংবাদ ও মাসিকপত্রাদি নিম্ন ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইবেন। ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে টাকায় ৴০ আনা কমিশন লাগিবে।

৩। যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া না ঠিকানা পত্রে, পোষ্টকার্ডে অথবা মণি অর্ডারের কুপনে পরিস্কার করি আমার নিকট পাঠাইবেন।

৩৯।১ নং মস্‌জিদ্ বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। — শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত, প্রকাশক।

১। এখন হইতে যে মাসের "পন্থা" সেই মাসের মধ্যে কোন সময়ে প্রকাশিত হইবে। যদ্যপি কেহ পরের মাসের ৫ইযের মধ্যে পত্রিকা না পান তাহা হইলে আমাদিগকে জানাইবেন। তাহার পর আর আমরা দায়ী থাকিব না।

২। প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে আমরা ফেরত দিতে বাধ্য নহি।

৩। পত্রিকা না পাইলে অথবা পত্রিকা প্রাপ্তি সম্বন্ধে কোন প্রকার গোল যোগ ঘটিলে অমাকে কিম্বা প্রকাশককে পত্র লিখিয়া জানাইবেন।

শ্রীশরৎচন্দ্র দেব।—কার্য্যাধ্যক্ষ।
৩৯।১ নং মস্‌জিদবাড়ীষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পন্থায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের নিয়ম।

"পন্থায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে প্রতি পৃষ্ঠায় ৩৲ তিন টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠায় ২৲ দুই টাকা এবং সিকি পৃষ্ঠায় ১।০ এক টাকা চারি আনা লাগিবে। অধিক দিনের অথবা বরাবরের জন্য হইলে পত্র লিখিলে অথবা আমাদের কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইয়া থাকে।

ইংরাজিতে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে প্রতি পৃষ্ঠায় ৪৲ টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠায় ২॥০ টাকা এবং সিকি পৃষ্ঠায় ১॥০ টাকা লাগিবে।

শ্রীললিতমোহন মল্লিক।	শ্রীশরৎচন্দ্র দেব।
কার্য্যাধ্যক্ষ—বিজ্ঞাপন বিভাগ।	কার্য্যাধ্যক্ষ—সাধারণ বিভাগ।
২০ নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।	৩৯।১ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২য় ভাগ। } আশ্বিন, ও কার্ত্তিক ১৩০৫। { ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা।

বিশ্বের হৃদয়যন্ত্র।

প্রবন বহিছে আজি হেমন্ত সমীর।
ধীরে, আত্মীয়ের মত ফিরে চারিপাশ।
স্পর্শে তার কণ্টকিয়া উঠিছে শরীর;
হৃদয় ব্যাপিয়া ফেলে বিষাদ, উদাস।

অতি ক্ষীণ ক্রন্দনের স্বর যেন কাণে
পশিছে সমীরস্বরে; প্রতিধ্বনি তার
ধ্বনিছে পরাণে যেন; কোথা, কোন্ খানে
কাঁদিছে কে? কি ব্যথা বেজেছে বুকে কার?

আমারি হৃদয় একা সে স্বর-বিকল
নহে; হের, দেখ চেয়ে সমস্ত প্রকৃতি
শ্রীহীনা, মলিনমুখী, বিষণ্ণ, বিহ্বল।

মনে পড়ে যেন দূর অতীতের স্মৃতি ;
চোখে আসে জল, প্রাণে বল আসে টুটে'।
মিটে নাই যে পিপাসা তারি হাহাকার
মথিয়া জীবন মন উঠে যেন ফুটে'।
শূন্যতা ভরিয়া যেন উঠে চারি ধার।

জড় প্রকৃতির সনে মানবের মন
চির যুগ জন্ম ধরি এক ডোরে বাঁধা।
কেহ পর নয়, দোঁহে নিতান্ত আপন।
দোঁহার হৃদয় এক রাগিণীতে সাধা।

সুখে দুঃখে দুজনার নিত্য পাশাপাশি।
এক (ই) ব্যথা দুজনার বেজে ওঠে প্রাণে।
এক (ই) হর্ষে দুজনার ফুটে ওঠে হাসি।
চিরদিন চেয়ে দোঁহে দুজনার পানে।

কেগো সে, অলক্ষ্যে বসি' দুজনার প্রাণ
বাঁধি দিল এক সূত্রে মায়ামন্ত্র পড়ি ?
কোথা সে অমর যন্ত্রে রাগিণী মহান্‌
ধ্বনিয়া তুলিছে কেগো চিরকাল ধরি
নব নব সুরে ?

প্রাণে. তানে তালে তার,
নব নব জেগে ওঠে ভাব দুজনার।
কখনো গৌরবদৃপ্ত সুর, সে বীণার ;
উদ্বেলিত করুণার, কখনো আবার ;
কখনো আনন্দধ্বনি ; কখনো বিলাপ ;
বাজিছে সে মহা যন্ত্রে নিত্য নিশিদিন।

নহে ইহা কল্পনার অসার প্রলাপ ;
ওই বীণাস্বর স্তব্ধ হইবে যে দিন,

বাদনে হইয়া শ্রান্ত, (লক্ষ যুগ ধ'রে)
যেক্ষণ হ'বেন ক্ষান্ত বিশ্রামের লাগি'
বাদক ইহার, হ'বে নিমেষ ভিতরে
মুদ্রিত, মৃত্যুর কোলে ব্রহ্মাণ্ডের আঁখি !

শ্রীমতী মৃনালিনী ।

—•:():•—

মোহ-মুদ্গর ।

(শঙ্করাচার্য্য-কৃত)

(১)

মূঢ় জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাং কুরু তনুবুদ্ধে মনসি বিতৃষ্ণাম্ ।
যল্লভসে নিজকর্ম্মোপাত্তং বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তম্ ॥

অর্থ হেতু হাহাকার ছাড় মূঢ়মতি !
হাহাকার ছেড়ে দিলে মনে সুখ অতি ।
কর্ম্মফলে যাহা কিছু কর উপার্জ্জন,
তাহাতেই তুষ্ট হয়ে থাক সর্ব্বক্ষণ ।

(২)

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্ ।
পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ সর্ব্বত্রৈষা বিহিতা রীতিঃ ॥

অর্থই অনর্থমূল জানিও নিশ্চয়,
কভু কোন কিছু সুখ নাহি তায় রয় ।
পুত্র হইতেও ভয় রাখে ধনী জন,
ইহার অন্যথা কোথা না হয় কখন ।

(৩)

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াত স্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ ॥

প্রেয়সী তোমার কেবা, পুত্র কে তোমার,
দেখিছ না মনে ভেবে বিচিত্র সংসার!
তুমি কার কোথা হতে এসেছ হেথায়,
একবার মনে ভাই! ভাবিলে না তায়!

(৪)

মা কুরু ধনজনযৌবনগর্ব্বং হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বম্।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা॥

ধন-জন-যৌবনের গর্ব্ব কি কারণ,
দেখিতে দেখিতে কাল করিবে নিধন।
মায়াময় এ সংসার করিয়া বর্জ্জন,
একবার ব্রহ্মপদে সঁপে দাও মন!

(৫)

নলিনীদলগতজলমতিতরলং, তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্।
বিদ্ধি ব্যাধিব্যালগ্রস্তং লোকং শোকহতং চ সমস্তম্॥

পদ্মপত্রে বারি যথা করে ঢল ঢল,
সেরূপ জীবন জেনো সদাই চঞ্চল।
এ সংসারে হেন জন না রয় কখন,
রোগশোকে দগ্ধ নয় যার দেহ মন!

(৬)

তত্ত্বং চিন্তয় সততং চিত্তে পরিহর চিন্তাং নশ্বরবিত্তে।
ক্ষণমপি সজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা॥

বাবেক লইতে তত্ত্ব করহ ভাবনা;
দুদিনের তরে ধনে না কর কামনা।
সাধুসঙ্গে সহবাস ক্ষণকাল ধরি,
সংসার-সাগর পার করিবার তরী।

(৭)

অষ্টকুলাচলসপ্তসমুদ্রা ব্রহ্মপুরন্দরদিনকররুদ্রাঃ।
ন ত্বং নাহং নায়ং লোক স্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ॥

কিবা অষ্ট কুলাচল, কি সপ্ত সাগর,
কিবা ইন্দ্র, কিবা সূর্য্য, কিবা মহেশ্বর,
কিবা তুমি, কিবা আমি, কিবা এসংসার,
কিছু না রহিবে, তবে শোক কেন আর!

(৮)

যাবদ্বিত্তোপার্জ্জনশক্ত স্তাবন্নিজপরিবারো রক্তঃ
তদনু চ জরয়া জর্জ্জরদেহে বার্ত্তাং কোঽপি ন পৃচ্ছতি গেহে ॥

যতদিন শক্তি রয় অর্থ আনিবার,
ততদিন ভাল বাসে নিজ পরিবার ;
তার পর জরাজীর্ণ হলে পরে দেহ,
কোন কথা একবার জিজ্ঞাসে না কেহ !

(৯)

কামং ক্রোধং লোভং মোহং ত্যক্ত্বাত্মানং পশ্য হি কোঽহম্।
আত্মজ্ঞানবিহীনা মূঢ়া স্তে পচ্যন্তে নরকনিগূঢ়াঃ ॥

কাম ক্রোধ লোভ মোহ করিয়া বর্জ্জন,
"কে আমি" তাহার তত্ত্ব কর অন্বেষণ !
আত্মবোধ নাই যার সেই মূঢ়মতি
নরকে পচিয়া মরে ;—নাহি তার গতি।

(১০)

সুরমন্দিরতরুমূলনিবাসঃ শয্যা ভূতলমজিনং বাসঃ।
সর্ব্বপরিগ্রহভোগত্যাগঃ কস্য সুখং ন করোতি বিরাগঃ ॥

দেবালয়-তরুমূল সমাশ্রয় করি,
ভূতলে রচিয়া শয্যা, চর্ম্ম বস্ত্র পরি
সর্ব্বদ্রব্যে লোভ ছাড়ি বৈরাগ্য যে লয়,
বল কোথা তার সুখ কভু নাহি রয় !

(১১)

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্ত স্তরুণ স্তাবৎ তরুণীরক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবৎ চিন্তামগ্নঃ পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ ॥

বালক লইয়া খেলা সঁপে দেয় মন,
যুবা লয়ে যুবতীরে মত্ত অনুক্ষণ,
বৃদ্ধও লইয়া রয় চিন্তা শত শত,
হায় রে! পরম ব্রহ্মে কেহ নয় রত!

(১২)

শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ মা কুরু যত্নং বিগ্রহসন্ধৌ।
ভব সমচিত্তঃ সর্ব্বত্র ত্বং বাঞ্ছস্যচিরাদ্ যদি বিষ্ণুত্বম্॥

শত্রু মিত্র পুত্র কিম্বা আত্মীয় স্বজন,
কারো প্রতি হিংসা স্নেহ না রেখো কখন
সকলে সমান চক্ষে দেখিবে সদাই,
হরিপদ পেতে যদি ইচ্ছা থাকে ভাই!

(১৩)

যাবজ্জননং তাবন্মরণং তাবজ্জননীজঠরে শয়নম্।
ইতি সংসারে স্ফুটতরদোষঃ কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ॥

জন্ম হইলেই রয় নিশ্চয় মরণ,
জননী-জঠরে পুনঃ করিবে শয়ন!
সংসারে আসিতে হলে এই সব দুখ,
হায় রে মানব! তোর কিসে হবে সুখ!

(১৪)

দিনযামিন্যৌ সায়ং প্রাতঃ শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ॥

কিবা দিন, কিবা রাত্রি, সন্ধ্যা, কি প্রভাত
শিশির বসন্ত আদি করে যাতায়াত;
কাল সদা খেলা করে, আয়ু চলে যায়,
হায় তবু আশা রোগ ছাড়িতে না চায়!

(১৫)

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং দন্তবিহীনং যাতং তুণ্ডম্।
করধৃতকম্পিতশোভিতদণ্ডং তদপি ন মুঞ্চত্যাশাভাণ্ডম্॥

শরীর গলিল, চুল পাকিল মাথায়,
মুখেয়ো একটী দাঁত না রাখিল তায়,
হাতেয়ো কাঁপিছে যষ্টি দেখয়ে সদাই,
আশাভাণ্ড তবু খালি হলো না রে ভাই!

(১৬)

ত্বয়ি ময়ি চান্যত্রৈকো বিষ্ণু র্ব্যর্থং কুপ্যসি মষ্যসহিষ্ণুঃ।
সর্ব্বং পশ্যাত্মন্যাত্মানং সর্ব্বত্রোৎসৃজ ভেদজ্ঞানম্॥

কিবা তুমি, আমি, কিবা অন্যভূতগণে,
এক বিষ্ণু রন্, তবে ক্রোধ কি কারণে!
দেখহ সবার আত্মা [illegible] ঈশ্বর আত্মা,
ভেদজ্ঞান মনে যেন স্থান নাহি পায়!

(১৭)

ষোড়শপজ্ঝটিকাভিরশেষঃ শিষ্যাণাং কথিতোঽভ্যুপদেশঃ।
যেষাং নৈষঃ করোতি বিবেকং তেষাং কঃ কুরুতামতিরেকম॥

ষোলটী কবিতা লিখি দিনু শিষ্যগণে,
পাইবে অশেষ জ্ঞান বুঝে যদি মনে,
ইহাতেও না হইলে বৈরাগ্য সঞ্চার,
কিসে বা হইবে তবে, বুঝে উঠা ভার!

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে।

—:():—

অনন্ত।

সাধক যুবক এক নিদাঘ নিশায়,
নির্জ্জনে বসিয়া একা সৈকত-বেলায়;

প্রকৃতির মহাগানে, অনন্তের মহাধ্যানে
নিমগ্ন বিভোর প্রাণ স্তম্ভিত চিন্তায়,
দৃষ্টি ঊর্দ্ধে—অন্তরীক্ষে, না আছে ধরায়। ১

নিরব নিস্তব্ধ নিশি, নিরব অবনি,
নিরব জীব-কল্লোল, শুদ্ধ কল্লোলিনী,
ত্রিদিব-আলোক-দ্যুতি স্তিমিত নক্ষত্র পাঁতি,
ভাতি আর যেন শ্বেত অস্ফুট মলিনী,
পুলক স্ফুরিত-বক্ষে ধরেছে তটিনী! ২

বাহ্য দৃশ্যে প্রকৃতির গাম্ভীর্য্যে মহান্,
মহেক আকৃষ্ট শ্রেষ্ঠ মানব-সন্তান;
এ বাহ্য-জগৎ ত্যজি, অন্তর-জগতে মজি,
হয়েছে তন্ময় প্রাণ—নাহি আত্মজ্ঞান,
নাহি জ্ঞান স্থান-কাল—করে কিবা ধ্যান! ৩

সহসা সে শুদ্ধ হৃদে হইল বিকাশ—
বিদূরিয়া কুহেলিকা—আলোক উচ্ছ্বাস!
অনন্তের কি রহস্য, সুমহান্ সেই দৃশ্য,—
ক্ষণিক প্রভায় ক্ষণপ্রভার প্রকাশ—
অন্তরের অন্তঃস্থলে হ'ল সুবিকাশ! ৪

ব্যোম্ ব্যোম্ মহাশব্দে হইল বিদার,
দিক্ শূন্য মহাব্যোম শূন্য পারাবার;
হেরে যুবা শুদ্ধ-মতি, সৃষ্টির নিগূঢ় গতি,
সেই মহাকাশ-গর্ভে অনন্ত অপার,
পুরুষ-প্রকৃতি-লীলা অদ্ভুত ব্যাপার! ৫

কোটি কোটি শশী-সূর্য্য লাঞ্ছিত-কিরণে,
হেরিল জ্যোতি-মণ্ডল ভাতিছে কম্পনে;

সে আলো গোলক-মাঝে,   কি 'কারণ-সিন্ধু' রাজে!
নিদ্রিত সে মহাজলে অনন্ত-শয়নে,
চিন্ময়-পুরুষ মহা মহা-কালাসনে। ৬

সে পুরুষ নাভি-সবে ফুটেছে বিমল,
অযুত অরুণ-দীপ্ত লীলা-শতদল;
পরমা প্রকৃতি-মাতা,   সৃষ্টি-লয় লীলা-যুতা,
বসি সে কমল'পরে লীলায় চঞ্চল,
জগৎ-জননী-রূপে স্নেহে সুকোমল। ৭

তেজ জ্ঞান-প্রেম নেত্রে—দেবী ত্রিনয়নী,
শক্তি-ভাতি শোভে ভালে, শান্তি-স্বরূপিনী;
লীলা-বিলাসিনী সৌম্যা,   কভু সংহারিনী ভীমা,
মমতা-স্নেহ-করুণা- মহিমা-শালিনী,
আনন্দ-বিহ্বলা, সৌর জগত-মালিনী। ৮

অপরূপ সে রূপের লাবণ্য-প্রভায়,
প্রভাসিত-শশী সূর্য্য—জ্যোতি তারকায়;
ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য ময়ী,   কালময়ী জগন্ময়ী,
সৃষ্টি-স্থিতি প্রলযের কারণ লীলায়,
ফুটায়—ডুবায় সৌর-জগৎ হেলায়। ৯

ছুটিয়াছে মুক্ত-কেশ কাল-কলয়িত
অনন্ত অম্বরে শূন্য করি আবরিত;
কেশে কেশে শক্তি-মুখে,   জ্বলিছে আনন্দে সুখে,
সূর্য্য, মহা সূর্য্য কত, তারা অগণিত,—
বাঁধা কিবা প্রেম সূত্রে ঘুরে অবিরত! ১০

সেই প্রেম-শক্তি-কেন্দ্র করিয়া বেষ্টন,
ঘুরিছে পরিধিচক্রে অনন্ত ভুবন;

অনন্ত অনন্ত কোটি, জ্বলন্ত জগৎ ছুটি,
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড গর্ভ করি আন্দোলন,
ধায় মহাবেগে—পলে সহস্র যোজন ১১

হেরে যুবা কিবা দীপ্ত ভাস্কর-ভুবন !—
বেষ্টি সূর্য্যে—ব্যবধান অর্ব্বুদ যোজন—
ঘুরে বুধ-ভূমণ্ডল, হর্শেল, শুক্র, মঙ্গল,
বৃহস্পতি, নেপচুন, শনি গ্রহগণ,
সহ চন্দ্র ধূমকেতু বিচিত্র-দর্শন ।১২

হেন লক্ষ- কোটি-সৌর-জগৎ অদ্ভুত,
জ্বলদগ্নি মহাসূর্য্যে কতই অযুত,
করে নিত্য প্রদক্ষিণ, ভ্রমি কক্ষে অন্তহীন,—
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ কোটি যোজন বিস্তৃত,
অনন্তের অংশমাত্র করিয়া আবৃত। ১৩

জগতের পর পর কতই জগৎ,
কত চন্দ্র, কত গ্রহ সূর্য্য সুবৃহৎ,
মহা-কেন্দ্র বেড়ি ঘুরে, অনন্তেতে ক্রীড়া করে !
ছুটে কত উল্কা দীপ্ত ! ছায়াপথ কত—
দীপ্ত-অণু মরু কোটি-যোজন-বিস্তৃত ! ১৪

কত দীপ্ত ধূমকেতু অনল-উচ্ছ্বাস,
দিগন্ত-প্রসারী পুচ্ছে ব্যাপি মহাকাশ,
ছুটিছে অনন্ত কাল, অনন্ত-বক্ষে বিশাল,—
তড়িতের গতি সেই গতির আভাস,
কভু কোন গ্রহ-রাজ্যে কল্পান্তে প্রকাশ ! ১৫

হেরিল—স্তম্ভিত যুবা বিস্ময়-বিহ্বল,
কোটি কোটি মহা-সৌর-জগৎ-মণ্ডল,

ফুটিয়া অনন্ত বক্ষে, নিবিছে কভু অলক্ষে,
মহাকাল সিন্ধু গর্ভে তরঙ্গ চঞ্চল ;
সৃজন লয় রহস্য বিধান মঙ্গল । ১৬

পলকে পলকে সৃষ্টি, পলকে বিলয়,
এ 'অনন্ত' মহাঘোর রহস্য-নিলয় !
পলকে অণু-সমষ্টি, করিছে জগৎ সৃষ্টি ;—
পলকে পলকে রঙ্গে অনন্তে খেলায়,
পলকে নিয়তি চক্রে অনন্তে মিলায় ! ১৭

মহাকাল পারাবার অনন্ত ব্যাপিয়া,
অতীতের নাহি আদি—দেখায় হাসিয়া !
কাল-বক্ষে উর্ম্মি-মালা— কল্প-কল্পান্তের খেলা,
ধরিতে ভবিষ্য অন্ত চলেছে ছুটিয়া ;—
কোথা অন্ত ? হাসে কাল বিশ্ব আঁধারিয়া ! ১৮

সে অনন্ত কাল স্রোতে বুদ্‌বুদের মত,
ভাসি যায় কত সৌর-জগৎ নিয়ত !
অবিরাম সেই গতি, অদ্ভুত নিয়তি-নীতি,
ইচ্ছাময়ী প্রকৃতির লীলা-নিয়ন্ত্রিত !
বিরাট 'অনন্ত' মহা মহিমা-মণ্ডিত ! ১৯

আদি হীন অন্ত হীন 'অনন্ত' মহান্,
কল্পনা অতীত, জ্ঞানে নাহি পরিমাণ ;
অনন্ত-লীলা তরঙ্গে, অনন্ত প্রেমের রঙ্গে,
'অনন্ত' দাঁড়ায়ে গায় "অনন্তের" গান,—
জগতে জগতে ছুটে প্রতিধ্বনি তান । ২০

সহসা সচল বিশ্ব হইল অচল,
নিভিল সম্ভ্রমে যত জ্যোতিষ্ক-মণ্ডল !

আবর্ত্তিত অন্ধকার, গ্রাসিল বিশ্ব-সংসার,
পরিণত সে আঁধার অতি নিরমল,
পরমেশ হৃষিকেশে—কি প্রেম-বিহ্বল ! ২১

কোটি-রবি-জ্যোতি-ভাতি জলদ-বরণ,
প্রকটিত কি বিরাট-পুরুষ ভীষণ !!
ভীষণ অতি সুন্দর, অনন্ত হৃদি-কন্দর,
রঙ্গভূমি প্রকৃতির লীলা-নিকেতন,
জগন্মাতা বসি সৃষ্টি-স্বপন-মগন ! ২২

সে বিরাট-পুরুষের অনন্ত উদর—
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-গর্ভ অতি ঘোরতর !
সে সৌর-জগৎ যত, গ্রহ-তারা অগণিত,
আবর্ত্তিত সে উদরে—ঘুরে চরাচর !
হেরিয়া যুবক স্তব্ধ ত্রাসিত অন্তর ! ২৩

জলধি-কল্লোলে একি জয়-জয়-ধ্বনি
উথলিল সর্ব্বলোকে—কাঁপিল ধরণী !
গাহিলা অমর-গণ— "তুমি ব্রহ্ম নারায়ণ,
তুমি পিতা বিশ্বপতি, তুমিই জননী,
প্রণমি অনন্তদেব ! তোমায় প্রণমি ।" ২৪

বিশ্ব রূপে সে মহত্ত্ব হেরি প্রকটিত,
আপন ক্ষুদ্রত্বে যুবা হল সম্মোহিত ;
প্রণমিয়া মনে মনে, জগন্ময় নারায়ণে,
চিৎকারি—"অনন্তদেব !!" হল জ্ঞানহত ;
নদী-বক্ষে কি সুন্দর 'অনন্ত' বিম্বিত ! ২৫

শ্রীমহেন্দ্রনাথ মিত্র ।

গুপ্তবিদ্যালোচনী সভা।

ক্ষুদ্র মানবের পক্ষে ভগবানের বিচিত্র লীলা বোঝা ভার! তিনি কখন কাহার দ্বারায় কি অবস্থায় কি কার্য্য সাধন করেন, তাহা তিনিই জানেন রহস্য ভেদ করে, তুচ্ছ মনুষ্যবুদ্ধির কি সাধ্য?

বহু দিনের কথা। আত্মারাম স্বামী নামক খ্যাতনামা জনৈক পরিসন্ন্যাসী পবিভ্রমনকালে হিমালয়কন্দরে দৈবযোগে একদা মহাত্মার সন্দর্শন লাভ করেন। প্রাগুক্ত স্বামিজী গভীর য় ব্যথিত হইয়া দীর্ঘোচ্ছাস সহকারে আক্ষেপ করিয়া এই মর্ম্মে বলিতে লাগিলেন "আহা; হতভাগিনী ভারত মাতার ভাগ্য বড়ই মন্দ! সনাতন ভর্গবদ্ধর্ম্মের ও হিন্দু জাতির অদৃষ্ট ততোধিক মন্দ!! কালের কুটিল গতিতে ক্রমশঃ দিন দিন ধর্ম্মের অধঃপতন ও অধর্ম্মের অভ্যুদয় হওতঃ পাশ্চাত্য জগতের অনিবার্য্য পার্থিবসভ্যতা ভারতে প্রবেশ লাভ করিয়া জড়বাদ ও নাস্তিকতার সংঘর্ষণে সোনার ভূমি ছারে খারে যাইতেছে; সনাতন ধর্ম্মের নির্ম্মল জ্যোতিঃ ঘোর অমানিশার ঘনান্ধকারে মলিন হইয়া গিয়াছে। পৃথিবী শুদ্ধ নরনারী পরকাল ভুলিয়া ভগবানের প্রেম ভুলিয়া কেবল ঐহিক, ক্ষণভঙ্গুর ও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর পার্থিব সুখের মোহমরীচিকায় পতিত হইয়া অহঃরহঃ অবিশ্রান্তভাবে চতুর্দ্দিকে ছুটা ছুটি করিয়া বেড়াইতেছে, বিরাম নাই বিশ্রাম নাই, কেবলই ক্লেশ—কেবলই অশান্তি। অশান্তি!!অশান্তি!!!" জীবদুঃখে-কাতর স্বামীজিকে আশ্বাসিত করিয়া মহাত্মা বলিলেন, "কাল চক্র নেমি ভগবানের এক অলঙ্ঘ্য ও দুর্ভেদ্য নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া অবিরত ঘুরিতেছে, সেই নিয়মের বশে ব্যক্তিগত, সমাজিগত, জাতিগত, রাজ্যগত ও ধর্ম্মগত পরিবর্ত্তন অনবরত ঘটিতেছে, সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ, উন্নতির পর অবনতি, অবনতির পর উন্নতি, অভ্যুত্থানের পর অধোগতি, অধোগতির পর অভ্যুত্থান, বিপ্লবের পর শান্তি এবং শান্তির পর বিপ্লব ও অশান্তি ইত্যাকার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। ভারতের দুঃখনিশা অবসানপ্রায়, অচিরেই সুখসূর্য্য পূর্ব্বাকাশকে নবরাগে রঞ্জিত করিয়া সমুদিত হইবেন। জগতের নরনারীর

দুঃখ দুর্দ্দশা অবলোকন করিয়া হিমাদ্রি কন্দর স্থিত সিদ্ধাশ্রমবাসী বিশ্বপ্রেমিক সিদ্ধ মহাপুরুষমণ্ডলির আসন টলিয়াছে, জীবের নিদারুণ যন্ত্রণাভোগ আর তাঁহাদের সহ্য হইতেছে না। উক্ত মহাপুরুষদের মধ্যে দুইজন যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া অলক্ষিতভাবে ইউরোপীয় একজন রমণী ও একজন পুরুষের দ্বারা পাশ্চাত্য জড়বাদের করাল কবল হইতে সমাজকে রক্ষা করিয়া সনাতন ভগবদ্ধর্ম্ম ভারতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবেন। ত্রিকালজ্ঞ সি[illegible] হাদের বাক্যের কখনই স্খলন হয়না, অবিলম্বেই সেই ব্যাপারের আরম্ভ হইবে"। তৎপরে আত্মারাম স্বামিজী প্রসিদ্ধ জয়পুর রাজ্যে গমন করিয়া এই সংবাদ জনসমাজে প্রচার করেন।

রুষিয়া দেশ পুরাতন মহাদ্বীপের এবং মার্কিন মুলুক নূতন ম[illegible] অন্তর্গত ; উভয়ের মধ্যে অপার ও দুর্লঙ্ঘ্য মহাসাগর প্রশান্ত বক্ষ বিস্ফারিত স্ফীত করিয়া গম্ভীর ভাবে শায়িত আছেন। কি জানি কাঁহার খেলায় রুষিয়া দেশীয় একজনা রমণী মার্কিন দেশবাসী একজন পুরুষের সঙ্গে যুগপৎ মিলিত হন এবং সেই সময় হইতে তাঁহারা চিরদিনের মত পরস্পর অকৃত্রিম সৌহার্দ্দে আবদ্ধ হন। এই রমণী সুপ্রসিদ্ধা শ্রীমতী ব্ল্যাভাট্‌স্কি এবং পুরুষ তাঁহার সুহৃৎ মহোদয় কর্ণেল অল্‌কট্। ইঁহারা প্রথমে নিউইয়র্ক নগরে একটি সভাস্থাপন করেন। যাবতীয় ধর্ম্ম সকলের গূঢ় রহস্য অনুসন্ধান ও প্রচার করাই উক্ত সভার মুখ্য উদ্দেশ্য। উহাঁরা ঐ সভার নাম দেন থিওসফিক্যাল সোসাইটি।

আমাদের শাস্ত্রে কথিত আছে যে,—

"ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং"

শ্রীমতী ব্ল্যাভাট্‌স্কি বুঝাইলেন যে যাবতীয় ধর্ম্মের প্রকৃত রহস্য হিমালয়ে গুহাতে মহাপুরুষগণের কাছে নিহিত রহিয়াছে ; ধর্ম্মের প্রকৃত রহস্য মহাপুরুষগণের পরমা প্রিয়তমা গুপ্তবিদ্যা এবং এই বিদ্যালাভ ব্যতীত ধর্ম্মের মূল রহস্য কেহ বুঝিতে সক্ষম হন না। সকল ধর্ম্মের অভ্যন্তরে এক মহান্ সত্য কুজ্ঝটিকায় আবৃত সূর্য্যের ন্যায় প্রচ্ছন্ন ভাবে রহিয়াছে। কুজ্ঝটিকার স্তরের পর পারে না যাইলে ঐ জ্যোতিঃ সন্দর্শন হয় না। শ্রীমতী ব্ল্যাভাট্‌স্কি বুঝাইলেন যে প্রাগুক্ত গুপ্তবিদ্যাই জীবগণকে ঐ কুজ্ঝটিকার পারে লইবার এক মাত্র সোপান। এই গুপ্তবিদ্যা কি তাহারই আলোচনা থিওসফিক্যাল সোসাইটির

প্রধান লক্ষ্য। আমরা সেই জন্য বাঙ্গালা ভাষাতে থিওসফিক্যাল সোসাইটিকে গুপ্তবিদ্যালোচনী সভা বলিলাম। এই সভা নিউইয়র্কে স্থাপিত হইবার পর শ্রীমতী ব্ল্যাভাট্স্কি ও কর্ণেল অল্কট্ গুরুআদেশে আদিষ্ট হইয়া ভারতবর্ষে আসেন। উঁহারা প্রথমে বোম্বাই নগরে পরে মান্দ্রাজের সন্নিকটস্থ আদিয়ার নগরে সভার কেন্দ্রস্থল করিয়া ভারতের ও ইউরোপ ও আমেরিকার নানা শাখা বিস্তার করেন। এই দুই জনে মিলিয়া গুপ্তবিদ্যার যে আকর্ষণ করিয়া মানব ক্ষেত্রে পাতিত করিয়াছেন, সেই আলোক এখন বুঝিতেছেন তাঁহার হিন্দু ধর্ম্ম কি গভীর তত্ত্ব, পূর্ণ খ্রীষ্টিয়ান তাঁহার ধর্ম্ম কোথা হইতে আসিয়াছে এবং মুসলমান দেখিতেছেন , কলাম ও রহিম তন্ত্রের ক্রীঁ ক্লীঁ ও হ্রীঁ ও তাঁহার অল্লার নুর গায়ত্রীর উপাস্য বরনীয় ভর্গ একই কথা। বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে বিদ্বেষ· এই আলোকের প্রভাবে ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। ইহাই গুপ্ত বিদ্যালো নী সভার অতি সঙ্ক্ষিপ্ত ইতিহাস।

এক্ষণে ম ডাম ব্ল্যাভাট্স্কির জীবনের অতি সংক্ষিপ্ত গুটিকত কথা বলিব। ইহাঁর পূর্ব্ব নাম হেলেনা পেট্রবনা ব্ল্যাভাট্স্কি। ইনি রুষিয়া নিবাসী কর্ণেল পিটার হানের দুহিতা এবং লেফ্টেনাণ্ট জেনারল এলেক্সিস্ হানের পৌত্রী। এই হানদের বংশ জার্ম্মানি দেশের একটী সম্ভ্রান্ত বংশ ছিল ; ঘটনাচক্রে স্বীয় জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া রুষিয়া দেশে আসিয়া স্থায়ীরূপে বসতি করিতে লাগিলেন। মাতৃ মাতামহ পক্ষে তিনি হেলেন কেডির কন্যা,ও রুষিয়ার সর্ব্ব প্রধান বিচারালয়ের বিচারপতি এণ্ড্রু কেডি ও রাজকন্যা হেলেনা ডল্গোরোকীর দৌহিত্রী। এবং রুষিয়ার অন্তর্গত ত্ররিভান্ বিভাগের ভূতপূর্ব্ব সহকারী গবর্ণর এবং ষ্টেটসেক্রেটারি নাইছপোর ব্ল্যাভাট্স্কীর সহধর্ম্মিনী ছিলেন। স্বামী গোত্রে গোত্রিতা হইয়াই তিনি আমাদের নিকট মেডাম ব্ল্যাভাট্স্কী নামে পরিচিতা। বাল্যকাল হইতেই সময় সময় তাঁহাতে দৈবশক্তির আবেশ হইত। এক দিবস তাঁহার গুরুদেব সিদ্ধ দেহে তাঁহাকে দর্শন দিয়া হঠাৎ অন্তর্হিত হন ; তদবধি তিনি ঐহিক আমোদ প্রমোদে,সুখ স্বচ্ছন্দ্যে জলাঞ্জলি দিয়া, পরিবার পরিজনের, আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের স্নেহ পাশ ছিন্ন করিয়া স্বদেশের মায়া মমতা পরিত্যাগ করিয়া বহু পরিশ্রম, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত

গুরু দেবের অন্বেষণে অনেক দিন ভ্রমণ করিতে করিতে পরিশেষে ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হন ; এখানে হিমালয় প্রান্তে গুরুর সাক্ষাৎকার লাভ করতঃ গুপ্তবিদ্যা উপাসনায় দীক্ষিতা হন এবং সাধনমার্গের প্রধান অঙ্গ সাধন অর্থাৎ গুরু পদে আত্মনিবেদন করিয়া গুরুদেবের প্রসাদ লাভ করেন। তৎপর গুরু দেবের আদেশানুসারে তিনি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া অবশেষে মার্কিন মুলুকের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ নিউইয়র্ক নগরে উপস্থিত হন। অল্‌কটের সঙ্গে তাঁহার অপূর্ব্ব সম্মিলন হয়।

এই অল্‌কট্ সাহেব মার্কিন মুলুকে বিশেষ সুখ্যাতির স বিভাগে কর্ণেলের কার্য্য করিয়া পরে ব্যবহারজীবির কার্য্য আরম্ভ জনা খ্যাতনামা ব্যরিষ্টার ও গ্রন্থকর্ত্তা রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন সহিত মিলিত হওয়ার পর হইতেই অল্‌কট সাহেব তাঁহার যোগ অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া তাহাতে মুগ্ধ হন, এবং তদ উভয়ে ভ্রাত ভগিনীর ন্যায় অকৃত্রিম বন্ধুতাপাশে আবদ্ধ হন। কর্ণেল অল ট্ সাহেব ও পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পুণ্যফলের বলে সদ্‌গুরুর কৃপালাভ করিয়া দের কল্যাণ কামনায় কেবল সত্যের অনুরোধে মান সম্ভ্রম, খ্যাতি প্রতিপত্তি, ধন, জন, স্ত্রী, পুত্র, বন্ধুবান্ধবের মমতার প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাকরিয়া প্রকৃত ধর্ম্মবীরের ন্যায় ধর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। এবং শ্রীগুরুর আদেশে উভয়ে স্বদেশ পরিত্যাগ ক্রমে সন ১৮৭৯ সালে প্রকৃতির নন্দনকানন, ভগবান বাসুদেবের ক্রীড়াক্ষেত্র, পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এখানে প্রথমে রাজপুরুষ ও ভারতগবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নানারূপ বিঘ্ন বাধা প্রা হইয়াও, অসাধারণ সহিষ্ণুতা, কঠোর ত্যাগ স্বীকার, অসীম উৎসাহ ও অট বিশ্বাসের সহিত কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পাদন করিতেবদ্ধপরিকর হইলেন, হইয়া সর্ব্ব প্রথমে রাজপুরুষদিগের মুখপত্র ইংরাজি পাইওনিয়ার সংবাদ পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক সিনেট সাহেবকে স্বমতে আনয়ন করতঃ তাঁহাকে ভারতবাসীদের শত্রু হইতে মিত্ররূপে পরিণত করিলেন। ভারত গবর্ণমেণ্টের বিভাগ-নিচয়ের অন্যতম সেক্রেটরী বিখ্যাত হিউম সাহেবকে স্বদলে আনয়ন করিয়া ভারতবাসিদের উপকার সাধনে নিযুক্ত করিলেন ; সেই হিউম সাহেবই আজ স্বদেশীয় মহাসমিতির মুখপাত্র। মান্দ্রাজিকে গুপ্তবিদ্যালোচনী

সভার কেন্দ্র স্থান করিয়া বিবিধ গ্রন্থাদি প্রনয়ন করাতে তাঁহার অসীম ধীশক্তি ও অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া, তাহাতে সর্ব্ব ধর্ম্মের সমীচীন সমন্বয় ও গভীর গবেষণার পরিচয় পাইয়া দলে দলে বাঙ্গালা, বিহার উড়িষ্যা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও উত্তরপশ্চিমপ্রদেশীয় প্রকৃত ধর্ম্মপিপাসু, সত্যা... সম্ভ্রান্ত ও সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ চতুষ্টয়, অদ্বৈতবাদী ...বাদী এবং শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব প্রভৃতি বিবিধ ধর্ম্মমত ও সম্প্রদায় সন্তানেরা সনাতন ভগদ্ধর্ম্মের পুনরুত্থানের এই সুযোগ উপস্থিত ...বিয়া ক্রমশঃই তাহাতে যোগদিয়া তত্ত্বসমাজের পুষ্টিসাধন করিতে এবং ইউরোপবাসী খ্যাতনামা উচ্চবংশীয় এবং সমৃদ্ধিসম্পন্ন দলে দলে আসিয়া সম্মিলিত হইয়া নানা দেশে বহুতর শাখা ... করিতে লাগিলেন। খ্রীষ্টান ধর্ম্ম যাযকেরা দ্বি শতাব্দী যাবৎ ও প্রভূত পরিশ্রম করিয়া যাহা সম্পাদন করিয়া উঠিতে পারেন ...কজনা রুষ রমণীর প্রতিষ্ঠিত সমিতিতে, শিক্ষিত, শাস্ত্রাধ্যায়ী ও ... ...বংশীয় ব্রাহ্মণতনয়েরা যোগদান করিতেছেন দেখিয়া ক্ষুদ্রচেতা কতকগুলি পাদ্রির ঈর্ষানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল! এই বিশ্বব্যাপী ধর্ম্মা-ন্দোলন তাহাদের স্বার্থের ঘোর অন্তরায় হইয়া উঠিল দেখিয়া তাহারা নানারূপ কৌশল ও চক্রান্ত করিয়া শ্রীমতী ব্লেভেট্‌স্কীর বিরুদ্ধে অযথা কুৎসাও দুর্নাম রটাইতে প্রয়াস পাইয়া শেষে বিফলমনোরথ হইলেন। প্রত্যুত তত্ত্বসন্ধিৎসু, উদারচেতা অনেক জন পাদ্রী তত্ত্বসভায় যোগদান করাতে অন্যান্য পাদ্রীগণ অনন্যোপায় হইয়া রণে ভঙ্গ দিলেন। সত্যের দ্বার রোধ করিয়া রাখে কাহার সাধ্য? দ্বিতীয়তঃ তিনি অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে সভ্য জগতের নানা দেশে প্রচলিত বিবিধ ধর্ম্মের অপূর্ব্ব সমন্বয় করিয়া সনাতন আর্য্যধর্ম্মের মৌলিকত্ব প্রতিপাদন করিলেন। এইরূপ অতি মহৎ ও অতি দুরূহ ব্যাপার বর্ত্তমান সময়ে আর কাহার ও দ্বারা সম্পাদিত হয় নাই। প্রত্যেক ধর্ম্মের প্রামাণ্য ও মূল গ্রন্থাদি হইতে আবশ্যকীয় অংশ সমুদয় উদ্ধৃত করতঃ বিশেষ ক্ষমতা ও নিপুণতার সহিত তাহার ব্যাখ্যা এবং মন্তব্যপ্রকাশ করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সনাতন পুরাতন ঋষিদিগের ধর্ম্মই সর্ব্ব প্রাচীন ও বিশুদ্ধ। উক্ত ধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে পশ্চিম আসিয়ার অন্তর্গত কেল্‌ডিয়া দেশে, তথা

হইতে মিশরে, মিশর দেশ হইতে পেলেষ্টাইনে ইহুদীদের দেশে তৎপরে কাল সহকারে ক্রমে পারস্য ও আরব, চিন, তাতার, গ্রীস, রোম প্রভৃতি দেশে গিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। খ্রীষ্টীয় ও মুসলমান ধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভৃতি যাবতীয় ধর্ম্ম এই একই ধর্ম্ম হইতে উদ্ভূত হইয়া ক্রমে ক্রমে নানা দেশে নানা সমাজে বহু শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া আজও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এখন নানা ধর্ম্মে যে নানারূপ অসামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কেবল অবিদ্যাগ্রস্ত হইতে আধ্যাত্মিক ভাব বিলুপ্ত হওয়াতে তৎসহকারে ধর্ম্মের সার ভা গিয়া এখন ধর্ম্মের খোসা মাত্র অবশিষ্ট আছে, এই খোসা লইয়াই স ধর্ম্মে পরস্পর যত কিছু বিবাদ বিসম্বাদ হইতেছে।

গভীর চিন্তা ও আশ্চর্য্য যুক্তি দ্বারা তিনি এই সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন যে, শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। এক এক ধরিয়াছেন, সেই ধর্ম্মে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, প্রামাণ্য যে সমস্ত দুর্ব্বোধ্য তাহা হইতে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর তত্ত্বগুলি গ্রহণ করতঃ ত এমনই প্রাঞ্জল ভাবে ব্যাখ্যা ও তাহাদের ভ্রম প্রমাদ গুলি দর্শাই... যুক্তি কৌশলে ও ধীশক্তি বলে মৌলিক ধর্ম্মের সঙ্গে সমন্বয় করিয়া দিয়াছেন যে দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়! প্রত্যেক ধর্ম্ম তাঁহার সম্পূর্ণ আয়ত্বাধীন বলি বোধ হয়। প্রাঞ্জল বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাদ্বারা সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয়সম্পাদ অধুনাতন সময়ে এই প্রথম ব্যাপার।

বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, জন, শক্তি সামর্থ্যে পাশ্চাত্য ইউরোপীয় জাতিরেরা এখন সমগ্র পৃথিবীর অগ্রগণ্য, কেবল তাহারাই যেন চঞ্চলা লক্ষ্মীর অপাঙ্গ দৃষ্টিতে পতিত হইয়া তাহার ক্রোড়ে স্থান পাইয়াছে বলিয়া বোধ হয়! রাজ্য শাসন এবং ব্যবসায়বাণিজ্য তাহাদের এক চেটিয়া হইয়া আছে, সমস্ত জগত যেন আজ তাহাদের পার্থিব সভ্যতার মোহে মোহিত এবং তাহাদের শক্তির নিকট পরাজিত। কিন্তু হইলে কি হয়? তাহারা যে পরিমাণে এই ভৌতিক সভ্যতা, ঐহিক সুখস্বচ্ছন্দতা ও মানসম্ভ্রম বিষয়ে উন্নত তেম্নি আবার জড়বাদ ও নাস্তিকতার অতল জলে নিমজ্জিত। বড় বড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ তাঁহাদের মস্তিস্কপ্রসূত অপূর্ব্ব বিচারশক্তির বলে স্থির করিলেন, জগতে জড় ও জড়ের শক্তি ছাড়া পৃথক চেতন কিছু নাই, পরকাল নাই, ইহকালে

শারীরিক ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিচয়ের চরিতার্থতা সম্পাদন করাই সুখের চরম সীমা। স্থূলজগৎ ও স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু ব্যতীত অপর কোন সূক্ষ্ম পদার্থ নাই, কাজেই আত্মা, মন ও বুদ্ধির অস্তিত্ব তাহারা স্বীকার করিতে একেবারে নারাজ; মানেন কেবল স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়পদার্থ মাত্র তাহাকেও বলেন আবার নির্জ্জীব! এই নির্জ্জীব জড় পদার্থ ঘটনা বশতঃ কোন এক পরিমাণে ও মাত্রায় মিলিত হওয়াতে তাহাতে আপনা হইতেই শক্তির এবং সেই শক্তির প্রভাবে জড়পদার্থের আকস্মিক রসায়নিক সম্মিলনে গতের সৃষ্টি হইয়া পরে ক্রমোন্নতিতে তাহা স্থাবর জঙ্গমে, জঙ্গমাদি বানরে এবং বানর মানুষে পরিণত হইয়াছে। তবে যে, কেহ সুখী কেহ ধনী কেহ দীন, কেহ বুদ্ধিমান কেহ নির্ব্বোধ ইত্যাকার বিসদৃশ স্থা দৃষ্ট হয় তাহার কতক কারণ উপাদান সমিষ্টির অর্থাৎ যে নষ্টিতে দেহ গঠিত হয় তাহার পরিমাণের ব্যতিক্রম এবং অপর ণ জন্মদাতা পিতা মাতার দোষ। ধর্ম্ম আবার কি? পাপপুণ্য ইত্যাদি কবির কল্পনা মাত্র। নির্জ্জীব পরমানু সমষ্টির দৈবসংযোগে যেরূপ জীবন তাহাদের আকস্মিক বিয়োগে ও সেইরূপ মরণ। মরিলে পর পঞ্চভূতে পঞ্চভূত মিশিয়া যায় কিছুরই আর অস্তিত্ব থাকেনা ইত্যাদি ইত্যাদি। ইহাকেই বলে জড়বাদ বা দেহাত্মবাদ। ইহা নাস্তিকতা অপেক্ষা ও ভীষণ! যে সমাজের এইরূপ বিশ্বাস তাহার পরিণাম যে কি ভাবিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। ইউরোপ ও আমেরিকা আজ সসাগরা পৃথিবীর অধিশ্বরী; কাজেই এই জড়বাদ ও নাস্তিকতা জগদ্ব্যাপী হইয়া দাঁড়াইয়াছে; তাহার ফলে ধর্ম্মে অনাস্থা, অধর্ম্মে আস্থা হওত পাপের প্রবলবেগ বৃদ্ধি হওয়াতে তদানুষঙ্গিক দুঃখ দুর্দ্দশার দারুণকসাঘাতে আপামর নরনারী যন্ত্রনায় সকরুণ চীৎকার করিতেছে; কট মুখব্যাদানকারী এই সর্ব্বগ্রাসী ভীষণ রাক্ষস জড়বাদের সমূলে উচ্ছেদ সাধন করার জন্যই শ্রীমতী ব্লেভেট্‌স্‌কীর গুরুদেব তাহাতে বিশেষ শক্তির সঞ্চারণ করিয়া ধর্ম্ম জগতে নিয়োজিত করেন। পদার্থ বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, ন্যায়, গণিত, রসায়ন, জ্যোতিষ, জ্যামিতি, প্রত্নতত্ত্ব, ভূতত্ত্ববিদ্যা উদ্ভিদ-বিদ্যা ইত্যাদি যাবতীয় দুরূহ বিদ্যায় অপরিসীম পারদর্শিতার পরিচয় দিয়া তিনি অদ্ভুত পাণ্ডিত্য ও অকাট্য যুক্তি বলে ইংলণ্ড, জার্ম্মানি, ফরাশি করিয়া

আমেরিকা প্রভৃতি প্রধান প্রধান পাশ্চাত্য দেশবাসী জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতদের মত গুলি একে একে খণ্ডন করিয়া জড়বাদের ভ্রম ও অসরতা সপ্রমাণ করিলেন।

কালেব ভেরী বাজিয়া উঠিয়াছে, জগতে হুলস্থূল ব্যাপার পড়িয়া গিয়াছে, বুদ্ধিবিদ্যাভিমানী: ও কপটধর্ম্মাভিমানীদেব দর্পচূর্ণ হইয়া গিযাছে। াহার সতেজ ও সুতীক্ষ্ণ লেখনী প্রসূত বাক্যবাণের সন্ধানে এবং অসাধারণ ও তর্ককরবালের দারুণ প্রহাবে তাহাদেব বহুবায়াসলব্ধ সিদ্ধান্ত গুলি শত বিখণ্ড হইয়া গিয়াছে। বহুদিনের সঞ্চিত অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, ধ্বংস হইয়া যাওয়ায় মোহ নিদ্রায় অভিভূত জগতের নরনারীব ভাঙ্গিয়াছে।

গুপ্তবিদ্যার আন্দোলনে পাশ্চাত্য আধুনিক সভ্যজগতে নাস্তিকতার স্রোতবেগ প্রতিহত হইয়া যাওয়াতে বর্ত্তমান উশৃঙ্খলতার হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। জীর্ণশীর্ণ প্রাচীন হিন্দু হারাধন পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া নবজীবন লাভ করিয়াছেন; ব ভগবান শ্রীগৌবাঙ্গ মহাপ্রভুব তিবোভাবের পর ধর্ম্মজগতে পাপের প্রবল ঝঞ্ঝাবাতকে প্রশমিত করিয়া পুণ্যপ্রেমের এরূপ সুমন্দ মলয়সমীরণ আর প্রবাহিত হয় নাই, হয় নাই! এখন তত্ত্বসভাব প্রতিষ্ঠাতাদের প্রণিত গ্রন্থাদিপাঠে যে সমস্ত তত্ত্ব ও উপদেশাদি পাওযা যায, তন্মধ্যে সংক্ষেপে তাহার কয়েকটী মাত্র বলিয়া এই প্রবন্ধেব উপসংহাব কবিব।

(১) "সত্যাৎ নাস্তি পরোধর্ম্মঃ" অর্থাৎ সত্য হইতে আর ধর্ম্ম নাই, ইহাই গুপ্তবিদ্যার মূলমন্ত্র।

(২) গুপ্তবিদ্যা শ্রুতি, স্মৃতি, ও পুবাণাদিমূলক ধর্ম্মকে অভ্রান্ত বলিয়া এবং ওঁকারপ্রতিপাদ্য পরব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দস্বরূপ বলিয়া বিশ্বা কবেন। তিনিই একমাত্র সত্য তাহাব সত্তা উপলব্ধি করাই জীবের পরমার্থ তবে লোকবিশেষে ও অধিকারীভেদে সাধনপ্রণালির ইতর বিশেষ আছে।

(৩) গুপ্তবিদ্যা বলেন "ইংরোজি, বাঙ্গালা, আরবি, পারশি প্রভৃতি স্থূলশব্দাত্মক ভাষা সমূহ স্থূলজগতেব জিনিস। স্থূলজগত আমাদের দশেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য ইহা ব্যতীত আমাদের দশেন্দ্রিয়ের বহির্ভূত সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম-

তর ও সূক্ষ্মতম লোকাদি রহিয়াছে। সূক্ষ্মরাজ্যে নানাবর্ণাত্মক ভাষা, চিন্তার রাজ্যে চিন্তার ভাষা ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বুদ্ধিরাজ্যে ভাবের ভাষা রহিয়াছে; অধ্যাত্মিক ধর্ম্ম ভাবরাজ্যের জিনিস, ভগবৎপ্রেমের ভাবতরঙ্গে ও ভাবমদে মাতোয়ারা হও তখন স্থূলজগতের ভাষাপরস্পরের ইতরবিশেষত্ব নিয়া আর বেগ পাইতে হইবে না।

) গুপ্তবিদ্যা বলেন, "সাধনা স্থূলতঃ দুই ভাগে বিভক্ত, এক বহিরঙ্গা ন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা সাধন ব্যতীত অতি গুহ্য অন্তরঙ্গা সাধনে অধিকারী যায় না। ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, বুদ্ধি, বিদ্যা, সত্য ক্রোধ এই দশবিধ ধর্ম্ম বহিরঙ্গা সাধনার জিনিস। অন্তরঙ্গা সাধনার উপযোগী র পূর্ব্বে স্বার্থ ও অভিমান জন্মেরমত বিসর্জ্জন দিতে হয়। প্রচলিত দিতে যে সমস্ত উপদেশ পাওয়া যায় তাহাও বহিরঙ্গা সাধনার বস্তু, ঙ্গা সাধন গুরূপদেশ সাপেক্ষ।

৫) গুপ্তবিদ্যা বলেন, "আমাদের সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রীয়পুরাণেতিহা- ত রূপক ও উপন্যাস ব্যপদেশে সুগভীর, নিগূঢ় তত্ত্বগুলি সন্নিবেশিত আছে, তাহাদের মর্ম্মোদ্ঘাটন করার সাতটী ক্রম আছে, তদ্দ্বারা এক একটী তত্ত্বের সাত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা করা যায়, প্রত্যেক ব্যাখ্যাটীই প্রকৃত। ধর্ম্ম শাস্ত্রগুলি যেন সাততালা বাড়ী সব তালাই চাবি বন্ধ। চিন্ময়ী দেবী গুপ্তবিদ্যার হাতে সাতটি চাবি একটি রিং (Ring) এ ঝুলান আছে, এক একটি চাবি লইয়া যথা ক্রমে প্রথম হইতে সপ্তম তল পর্য্যন্তর দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া তবে ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রকৃত রহস্য বুঝিতে হয়। এখন এই চাবি গুলি পুনরুদ্ধৃত ও হস্তগত করিয়া শাস্ত্রভাণ্ডার হইতে রত্ন আহরণ করার সময় আসিয়া, উপস্থিত হইয়াছে।"

(৬) গুপ্তবিদ্যা বলেন, "ধর্ম্মপিপাসু শিষ্যের অধিকার ভেদে তদনুরূপ গুরুলাভ হইয়া থাকে; গুহ্যতত্ত্ব গুলি গুরুপরাম্পরাগত। ধর্ম্মজগতে অধিরোহন করিবার জন্য স্তরে স্তরে উপর্য্যোপরি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক কতকগুলি সোপনাবলি সজ্জিত রহিয়াছে। একে একে সেই সোপানশ্রেণী উত্তীর্ণ হইলে পর জন্মমৃত্যুর হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পরমপদলাভের অধিকারী হওয়া যায়, প্রত্যেক সোপানের গোড়ায় তদুপযোগী একজনা গুরু রহিয়াছেন, যিনি

যদনুরূপ উপযুক্ত হইবেন, তিনিই ক্রমশঃ এক একটী সোপান অতিক্রম করিয়া তদনুরূপ গুরুলাভ করিবেন।

(৭) ধর্ম্ম লইয়া কপটকা ও ভাওামি করিও না ধর্ম্মের ধ্বজা উড়াইয়া বৃথা আস্ফালন করিয়া লম্ফঝম্ফ দিও না। ঋষিদিগের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মসেতু অবলম্বন করিয়া চল নতুবা ভবসমুদ্রের অতল জলে ডুবিয়া প্রাণ হারাইবে।

(৮) যে তত্ত্বটী সত্য বলিয়া বিশ্বাস কর তাহা হৃদয়ে অনুভব করি- প্রত্যক্ষ করিতে এবং তাহা নিজের জীবনে কার্য্যে পরিণত তৎপর ও সচেষ্ট হও, শুক্তি সমুদ্রের জীব ; বড় ঝিনুক বিশেষ ; এই শুক্তি মুক্তাফলে ; কথিত আছে স্বাতি নক্ষত্রের বারিবিন্দু লাভের জন্য ত সর্ব্বদাই উদ্‌গ্রীব হইয়া হাঁ করিয়া থাকে, বারিবিন্দু মুখে পতিত হওয়া মাত্র বন্ধ করিয়া গভীর জলে ডুবিয়া যায়, কালে সেই বারিবিন্দু মুক্তারূপে পরি- হয় ; ঠিক্ সেই রূপ প্রত্যক্ষানুভূতি দ্বারা সত্যের উপলব্ধি কর।

(৯) গুপ্তবিদ্যা বলেন, আমাদের নিজের ও পরিবারের প্রতি, অ বর্গের ও জাতির এবং সমাজের প্রতি দেশের প্রতি, সমগ্র মানবজ প্রতি পশু পক্ষী কীট ও পতঙ্গের প্রতি এমন কি স্থাবর জঙ্গমাত্মক ... অপ্রাণী সমস্তের প্রতিই আমাদের কতক গুলি কর্ত্তব্য কর্ম্ম রহিয়াছে। চিত্ত-শুদ্ধিলাভ জন্য সেই সমস্ত কর্ত্তব্যকর্ম্ম সাধন প্রথম প্রয়োজন।

(১০) শাস্ত্র অনন্ত, জ্ঞাতব্য বিষয় ও অনেক আছে মনুষ্য অল্পায়ু, আর জীবনে বাধাবিঘ্নও অনেক তাই হংস যেমন সসলিল দুগ্ধ হইতে সলিল পরিত্যাগ করিয়া দুগ্ধ টুকু পান করে, সেইরূপ যে ভাষার সাহায্যেই হউক অপার শাস্ত্রসমুদ্র হইতে সত্যের সারভাগ গ্রহণ করিয়া তাহা হৃদয়ে উপলব্ধি কর। ভারবাহী বলীবর্দ্দ চন্দন কাষ্ঠের ভার বহন করিয়া লইয়া যায় বটে, কিন্তু তাহার সুগন্ধ টের পায় না। তাহার কেবল ভারবহনই সার হয়। তত্ত্বের প্রকৃত মর্ম্ম প্রাণেপ্রাণে অনুভব না করিয়া কেবল লৌকিক শাস্ত্রে মস্তিষ্ক-ভাণ্ডার পূর্ণ করিলে বলীর্দ্দবৎ ভার বহনই সার হয় মাত্র।

(১১) প্রকৃতির নিয়ম অলঙ্ঘ্য সেই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলার নামইত্ত পুণ্য এবং তাহা লঙ্ঘন করার নামই পাপ। ভগবানে কর্ম্মফল অর্পণ করতঃ নিষ্কাম ও নির্লিপ্ত ভাবে কর্ত্তব্যকর্ম্ম সাধন করিয়া সেই নিয়মরূপ পুণ্য-ভেলার আশ্রয়ে ভবসমুদ্রের পরপারে যাইবার চেষ্টা কর।

(১২) গুপ্তবিদ্যা বলেন, "কর্ম্মের গতি অপ্রতিহত, ফল অবশ্যম্ভাবী। যেমন উর্ব্বরা কর্ষিত ক্ষেত্রে ধান্যবীজ বপন করিলে ধান্য, এবং শরিষা বীজ পনে শরিষা উৎপন্ন হইয়া থাকে; সেইরূপ পূর্ব্বজন্মে কর্ম্মক্ষেত্রে পুণ্যের বীজ রোপন করিলে পরজীবনে সুখভোগ এবং পাপের বীজ রোপন করিলে দুঃখভোগ হইয়া থাকে, তাই ;—

(১৩) অশেষ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত, অটল বিশ্বাসের সাহায্যে দৈবকে নিহত করিয়া পুরুষকার কর। "দৈবে লাভ ও দৈবে অলাভ হয়," অর্ব্বাচীন কাপুরুষেরাই ইত্যাকার উক্তি করিয়া নিরপেক্ষ ভগবানে একদর্শিতা ও ক্ষপাতিত্ব দোষারোপ করিয়া থাকে।

(১৪) দয়ায় সমান ধর্ম্ম নাই, পরপোকার ব্রত উদ্‌যাপন কর, পরিণামে মানন্দ লাভের অধিকারী হইবে।

১৫। প্রকৃতি পুরুষকে ভাল বাসেন, এবং সেই ভালবাসার শক্তি হইতে জগতের সৃষ্টিস্থিতিলয় হইতেছে; গুপ্তবিদ্যা জীবকে সেই ভালবাসা ত বলেন এবং সেই ভালবাসা সর্ব্বজীবে ন্যাস করিয়া আপনাকে সর্ব্ব ভূতস্থ দেখিতে উপদেশ দেন। এই জন্য গুপ্তবিদ্যালোচনী সভার প্রথম কথা বিশ্বজনীন প্রেম চর্চ্চাকর।

১৬। মানুষের হৃদয় আছে, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গের হৃদয় আছে ইহা আমরা বুঝি কিন্তু গুপ্তবিদ্যা শিখান যে বৃক্ষ প্রস্তর, ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম, সূর্য্য চন্দ্র পৃথিবী গ্রহ নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কগণ সকলেরই হৃদয় আছে। বড় বড় গ্রহপিণ্ড হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুপর্য্যন্ত সকলেরই হৃদয় আছে এবং সকলেরই স্পন্দন (ধুক্ ধুক্) রহিয়াছে। জগতের যাবতীয় পদার্থের পরস্পরের মধ্যে প্রাণের আদানপ্রদান অহরহঃ চলিতেছে; অনন্তব্যাপী এই বিশ্বের অসংখ্য জীবের হৃদয়ভেদ করিয়া এই প্রাণের আদানপ্রদানের স্রোত অনন্ত কাল ধরিয়া চলিতেছে ও সঙ্গে সঙ্গে অনন্তব্যাপী ধ্বনি উঠিতেছে

ওঁ

ভগবান এই ধ্বনির সহিত নিজের অহংজ্ঞান মিলাইয়া দেবী গুপ্তবিদ্যাকে কোলে লইয়া জীবকে বুঝাইতেছেন, যে গুপ্তবিদ্যার জ্যোতিঃ হৃদয়ে ধরিয়া,

এই অনন্তব্যাপী ধ্বনি হৃদয়ে অনুভব করিয়া, সর্ব্বজীবে আত্মজ্ঞান ন্যস্ত করিয়া, তবে সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবানের কাছে যাইতে হয়। ওঁ

১৭। পরমাপ্রীতিস্বরূপা এই প্রাণের স্রোত জীব যখন হৃদয়ে অনুভব করেন তখনই তিনি ইহার উদ্ভব স্থিতি ও লয়ের রহস্য বুঝিতে পারেন। এক দুই তিন চারি পাঁচ ছয় সাত ; প্রীতির স্রোতের এই সপ্তপদী গমন যিনি বুঝেন তিনিই বুঝেন, তিনিই বুঝেন।

১৮। এই সৌরজগতে ৭টি গোলক অবলম্বনে, প্রাণের তরঙ্গ কেমন কুণ্ডলাকারে গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে চলিতেছে, এই স্রোতে ভাসমান জীবগণকে কেমনে গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে লইয়া যাইতেছে, গুপ্তবিদ্যা তাঁহার সাধকে ইহাই প্রথমে ধ্যান করিতে শিখান। তার পর ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের অর্থ দেহের মধ্যে এই প্রীতির স্রোত কেমন তালেতালে ৬টি পদ্মভেদ ক সপ্তম পদ্মে গমন করিয়া সাধককে ব্রহ্মানন্দ দান করে তাহা দেখাইয়াদেন।

১৯। ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু বরুণ, ইত্যাদি কত দেবদেবীর কথা হিন আছে ; জড়বিজ্ঞান উহাদের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চাননা কিন্তু গু সাধকের তৃতীয়নেত্র স্ফুরিত করিয়া দিব্যদৃষ্টিদান করিয়া দেখাইয়া দেন যে দেবদেবীরা আছেন ; তাঁহারা মনুষ্যের সঙ্গে কর্ম্মসূত্রে গাঁথা। মানবগণ যে সকল ইষ্টভোগসমূহ আস্বাদন করেন দেবগণ সেই সমস্ত ভোগের প্রদাতা। প্রতিদানস্বরূপ যজ্ঞদ্বারা দেবগণের তৃপ্তিসাধন করা মানবের কর্ত্তব্যকর্ম্ম।

২০। গুপ্তবিদ্যা নূতন বিদ্যা নহে* এই বিদ্যার বীজ মহাপুরুষগণ বহু প্রাচীন কাল হইতে হৃদয়ে ধরিয়া রহিয়াছেন উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইলেই তাঁহারা ঐ বীজ বপন করেন। শ্রীমতী ব্ল্যাভাট্‌স্কীর চিত্তক্ষেত্রে তাঁহার গুরু এই বীজ বপন করায় যে সজীব একটি বৃক্ষ জন্মিয়াছে উহাই গুপ্তবিদ্যালোচনী সভা। এই বৃক্ষের ফলভোগ যদি কেহ করিতে চান তবে ইহার মূলে জল সেচন করুন।

---

* তন্ত্রের ভাষায় এই গুপ্তবিদ্যার নাম শাম্ভবীবিদ্যা।

"যা পুনঃ শাম্ভবীবিদ্যা গুপ্তাকুলবধূরিব" তন্ত্র। গীতাতে উল্লিখিত রাজ গুহ্যবিদ্যাই এই গুপ্তবিদ্যা। হিন্দুর কাছে গুপ্তবিদ্যা নূতন পদার্থ নহে। সং

২১। মহাপুরুষমণ্ডলীবেষ্টিত, মহাগুরু মহাযোগী, মহাত্রাণ, মকারাত্মা মহেশ্বরের অঙ্কমধ্যস্থা জ্যোতির্ম্ময়ী রাজবিদ্যাকে মা মা মা বলিয়া ডাক, মার চরণে আত্মনিবেদন কর, দুঃখপীড়িতা পৃথিবী আবার সেই সত্যযুগের ন্যায় আনন্দে ভাসিবে।)

মা! কূপের ভেক হইয়া সমুদ্রের চর্চ্চা করা আর আমার পক্ষে তোমার কথা লিতে যাওয়া সমান কথা; তবে যে সময়টুকু তোমার উদ্দেশে কার্য্য করি ন মাত্র সেই সময় টুকু হৃদয়ে শান্তিলাভ করি, তাই খানিক ক্ষণ তোমার সমক্ষে ধ্যান করিয়া তোমার সম্বন্ধে যাহা মনে আসিল বলিলাম। যদি ন বলিয়া থাকি অপরাধ ক্ষমা করিও। ওঁ

শ্রীসুদর্শন দাস।

কর্ম্ম।

(পঞ্চম সংখ্যার ১৪৮ পৃষ্ঠার পর)

সন্ধ্যার পর স্বামীজির বৃক্ষমূলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দুইটী অশ্বথ মধ্যে একটি দীপ জ্বলিতেছে এবং স্বামীজি একখানি মৃগচর্ম্মে ন করিয়া রুদ্রাক্ষ মালা জপ করিতেছেন। বৃক্ষ দুইটির মূল ও আসনের যোগ করিলে একটি সমবাহু ত্রিভুজ হয়; দীপটি এই ত্রিভুজের ঠিক রহিয়াছে। স্বামীজি জপ করিতেছেন এবং অর্দ্ধস্তিমিত নয়ন দিয়া দরদর ধারা বহিতেছে, পাছে তাঁহার জপের বিঘ্ন হয় সেই জন্য আমি নিঃশব্দ পদসঞ্চালনে একটু দূরে গিয়া উপবেশন করিলাম। প্রায় আধঘণ্টা বাদে স্বামীজি ভূমিতে সষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া পুনরায় আসনে উঠিবা বসিলেন। আমি তখন নিকটে গিয়া উপস্থিত হইবা মাত্রই "আরে অনন্ত তোকে অনেক দিন দেখি নাই, বসো" এই বলিয়া একখানি কুশাসনে বসিতে দিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম এত ক্ষণ কি হচ্ছিল স্বামীজি?

স্বামীজি। আরে ভাই ঘর পরিষ্কার করিতেছিলাম আমার দুঃখের কথা আর তোরে কি বলিব বড় মানুষের মেয়ে কেহ যেন বিবাহ না করে বড় জ্বালা বড় জ্বালা, তোর শ্বশুর কি বড় বড়মানুষ?

স্বামীজি যেন বহুরূপী। এতক্ষণ তাঁহার যে প্রসান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিতে ছিলাম এখন মুখের সে ভাব আর নাই; মুখে তখন রহস্য স্থিরতার ভাব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম কেন স্বামীজি, তোমার স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ হইয়াছে নাকি?

স্বামীজি। আরে ভাই স্ত্রীর সঙ্গে নয়; শ্বশুরের সঙ্গে। আমি আমার স্ত্রীকে আনিতে গিয়াছিলাম কিন্তু শ্বশুর বলেন যে তোমার ঘর বড় অপরিষ্ক আমি সেখানে মেয়ে পাঠাইতে পারিবনা; শ্বশুর বলেন যে আগে পরিষ্কার কর তবে মেয়ে পাঠাইব। বড় মানুষের মেয়ে বিবাহ করা ... রে ভাই বড় যন্ত্রণা।

আমি। তোমার শ্বশুর কে তা'ত শুনি নাই; তিনি কি বড় বড়লো

স্বামীজি। বড় বলে বড়; খুব বড খুব বড়; তাঁর চেয়ে বড় আ... বৃহত্বাৎ ব্রহ্ম গীয়তে। আমার শ্বশুরের নাম পূর্ণব্রহ্ম। শাশুড়ির হৃদয় কুসুম। পূর্ণ ব্রহ্মের তেজ হৃদয় কুসুমে পতিত হইয়া ভক্তিনীরদা দেবীর জন্ম হয়। এই দেবীই আমার গৃহধর্ম্মিনী। আমার ঘর ও ... হবে না, শ্বশুর ও তাঁরে পাঠাবেন না। এই বারে শ্বশুরের কাছে আত্মহত্যা হব দেখি তিনি কি করেন?

আমি। স্বামীজি তোমার শ্বশুরের কাছে আমাকে পাঠাইতে তাহলে আমি না হয় গিয়া তোমার জন্য কিছু সুপারিশ করি? না পাঠাতে ভয় করে পাছে তোমার স্ত্রীর রূপ দেখে ভুলে যাই।

স্বামীজি। না সে ভয় নাই; আমার শ্বশুরের একটি মেয়ত নয় তাঁহার সকল মেয়েরই নাম ভক্তি। তুমি যদি বড় ঘরে বিবাহ করিতে রাজী হও তবে আমি না হয় ঘটকালী করিতে পারি।

আমি। মেয়ের রূপ আগে দেখাও পছন্দ যদি হয় তবেত বিবাহের প্রস্তাব।

স্বামীজি। রূপের কথা আর কি বলিব; জ্যোতির্ম্ময়ী জ্যোতির্ম্ময়ী! সে শরীর রক্তমাংসের শরীর নহে সৌর জ্যোতিতে গঠিত সে শরীর। কিন্তু চন্দ্রকোটিসুশীতল। দেখ এখনও ঘটকালী করিব কিনা?

আমি। তুমি যে জ্বালার কথা বলিতেছ ঐ শুনেই যে ভয় পায়। আমার

ও বাড়ী বড় অপরিষ্কার কেমন করে যে পরিষ্কার করিতে হয় তাহাও জাননা তবে আর বিবাহ করে কি করিব ; স্ত্রীকে ত আর পাঠাইবেনা ; স্ত্রী লইয়া ঘর করিতে পাইব না তবে আর বিবাহ করে কি হবে ?

স্বামীজি। ঘর কি করে পরিষ্কার করিতে হয় তাহা শাশুড়ী বলে দেবেন এখন।

আমি। ঘর পরিষ্কারের পন্থাটা কি তুমি জেনেছ বল না।

স্বামীজি। হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে মা বলে ডেকে সন্তুষ্ট কর, তিনি তোমায় হৃদকুম্ভ বিষ্ণুপাদক্ষরিত পবিত্র বারিতে পূর্ণ করিয়া দিবেন তুমি সেই জলে মানসভবন ধৌত করিলেই সকল মলা পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

আমি। স্বামীজি তুমিত এই পন্থা জান তবে কেন ঘর পরিষ্কার করিয়া স্ত্রীকে আননা। তবে কেন বলিতেছ যে বড় জ্বালা বড় যন্ত্রণা ?

স্বামীজি। ঐ 'মা' বলে ডাকিতে যে এখন ও শিখি নাই ; স্ত্রীলোক রমণী নহে স্ত্রীলোক মাত্রেই জননী এই জ্ঞান যখন হবে তখন 'মা' বলা কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিব , 'মা' মন্ত্র তখন চৈতন্যলাভ করিবে, তখন 'মা' বলে যাহাকেই ডাকিব তাঁহাতেই হৃদয়ের দেবীর আবির্ভাব দেখিতে পাইব ; তখন হৃদ্‌পদ্মাধিষ্ঠিতা দেবীর কৃপাদৃষ্টি লাভ করিতে পারিব ; তার পূর্ব্বে যে 'মা' আমার দেখা দেন না। তাই ভাই 'মা' বলি আর কাঁদি। তোমরা মা বল আর কাঁদ। অনন্ত, আমার বুকটার ভিতর কেমন করিয়া উঠিল ; আমি একটু শুই তুমি আমার বুকে হাত দিয়া বোস।

স্বামীজি তাহার আসনে শুইলেন আমি তাঁহার বুকে হাত দিয়া রহিলাম ; স্বামীজি গান ধরিলেন।

হৃদয় চাহিছে তোমারে জননী
এযাতনা কত সহিব আর
ডাকিতেছি তোরে মা মা বলিয়ে
নাশিবে না কিগো দুঃখেরি ভার।

স্বামীজির গানের 'মা' 'মা, ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে ঠিক সে দিনের মত, আমার হৃদয় হইতে একটি তড়িৎস্রোত বাহির হইয়া হাতের ভিতর দিয়া স্বামীজির হৃদয়ে প্রবেশ করিল ; সেই সেই দিনকার মত রাঙ্গা টুকু টুকে ছোট একখানি পা স্বামীজির হৃদয় মধ্যে দেখিলাম , আমিও গাহিলাম

হৃদয় চাহিছে তোমারে জননী
এযাতনা কত সহিব আর
ডাকিতেছি তোরে মা মা বলিয়ে
নাশিবে না কিগো দুঃখেরি ভার।

স্বামীজি উঠিয়া বসিলেন এবং আমাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন বড় সুন্দর বড় সুন্দর ফের গাহ। উভয়ে সমস্বরে খানিক ক্ষণ গানটি গাহার পর, উভয়েরই হৃদয় মধ্যে ঐ রাঙ্গা পা দেখিতে পাইলাম; এবারে আরও দেখিলাম যে একটি চক্রের মধ্যে ত্রিকোণ এবং উহার মধ্যে ঐ পাদ। ঐ পা হইতে একটি মধুর ধ্বনি উঠিতেছে; প্রথমে বোধ হইল যেমন ভ্রমর গুঞ্জন কিন্তু তারপর স্বরে বুঝিতে পারিলাম যে মধুর প্রণব ধ্বনি ঐ গানের ভিতর থেকে উঠিতেছে। আনন্দে বিভোর হইয়া কিছুক্ষণ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলাম; মিনিট পাঁচসাত বাদে চেতনা হইল তখন দেখিলাম স্বামীজি তাঁহার কমণ্ডলুর জল আমার মুখে দিতেছেন আমি স্বামীজির কোলে মাথা দিয়া শুইয়া আছি। তখনও যেন একটা কি ঘোর রহিয়াছে, বোধ হইতেছে যে স্বামীজির দেহে আমার মা আসিয়া আমাকে দুধ খাওয়াইতেছেন। এমন বিমল আনন্দ জীবনে কখনও ভোগ করি নাই। স্বামীজি বলিলেন ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ আমি উঠিয়া বসিলাম।

আমি বলিলাম স্বামীজি তুমি আমার গুরু। তোমার ও আমার হৃদয় মধ্যে যে দুইখানি পা দেখিয়াছি উহা তোমারই প্রসাদে, ঐ চরণের ভিতর হইতে, যে মধুর প্রণব ধ্বনি শুনিয়াছি উহা আমার কর্ণে এখন ও বাজিতেছে, স্বামীজি তোমাকে নমস্কার।

স্বামীজি। দূর মূর্খ আমি তোমার গুরু কেন হব; তোমার গুরু কে তবে শুন; তোমার ও যে গুরু আমার ও সেই গুরু এবং তোমার স্ত্রীরও সেই গুরু। এই গুরুর শক্তি ত্রিপাদ; তাঁহারই কৃপাতে তুমি আমাদের উভয়ের হৃদয় মধ্যে দেবীর দুইখানি চরণ দেখিয়াছ আর একখানি চরণ তোমার স্ত্রীর হৃদয়ে পড়িয়াছে। পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম অনুসারে আমরা তিনজনই গুরুর একটি চক্রমধ্যস্থ হইয়া আছি। আমাদের গুরুর নাম ওঁ। ওঁকারের খেলা যখন যা হয় সমস্তই তিনটি হৃদয়ের ভিতর দিয়া

হইয়া থাকে। তিনটি হৃদয়ের ভিতর দিয়া যে প্রীতির স্রোত বহে উহাই ওঁকারের স্রোত। এই ওঁকারের রহস্য যিনি বুঝেন তিনি পুরুষ, তিনিই গুরু। আমরা তিনজন তিনজনের মধ্যে শক্তির ত্রিপাদ এই ছয় এবং এই উভয়ের স্বামী যিনি গুরু এই সাতের রহস্য বুঝিলেই কর্ম্ম ও কারকের রহস্য বুঝিতে পরিবে।

ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি ভেদে গুরুর শক্তি ত্রিবিধ। আমি তুমি তোমার স্ত্রী এই তিন জনে আমাদের গুরুর একটি চক্রে বেষ্টিত আছি। এই তিন জনের মধ্যে আমার হৃদয়ে শক্তির যে পদ দেখিয়াছ উহা জ্ঞানময়ী, তোমাতে যে পদ পড়িয়াছে উহা ইচ্ছাময়ী এবং তোমার স্ত্রীতে যে পদ পড়িয়াছে প্রাণময়ী বা প্রেমময়ী অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তিময়ী। বিশ্বপ্রাণের অধিষ্ঠাত্রী [illegible] উদ্দেশে আমি যখন 'মা' মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছিলাম তোমার হৃদয় [illegible] একটি প্রীতির স্রোত আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে ইহা তুমি অনুভব করিয়াছ; এই যে ছোট একটী ঘটনা ইহাই অবলম্বনে শক্তি রহস্য চিন্তা কর শক্তির উদ্ভব স্থিতি ও লয় বুঝিয়া পরমা প্রীতি স্বরূপা ওঁকারময়ী দেবী প্রকৃতিকে জানিতে পারিবে; তখন এই প্রকৃতির স্বামী পুরুষকে বুঝিতে পারিবে; এই পুরুষই আমাদের গুরু। জ্ঞানপ্রার্থী হইয়া যে পুরুষ ইহার শরণাগত হন, ইনি তাঁহাকে একটী স্ত্রী ও একটী সন্ন্যাসীর সঙ্গে বাঁধিয়া একটি চক্রদ্বারা ঘেরিয়া চক্রটি ঘুরাইয়া দেন এবং ঐ চক্রের কেন্দ্র স্থলে নিজে বিন্দুরূপধারী হইয়া আসীন হন। প্রকৃতির স্বামী ভগবান জগৎ গুরুকে পূর্ব্বোক্ত ভাবে সমীপে আসীন চিন্তা করাই উপাসনা। উপ উপসর্গের অর্থ সমীপে, এবং উপাসনা কথার অর্থ সমীপে আসীন হওয়া।

আমি আজি জগজ্জননীর উদ্দেশে মা মা বলিয়া ডাকাতে একটী প্রীতি স্রোত তোমার হৃদয় হইতে নিসৃত হইয়া আমার হৃদয়ে পতিত হইয়াছে। তোমার স্ত্রীর হৃদয় হইতে সতীতেজরূপ যে প্রীতি পদার্থ গ্রহণ করিয়া হৃদয়ে সঞ্চিত রাখিয়াছিলে উহাই আজি আমার হৃদয়ে পতিত হইয়াছে। গুরুদেব এই তিনটী হৃদয়ের মধ্য দিয়া একটী শক্তি প্রবাহিত করিয়াছেন। আমার অন্তরে জ্ঞানবীজ বিদ্যমান আছে উহারই স্ফুরণ এই ক্রিয়া দ্বারা সাধিত হইবে।

আজি যে তেজ আমার হৃদয়ে পতিত হইয়াছে দেখিয়াছ উহাই আমার হৃদয়ের গর্ভসঞ্চার করিয়াছে ; আমি এখন যাহা প্রসব করিতেছি অর্থাৎ যে বাক্য গুলি বাহিরে প্রকাশ করিতেছি উহা আমাদের সন্তান। এই বাক্যগুলির শক্তি যেখান হইতে উদ্ভূত হইয়াছে আবার সেই খানেই লয় হইবে। 'মা' এইকথার মধ্যে যে ভাবটী আছে উহাই আমার কথা গুলির শক্তি। আমার উচ্চারিত 'মা' শব্দ তোমার স্ত্রীর হৃদয় যখন গ্রহণ করিবেন তখন, তিনি ও তুমি ও আমি তিন জনেই বুঝিতে পারিব যে সেই হৃদয় জগজ্জননীর হৃদয় ; সেই হৃদয়ের বিস্তার অনন্ত সমুদ্রের ন্যায়। অনন্ত আকাশের ন্যায় সেই হৃদয়কে তুমি তখন সর্ব্বজীবেব হৃদয় বলিয়া বুঝিতে পারিবে ; আমার হৃদয় তোমার হৃদয় এবং তাঁহার হৃদয় এই ভেদজ্ঞান এখন তোমার রহিয়াছে তখন সেই ভেদজ্ঞান তোমার । যাইবে। এই অনন্ত বিস্তৃত হৃদয় ক্ষেত্রেব নাম ব্রহ্মযোনি বা ও এই ব্রহ্মযোনিজ্ঞান যখন তুমি লাভ করিবে তখন তুমি বুঝিতে পারি যে এই জগতে যে সৃষ্টি স্থিতি লয়ের ক্রিয়া চলিতেছে, এই ব্রহ্মযোনিই উহার মূল ; ইনিই সমস্ত জগদাধার, ইনিই জগৎ প্রসবিতা ; তুমি কিছু নহ তুমি কিছু নহ। ওঁ শব্দের যে স্রোত অনন্তশান্ত সমুদ্রে লয় হইতেছে উহাই সৎ উহাই সৎ ওঁ তৎসৎ। এই ব্রহ্মযোনির অধিষ্ঠাতা চৈতন্যই আমাদের গুরু ; ইহাঁরই নাম শিব। ওঁ নমঃ শিবায়, ওঁ নমঃ শিবায়, ওঁ নমঃ শিবায়। এই শিব বেদান্ত প্রতিপাদ্য তুরীয় ব্রহ্ম। তুরীয় কথাটির অর্থ চতুর্থ। এখন শিবকে চতুর্থ বলা হয় কেন বোঝ। তুমি, আমি ও তোমার স্ত্রীর হৃদয় দিয়া একটি প্রাণের স্রোত প্রবাহিত হওয়ায় এই তিনটি মিলিয়া একটি দেহ হইয়াছে বুঝিতে হইবে ; ইহা আমাদের গুরুর প্রথমপাদ ; যে শক্তি ইচ্ছা, ক্রিয়া, ও জ্ঞান শক্তিভেদে ত্রিধা বিভক্ত হইয়া এই তিন জনের হৃদয়ের দেবী স্বরূপে রহিয়াছেন সেই শক্তি আমাদের গুরুব দ্বিতীয় পাদ ; কারণস্বরূপা ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা রূপা শান্তানন্দরূপা যাঁহাতে এই শক্তি লয় হয় সেই অব্যক্ত ভাব, আমাদের গুরুর তৃতীয় পাদ এবং ইহা ছাড়া আর এক অনির্ব্বচনীয় অব্যক্ত ভাব যাহা নিত্য সর্ব্বগত, চৈতন্যস্বরূপ তিনি গুরুর চতুর্থপাদ বা পরমপাদ। গুরুব এই চতুর্থ পাদই শিবশব্দবাচ্য।

এই শিবকে 'আমাদের গুরু' 'আমাদের গুরু' বলিতেছি তিনি কি অন্যের গুরু নহেন? তিনি জগতের গুরু, কিন্তু ভাই তুমি জান না কিন্তু আমি জানি যে গুরুদেব আমাদের তিন জনকে একটি ত্রিভুজ ক্ষেত্রের তিন কোণে বসাইয়া একটি বৃত্তের গণ্ডি দিয়া বলিয়া দিয়াছেন এই গণ্ডির বাহিরে যাইবে না। অন্তর্জগতে প্রবেশ করিয়া গুরুর এই বাক্য যাহা শুনিয়াছি উহার অর্থ এই বুঝি যে এখন আমাদের চিন্তা এই তিনেতেই আবদ্ধ রাখিতে হইবে। এখন তুরীয় শিবকে আমাদেরই তিন জনের গুরু বলিয়া বুঝি এস তাহার পর প্রকৃতিসন্দর্শন লাভ হইলে তিনি যে জগতগুরু উহা বুঝিতে পারিব।

আমাদের তিন জনের যে একটি দেহ হইয়াছে উহার ভিতর দিয়া বেদান্তদর্শন বুঝি এস। আমাদের তিন জনের এই যে একটী দেহ ইহা আমাদের গুরুর স্থূল শরীর, ইচ্ছা ক্রিয়া ও জ্ঞান শক্তি মিলিত শরীর তাঁহার সূক্ষ্ম শরীর এবং ত্রিকোণরূপা প্রকৃতি দেবী তাঁহার কারণশরীর আর তিনিই আমি, তুমি ও তিনি। ওঁ হরি ওঁ ওঁ হরি ওঁ ওঁ হরি ওঁ। জগতে আমি ছাড়া যে আর কিছুই নাই ওঁ হরি ওঁ ওঁ হরি ওঁ ওঁ হরি ওঁ।

বেদান্তের পঞ্চকোষের কথা এইবারে বলি শুন; স্থূল দেহের নাম অন্নময় কোষ; ক্রিয়া শক্তির আধারের নাম প্রাণময় কোষ, ইচ্ছা শক্তির আধারের নাম মনোময় কোষ, জ্ঞান শক্তির আধারের নাম বিজ্ঞানময় কোষ, এবং কারণ শরীর বা আত্মযোনির নাম আনন্দময় কোষ।

বেদান্তদর্শনে বিজ্ঞানময় কোষকে কর্ত্তা, প্রাণময়কোষকে কর্ম্ম এবং মনোময় কোষকে করণ বলিয়াছেন। এই তিন জন কোন্ ক্রিয়ার কর্ত্তা কর্ম্ম ও করণ তাহা বুঝ। দেহে অধিষ্ঠিত বিজ্ঞানময় কোষ, পরিস্ফুট হইবার জন্য প্রাণ চাহে মনোময় কোষ উহা সংগ্রহ করিয়া দেয়। ঠিক যেমন স্ত্রী গর্ভস্থ অণ্ড, পরিস্ফুট হইবার জন্য প্রাণ চাহে এবং কাম উহা সংগ্রহ করিয়া দেয়। আমার ভিতর শক্তির জ্ঞানময়ী পাদ পড়িয়াছে, আমি বিজ্ঞানময় কোষাধিষ্ঠিত হইয়াছি। এই দেহের মধ্যে আমি যেন একটী অণ্ড স্বরূপ; আমি ফুটীতে চাই। আমি একটী ছোট অণ্ডস্বরূপ এই ভাবটী যখন ঠিক ধরিতে পারি তখন আমার এই স্থূল দেহের ভাব আর মনে থাকে না; তখন আমি দেখি যে

আমি একটী গর্ত্তের মধ্যে সুনীল গর্ত্তোদকবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছি এবং 'মা মা মা' বলিয়া ডাকিতেছি এবং ঐ মা শব্দের প্রতিধ্বনি ওঁ ওঁ ওঁ শব্দ শুনিতেছি. আমি যখন আপনাকে মাতৃগর্ত্তস্থ মনে করি তখন মার হৃদয় মধ্যে সূর্য্যস্বরূপ তেজ একটী দেখিতে পাই এবং সূর্য্যের মধ্যে একটী শান্ত সুশীতল নবনীরদ-শ্যাম দীপশিখা দেখিতে পাই। এই দীপশিখা অচেতন দীপশিখার ন্যায় নহে, উহা চিন্ময়ী ; আমি যে মা বলে ডাকি তিনি উহা শুনেন। অনন্ত তোমার স্ত্রী আমার মা ; আমি তাঁহারই হৃদয় মধ্যে ঐ শান্ত সুশীতল শ্যাম বর্ণাভা দেবীকে দেখিতে পাই আমি তাঁহারই গর্ত্তস্থ অণ্ড। এই অণ্ড আপনার পোষণ জন্য প্রাণ চাহে ; এই অণ্ড এই প্রাণগ্রহণ ক্রিয়ার কর্ত্তা কারক ; প্রাণ কর্ম্মকারক। এই বিন্দুরূপী বিজ্ঞানময়কোষ কি প্রণালীতে কোথা হইতে প্রাণ গ্রহণ করে তাহা বুঝিবার জন্য মৈথুনতত্ত্ব চিন্তা কর। স্ত্রী গর্ত্তে অণ্ড যে প্রণালীতে পুষ্ট হয় ঠিক সেই প্রণালীতে এই বিন্দুর পোষ হইয়া থাকে। স্ত্রী গর্ত্তস্থ অণ্ডের হৃদয়, পিতার হৃদয় ও মাতার হৃদয় এই তি হৃদয়ের ভিতর দিয়া ওঁকারের স্রোত প্রবাহিত হইয়া গর্ত্তস্থ অণ্ডের পোষণ . (গর্ত্তাবস্থার সংস্কৃত একটি নাম আছে দ্বৌহৃদাবস্থা, মাতার দেহে তখন নিজের এবং গর্ত্তস্থ সন্তানের এই দুই জনের হৃদয় থাকে বলিয়া উহার নাম দ্বৌহৃদাবস্থা।) গর্ত্তে অণ্ডের সঞ্চার হইলে মাতার হৃদয়ে প্রাণের চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। গর্ত্তস্থ অণ্ড যে গর্ত্তের ভিতর বসিয়া মা মা বলিয়া মার নিকট প্রাণ চাহিতেছেন মায়ের হৃদয়ে যে প্রাণ পদার্থ রহিয়াছে উহা কিন্তু অণ্ডের পোষণোপযোগী নহে। ঐ প্রাণশক্তির মধ্যে এক ভাগ অণ্ডের পোষণের অনুকূল, আর দুই ভাগ অণ্ডের পোষণের প্রতিকূল। মায়ের হৃদয়ের চাঞ্চল্য দেখিয়া পিতার হৃদয় ও চঞ্চল হয়। উভয়ে মিলিত হইয়া রমণে প্রবৃত্ত হন ; প্রাণ শক্তির যে দুই ভাগ অণ্ডের পোষণের প্রতিকূল সেই দুই ভাগকে তৃতীয় ভাগ হইতে পৃথক করাই এই ক্রিয়ার উদ্দেশ্য। পিতার হৃদয়স্থা, প্রাণ গ্রহণেচ্ছু, ইচ্ছাশক্তিমতী কামাখ্যা দেবী পিতার হৃদয়স্থ তেজ দ্বারা উহা গ্রহণ করিয়া উহাকে ত্রিধারাতে ভাগ করিয়া ফেলেন, একধারা স্বয়ং পান করেন একধারা মাতা পান করেন এবং অণ্ড পোষণের অনুকূল ধারাটী শুক্ররূপে পরিণত হইয়া গর্ত্তে নিষিক্ত হয়। অণ্ড উহা পান করেন। অণ্ড উহা পান করিয়া আবার

ত্রিধা বিভক্ত হইয়া পড়েন। অণ্ডের দুই অংশ পরিত্যক্ত হয় এক অংশ গর্ভে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। পাশ্চাত্য শারীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ অণ্ডের ত্রিভাগে বিভক্ত হওনটি অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিয়া বুঝিয়াছেন, কিন্তু অণ্ড যে কেন ত্রিভাগহয় তাহা বুঝেন নাই। তিন খেয়া সূতা পাকাইয়া যে এক এক খেয়া সূতা হয়, এইরূপ তিন খেয়া সূতা পাকাইলে যে এক খেয়া সূতা হয়, মাতৃ হৃদয়স্থ প্রাণ সেইরূপ স্থূল এক খেয়া সূতা, উহা যখন ত্রিধা বিভক্ত হয় তখন প্রত্যেক অংশ সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তখনও প্রত্যেক ভাগটী ত্রিতয়ী। অণ্ডের পোষণ জন্য কিন্তু অতি সূক্ষ্ম প্রাণ প্রয়োজন। অণ্ড তাই সূক্ষ্ম প্রাণ গ্রহণ করিয়া নিজে তিন ভাগে বিভক্ত হয় এবং উহারই এক অংশে অতি সূক্ষ্ম একটী ধারা ধরিয়া, ঐ ধারা দ্বারা চেতন পুরুষের সহিত সংযোগ স্থাপন করেন এবং অপর দুইটী ধারা অন্য দুইটি অংশে মিলিত করিয়া ত্যাগ করেন।

মৈথুনক্রিয়াটা তাহা হইলে কি হইল বুঝ। উহা অণ্ডের প্রাণভোজন দয়া। অণ্ড অত্তা প্রাণ অন্ন।

এই ক্রিয়া কিরূপে সাধিত হয় তাহা দেখ। অণ্ডের প্রেরণায় প্রেরিত কামাখ্যা দেবীর উদ্দেশ্যে প্রাণ বিসর্জ্জন দ্বারা এই ক্রিয়া সাধিত হয়। যে কাম অণ্ডের প্রেরণায় প্রেরিত নহে, উহা দৈবীশক্তি নহে, উহা আসুরীশক্তি উহাকে নিকটে আসিতে দিও না।

সুনীল সন্ধ্যাগগনে একটি মাত্র নক্ষত্রের রূপ দেখিয়া আকুল প্রাণে কখনও কি তাহার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া অনন্তের মহিমা ধ্যান করিয়াছ? এই ধ্যান করিতে করিতে কখনও কি এরূপ মনে হইয়াছে যে, এখন আমি যে দেহকে আমি বলিয়া মনে করি, সেটা বাস্তবিক আমি নহি! আমি ঐরূপ একটা আকাশের নক্ষত্র, আর কোথায় আছি? এই কোথায় কোথায় কোথায়—ভাবিতে ভাবিতে সমস্ত জগৎ এক আনন্দময় আকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে, এই ভাবে কি কখনও মগ্ন হইয়াছ? তা যদি হইয়া থাক তবেই তুমি জগজ্জননীর অব্যক্ত আনন্দময় রূপ অনুভব করিতে পারিবে। এই যে সুনীল শান্ত গগনের একটি নক্ষত্রের রূপ উহাই হৃদয়াকাশস্থ বিজ্ঞানময় কোষের রূপ। বেদান্ত দর্শনের মতে ইনিই কর্ত্তা ও ভোক্তা। সাংখ্য দর্শনের ভাষায় ইনিই কল্পান্ত স্থায়ী লিঙ্গ। ইঁহারই সংসার চক্রে ভ্রমণ হইয়া থাকে। ইনিই পরিস্ফুট হইলে

বিদ্যারূপ ধারণ করেন। আমার হৃদয়নিহিত জ্ঞানের বীজ যখন সম্যক্ ফুটিবে তখন তোমার হৃদয়স্থ ইচ্ছাশক্তি অন্তর্মুখী হইবেন এবং তোমার স্ত্রীর হৃদয়স্থ প্রাণ আবরণশূন্য হইয়া বিশ্বপ্রাণ ·বিশ্বজননীর রূপধারণ করিবেন। তোমার স্ত্রীর হৃদয় হইতে যে তেজ আকর্ষণ করিয়া অণ্ডরূপী আমার বিজ্ঞানময় কোষে নিহিত করিয়াছ, অন্তর্মুখী ইচ্ছা শক্তি দ্বারা উহা আবার আমার হৃদয় হইতে আকর্ষণ করিয়া বিশ্বজননীর আধারে ন্যস্ত করিও ; প্রাণ যেখান হইতে আসিয়াছে সেই খানে ফিরিয়া যাইবে, চক্র পূর্ণ হইবে ; তখন আমরা তিনই এক ইহা বুঝিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিব।

বিজ্ঞানময় কোষের প্রাণগ্রহণ সময়ে তোমার স্ত্রীর হৃদয় অপাদান কারক ছিল এবং আমার হৃদয় অধিকরণ কারক এবং তোমার হৃদয় করণ কারক ছিল, বিজ্ঞানময় কোষের প্রাণত্যাগের সময় আমার হৃদয় অপাদান কারক, তোমার হৃদয় করণকারক এবং বিশ্বজননীর হৃদয় অধিকরণ কারক হইবে। স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ এবং সন্ন্যাসীর উভয়াত্মক লিঙ্গ আশ্রয় করিয়া প্রাণের এই যে চক্র ঘুরে ইহা বুঝিতে পারিলে নিজেরই দেহের ঊর্দ্ধ মধ্য ও অধঃ এই তিন খণ্ডে উক্ত ত্রিবিধ লিঙ্গের দর্শন হইবে এবং উহাদের ভিতর দিয়া শক্তির যে খেলা হয় তাহা দেখিতে পাইবে। এই লিঙ্গ, যোনি, বেদির রহস্য যিনি জানেন তিনিই শিব। তিনিই ধন্য তিনিই ধন্য।

স্বামীজি গান ধরিলেন ও নৃত্য করিতে লাগিলেন,

ধন্য ধন্য ধন্য আজি দিন আনন্দকারী,
সবে মিলে তব সত্যধর্ম্ম জগতে প্রচারি।
হৃদয়ে হৃদয়ে তোমার ধাম,
হৃদয়ে হৃদয়ে বাজিছে নাম,
উঠিয়ে তরঙ্গ হের মাতাল নরনারী
ধন্য ধন্য ধন্য আজি দিন আনন্দকারী *

ওঁ তৎ সৎ

স্বামীজি অনেক কথা বলিয়া গিয়াছিলেন আমার সব মনে নাই। যাহা লিখিলাম তাহাও ঠিক তাঁহার কথা লিখিতে পারিয়াছি কিনা বলিতে পারি না।

শ্রীঅনন্তরাম।

---

* ইহা একটি ব্রহ্মসঙ্গীত কিছু পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে।

পং সং

অদৃশ্য সহায়।

অনেকের বিশ্বাস এই যে মানব অনাথ অসহায়ভাবে সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করে। তাহার শোকের সময় সান্ত্বনা করিবার, বিপদের সময় উদ্ধার করিবার, মানসিক দুর্ব্বলতার সময় হৃদয়ে বলাধান করিবার কেহই নাই। মানুষ ন ভগবানের পরিত্যক্ত সন্তান। মানব পিতা পুত্র কন্যার আপদ বিপদে াণপণ করেন, আপনার ক্ষুদ্র শক্তি সামর্থ্যের চরম অবধি উৎসর্গ করেন; ন্তু বিশ্বপিতা যেন এতই নির্ম্মম নিষ্ঠুর যে, অনন্ত শক্তির অধিকারী হইয়াও জীবের দুঃখ কষ্টে উপেক্ষা করেন। এ বিশ্বাস নাস্তিকেরই উপযোগী। া ভগবানে শ্রদ্ধাযুক্ত, যাঁহারা দেবতা ঋষি মহাত্মা প্রভৃতির অস্তিত্বে াবান্ এবং তাঁহাদের অনুকম্পা ও পরহিতব্রতের অল্পমাত্রও উপলব্ধি াছেন তাঁহারা অনায়াসে প্রত্যয় করিবেন যে, মানবের বিপদ মোচনের জন্য, জীবের সহায়তা করিবার জন্য, ইঁহারা সদাই উদ্যুক্ত রহিয়াছেন। এই তত্ত্বের প্রতিপাদক কয়েকটি সত্যমূলক ঘটনা কিছুদিন পূর্ব্বে সংগৃহীত হইয়া লুসিফার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। উক্ত ঘটনার বিবরণগুলি কোনরূপে অলীক বা অতিরঞ্জিত নহে। পন্থার পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আমরা উক্ত বিবরণ সংগৃহীত করিয়া ক্রমশঃ প্রকাশিত করিতে মনস্থ করিয়াছি, এই সংগৃহীত বিবরণের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কোন কারণ নাই। 'অনাথের দৈব সহায়' ঘটনাগুলির দ্বারা সেই প্রাচীন সত্যের নূতন প্রামাণ্যতা উপলব্ধি হইবে। পাঠক আরও লক্ষ্য করিবেন যে, নিরাশ্রয় শিশুর উপরই অধিকাংশ স্থলে দৈব কৃপা বর্ষিত হয়। এরূপ হওয়াই সঙ্গত।

(১)

কয়েক বৎসর অতীত হইল লণ্ডন নগরস্থ হলবর্ণ পল্লিতে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইয়াছিল। ঐ অগ্নিকাণ্ডে যে দুইটি গৃহ ভস্মসাৎ হয়, তন্মধ্য হইতে একটি শিশুর জীবন রক্ষা সম্বন্ধে এক অলৌকিক ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। অগ্নি সংযোগ বার্ত্তা পরিজ্ঞাত হইবার পর ধূম কর্ত্তৃক রুদ্ধশ্বাস একটি বৃদ্ধ

ও একটি পঞ্চম বর্ষীয় বালক ব্যতীত সকলেরই হুতাশনের করাল কবল হইতে উদ্ধার সাধন হইল। সাময়িক গোলোযোগ ও ব্যস্ততাপ্রযুক্ত সকলেই বালকের কথা বিস্মৃত হইয়াছিল।

শিশুর মাতা বিশেষ কার্য্যানুরোধে সেই গৃহস্বামিনীর হস্তে তাহাকে ন্যস্ত করিয়া সেই রাত্রের জন্য কল্‌চেষ্টার গমন করিয়াছিলেন। সকলের উদ্ধার সাধিত ও গৃহটি সম্পূর্ণ অগ্নি বেষ্টিত হইলে, হস্তন্যস্ত শিশুর কথা গৃহস্বামিনী মনে পড়িল। তখন গৃহস্বামিনী আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন—বালকের * প্রকোষ্ঠ হইতে তাহার উদ্ধারের আশা দুরাশা বলিয়া বোধ হইতে লাগি কিন্তু জনৈক অগ্নি নির্ব্বাপক (Fireman) বালকের অবস্থার বিষয় অব হইয়া প্রকৃত বীরের ন্যায় ধূম ও অগ্নিরাশি মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সম্পূর্ণ অ অবস্থায় তাহাকে বাহির করিয়া আনিয়া তৎসম্বন্ধে একটি আশ্চর্য্য ঘটনা করিল।—"আমি প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলাম, গৃহের যে অংশে বালক শযি তথাকার বরগা সকল অর্দ্ধ দগ্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু অগ্নিশিখা এরূপ অদ্ভু ও অস্বাভাবিক ভাবে বক্রগতিতে গৃহ বেষ্টনপূর্ব্বক বাতায়ন পথে হইতেছে যে, তদ্দারা বালকের শয্যার দিক মাত্রও স্পৃষ্ট হয় নাই। পূর্ব্বে আর কখনও এরূপ ঘটনা আমার চক্ষে পড়ে নাই এবং আমি উহার কারণ নির্দ্দেশে অক্ষম। বালক অতিশয় ভীত হইয়াছিল। আমি অসীম সাহসে তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, মহতীশ্রীসম্পন্ন রজতোজ্জ্বল এক মূর্ত্তি আনতাবস্থায় পর্য্যাঙ্কের আবরণ মসৃণ করিতেছেন।"*

এতৎ সম্বন্ধে আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কল্‌চেষ্টারে ঐ শিশুর জননী যেন তাহার বিপদ জানিতে পারিয়াই রাত্রিতে নিদ্রা যাইতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ অস্থিরভাবে এপাশ ওপাশ করিয়া উঠিয়া বসিলেন ও আশঙ্কিত বিপদ হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য কাতরে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। জননীর কাতর প্রার্থনায় ভগবান কর্ণপাত করিলেন।

---

* এই ধরনের একটি ঘটনার বিষয় আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি। ঘটনাটি এইরূপ।

কয়েক বৎসর গত হইল কৃষ্ণনগর নেদিয়ার পাড়া নিবাসী সরকারী বৃত্তিপ্রাপ্ত ভূতপূর্ব্ব ডেপুটিকলেক্টর শ্রীযুক্ত দীননাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের শিশু দৌহিত্র উচ্চ ছাদ হইতে

(২)

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মেড্‌স্‌হেড্‌ নামক স্থানে শটেরা-ক্রক্‌ নিবাসী তিনটি বালক ধাত্রী সহ গুণটানা নৌকায় টেমস্‌ নদীতে ভ্রমণ করিতেছিল, হঠাৎ নদীরবাঁকে একটা গুণটানা অশ্ব সহসা দৌড়িয়া যাওয়ায় উহাদের মধ্যে দুইটি বালক জলে পড়িয়া যায়। এই দুর্ব্বিপাক দর্শনে নৌকা-হী তাহাদিগের উদ্ধার কামনায় জলে লম্ফ প্রদান করিল, কিন্তু দেখিল রা জলে ভাসিতে ভাসিতে তীরাভিমুখে যাইতেছে, তাহাদের ধাত্রীও সেই-দেখিয়াছিল। পরে বালকগণ বলিল "একটি সুন্দর শ্বেতবর্ণ পুরুষ ণ্ডায়মান ছিলেন, তিনিই আমাদিগকে তুলিয়া ধরিয়া তীরে আনিয়া ।" শিশু দুইটি যখন জলে পতিত হয় তখন ধাত্রীর চিৎকারে নৌকা-ন্যা ছৈ হইতে বাহির হইয়াছিল, সে দেখিল যে একটি সুন্দরী রমণী ক তীরে তুলিয়া দিতেছেন।

(৩)

প্রসিদ্ধ পাদরী জন মেসন্‌ নীল এই ধরণের একটি ঘটনার সুন্দর বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—"একব্যক্তি আপন সদ্যমাতৃহীন শিশু সন্তানগণকে লইয়া এক আত্মীয়ের পল্লীভবনে বাস করেন। গৃহটি পুরাতন, তাহার নিম্নতলে কতকগুলি অন্ধকারময় গলি ছিল, বালকগণ সেই সকল গলিতে আনন্দে ক্রীড়া করিতেছিল, কিয়ৎক্ষণ পরে তাহারা ম্লান মুখে উপরে আসিল এবং তাদের মধ্যে দুইজন বলিল "একটা গলির মধ্যে আমাদের মাতা সহসা দেখা দিয়া আমাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।" পরে অনুসন্ধানে জানা গেল, বালকেরা আর একটু অগ্রসর হইলেই, একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন গভীর কূপে নিপতিত হইত। স্নেহময়ী মাতা স্বর্গে থাকিয়া সতর্ক দৃষ্টিতে পুত্রগণকে অবলোকন করিতেছিলেন। তাহারা অজ্ঞাতসারে যে বিপদে পড়িতে যাইতে ছিল, তাহা হইতে উদ্ধার করিবার উপায় তিনিই উদ্ভাবন করিলেন।

পৈঠার উপর পড়িয়া যায়, তদ্দর্শনে চতুর্দ্দিক হইতে লোকজন আসিয়া তাহাকে তুলিল। বালক প্রথমে বড়ই ভীত হইয়াছিল, কিন্তু ক্ষণ মধ্যেই বলিয়া উঠিল "আমার একটু ও লাগে নাই, মা কালী আমাকে কোলে করিয়া নামাইয়া দিয়াছেন।"

(৪)

অল্পদিন হইল একজন ইংরাজ বিশপের শিশু কন্যা মাতার সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে যেমন অতর্কিত ভাবে পথপার হইবে অমনি মোড় হইতে হটাৎ একখানি গাড়ি ঘুরিয়া আসায় সে অশ্বগণের পদতলে পতিত হইল। সন্তানকে বিষম আহত মনে করিয়া মাতা সসব্যাস্তে তাহাকে তুলিতে যাইতে ছিলেন, কিন্তু সে হাসিতে হাসিতে বলিল "মা আমার একটুও লাগেনাই—অশ্বগণ আমার অঙ্গে পা দিতে না দিতে একটা অতি শুভ্র পদার্থ আমাকে বলিল নাই'।"

(৫)

পূর্ব্বে যে সকল ঘটনা বর্ণিত হইল তাহাতে স্বল্পক্ষণ মধ্যেই কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু নিম্নবর্ণিত ব্যাপারে উ' পরিগৃহীত মূর্ত্তি অর্দ্ধ ঘণ্টারও অধিক কাল স্থায়ী হইয়াছিল, এজন্য ' লক্ষ্য করিবার সামগ্রী।—

বাকিংহাম সায়রস্থ ববহামবিচের জনৈক কৃষক সঙ্গীসহ ধান্য ে ব্যাপৃত থাকায়; তাহাদিগের শিশু সন্তানদ্বয় স্বাধীন ভাবে খেলিয়া বেড়াইতেছিল। ক্রমে বনভ্রমণে নির্গত হইয়া বহু দূব গমনান্তব পথ হারাইয়া ফেলিল। সন্ধ্যার সময়ে কৃষক ও কৃষক পত্নী পরিশ্রান্ত হইয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক দেখিল শিশু দুইটি গৃহে নাই, তখন তাহারা কিয়ৎক্ষণ প্রতিবাসীগণের নিকট অন্বেষণানন্তর অনুসন্ধান না পাইয়া ভৃত্যগণকে চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিল। ভৃত্যগণ অনেক অনুসন্ধান ও ডাকাডাকিতে কোন সম্বাদ না পাইয়া বিষণ্ন মনে প্রত্যাগত হইল। তখন কিয়দ্দূরে একটি আলোক প্রান্তর প্রদেশ হইতে পথের সন্নিহিত হইতেছে দেখা গেল। আলোকটি সাধারণ আলোক হইতে বিভিন্ন—প্রজ্জ্বলিত স্বর্ণ গোলোকবৎ। আলোকটি নিকটবর্ত্তী হইলে তন্মধ্যে পথভ্রষ্ট বালকদ্বয় দৃঢ় পদবিক্ষেপে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে দেখা গেল। তাহাদিগের জনক কয়েকজন লোক সমভিব্যাহারে আলোক প্রতি ধাবিত ও নিকটস্থ হইলেও উহা অন্তর্হিত হইলনা, কিন্তু তিনি শিশুদ্বয়কে ধারণ করিবামাত্র উহা পলকমধ্যে অদৃশ্য হইয়া তাহাদিগকে ঘোর অন্ধকারে ফেলিয়া গেল।

পরে শিশুদ্বয় ঘটনাটি এইরূপ বর্ণনা করিল—"নিশাগমে আমরা কিয়ৎক্ষণ

ক্রন্দন করিতে করিতে অরণ্য ভ্রমণ করিয়া পরিশ্রান্ত হইলাম, অবশেষে নিদ্রা যাইবার নিমিত্ত একটি বৃক্ষতলে শয়ন করিলাম। ক্ষণকাল পরে একটি সুন্দরী রমণী দীপহস্তে আমাদিগকে উঠাইয়া হস্ত ধারণ পূর্ব্বক গৃহাভিমুখে আনিতে লাগিলেন, আমরা কথা জিজ্ঞাসা করিলে, কোন উত্তর না দিয়া একটু মধুর ঈষৎ হাস্য করিলেন।”

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

পৌরাণিক কথা।

কুমার, রুদ্র, প্রজাপতি ও সপ্তর্ষি।

অবিদ্যা বৃত্তি জাগরিত করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা ব্রাহ্ম কল্পে কুমার চতুষ্টয়কে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। সনক, সনন্দ সনাতন ও সনৎকুমার পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ ঊর্দ্ধরেতাঃ হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ডের আদি কল্পে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সত্ব প্রধান এই কুমারগণ, বিষ্ণুর সহকারী হইয়া প্রতি কল্পে মনুষ্যদিগকে সত্বভাবাপন্ন করেন। ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে সৃষ্টি কার্য্যে নিযুক্ত করিলেও, তাঁহারা স্বভাবের অত্যন্ত বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন। যখন সৃষ্টির অবনতি হইতে উদ্ধার করিবার কাল উপস্থিত হয়, তখন তাঁহারা আপনাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করেন।

তান্ বভাষে স্বভূঃ পুত্রান্ প্রজাঃ সৃজত পুত্রকাঃ।
তন্নৈচ্ছন্ মোক্ষধর্ম্মাণো বাসুদেব পরায়ণাঃ॥ ভাপু ৩—১২—৫

ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, “হে পুত্রগণ, তোমরা প্রজাসৃষ্টি কর।” কিন্তু বাসুদেব পরায়ণ মোক্ষ ধর্ম্মের অনুগামী কুমারগণ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হন্ নাই।

তখন ব্রহ্মা কুমার নীল লোহিতকে প্রকাশিত করিলেন, তিনি জন্ম গ্রহণ

করিয়াই উদ্বিগ্ন বালকের ন্যায় রোদন করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন "হে বিধাতঃ আমার নাম ও স্থানের নির্দ্দেশ করুণ।" ব্রহ্মা বলিলেন, যেহেতু তুমি রোদন করিলে, এই জন্য তোমার নাম "রুদ্র" হইল। হৃদয়, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, সূর্য্য চন্দ্র এবং তপস্যা—এই সকল স্থান তোমার পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মন্যু, মনু, মহিনস, মহান্, শিব, ঋতধ্বজ, উগ্ররেতাঃ, ভব, কাল, বামদেব ও ধৃতব্রত এই তোমার একাদশ নাম। ধী, বৃত্তি, বসলোমা, নিযুৎ, সর্পি, ইলা, অম্বিকা, ইরাবতী, স্বধা, দীক্ষা ও রুদ্রানী, এই তোমার একাদশ পত্নী। এই সকল নাম, স্থান ও পত্নী বিশিষ্ট হইয়া, তুমি প্রজা সৃষ্টি কর। রুদ্র প্রলয় কার্য্যের সহকারী। স্বাধীন ভাবে প্রজা সৃষ্টিকরা তাঁহার কার্য্য নয়। তিনি প্রজা সৃষ্টি করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সৃষ্ট রুদ্রগণ বিশ্বনাশে তৎপর হইল। ব্রহ্মা তখন তাহাদিগকে সৃষ্টি কার্য্য হইতে বিরত করিলেন। যদিও রুদ্রদেব প্রলয় কার্য্যের বিশেষ অধিনায়ক, তথাপি ভগবতীর সহিত সংযুক্ত হইয়া তিনি সৃষ্টি ও স্থিতি উভয় কার্য্যেরই সহায়তা করেন। ভগবতী দক্ষকন্যা হইয়া সৃষ্টির কোন কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন, পর্ব্বত কন্যা হইয়া কিরূপে তিনি প্রবৃত্তি মার্গের সহায়ক হইয়াছিলেন, এবং অবশেষে যোগমায়া রূপে নন্দ গৃহে অবতীর্ণ হইয়া তিনি কিরূপে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সাধন করিয়াছিলেন, এবং রুদ্রানীরূপে সেই কাল কামিনী আবার কিরূপে প্রলয় কার্য্যের অধিনেত্রী হইবেন, তাহা আমরা পরে জানিতে পারিব। সৃষ্টির আরম্ভে এখন আমরা কুমার ও রুদ্রগণের নিকট হইতে অবসর গ্রহণ করি।

এইবার আমরা প্রজাপতিগণের কথা বলিব। যে সকল ঋষিগণ সৃষ্টির আরম্ভে সৃষ্টি কার্য্যের সহায়তা করিয়াছিলেন, যাঁহারা সৃষ্টির এবং প্রবৃত্তি মার্গের প্রবর্ত্তক, তাঁহাদিগকে প্রজাপতি বলে। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরাঃ, পুলস্ত্য পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সপ্তর্ষিই প্রধান প্রজাপতি। এতদ্ভিন্ন ভৃগু, দক্ষ ও কর্দ্দম প্রভৃতি ঋষিকেও প্রজাপতি বলে। বর্ত্তমানকল্পে প্রজাপতিদিগের সহিত নারদ ঋষিরও সৃষ্টি হইয়াছিল। এইজন্য প্রজাপতি সৃষ্টির সহিত, তাঁহার সৃষ্টির উল্লেখ আছে। বাস্তবিক একল্পে নারদ ঋষি প্রজা সৃষ্টি করেন নাই।

প্রভূত শক্তিসম্পন্ন প্রজাপতিগণও সৃষ্টি বিস্তারে অসমর্থ হইয়াছিলেন।

তখন ভগবান্ কমলযোনি স্বায়ম্ভুব মনু ও শতরূপা এই দম্পতীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। স্বায়ম্ভুব মনুর প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ এই দুই পুত্র এবং আকুতি, দেবহুতি ও প্রসূতি এই তিন কন্যা। আকুতির সহিত রুচির, দেবহুতির সহিত কর্দ্দম ঋষির এবং প্রসূতির সহিত দক্ষ প্রজাপতির বিবাহ হইয়াছিল। কর্দ্দম প্রজাপতির কন্যাগণ মরীচি আদি সপ্ত ঋষির সহধর্ম্মিনী।

অত্রি ঋষির তিন পুত্র—চন্দ্র, দত্তাত্রেয় এবং দুর্ব্বাসাঃ। তাঁহারা যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেব অংশ সম্ভূত। "অত্রি" শব্দের অর্থ তিন হইয়াও এক। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তিন হইয়াও এক। উপনিষদে "অত্রি" "ঋষি" অন্য অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে। এই অর্থে অত্রি ঋষি কেবল প্রলয় কার্য্যের ব্যঞ্জক। প্রতি জীবশরীরে সৃষ্টিস্থিতি ও লয়কার্য্য নিয়ত, চলিতেছে। এই তিন কার্য্য জীবের আত্ম প্রসূত। অত্রিই জীবের আত্মতত্ব। চন্দ্রের সহিত জীবসৃষ্টির সম্বন্ধ আছে। এই জন্য চন্দ্রকে ব্রহ্মার অংশ বলা হইয়াছে। জীব সকল চন্দ্রের রশ্মি অবলম্বন করিয়া সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

অঙ্গিরাঃ ঋষির চারি কন্যা—সিনীবালী, কুহু, রাকা ও অনুমতি। এবং তাঁহার দুই পুত্র উতথ্য ও বৃহস্পতি। সিনীবালী ও কুহু অমাবস্যা রাত্রির নাম। রাকা ও অনুমতি পূর্ণিমার নাম। অমাবস্যা ও পুর্ণিমা রজনীতে আমাদের শরীরস্থিত রসের হ্রাসবৃদ্ধি হয়। উপনিষদে "অঙ্গিরস" ঋষি অঙ্গের রস বলিয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছে। বৃহত্তি ছন্দের পতি বৃহস্পতি। ঋগ্বেদে বৃহতী ছন্দে লিখিত অনেক মন্ত্র আছে, যাহার ঋষি "অঙ্গিরস" বৃহস্পতি। "অঙ্গিরস্" শব্দে যে রস বুঝায়, তাহকে প্রাণ বলিয়া বৃহদারাণ্যকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

পুলস্ত্য ঋষির দুই পুত্র—অগস্ত্য বা জঠরাগ্নি এবং বিশ্রবাঃ। বিশ্রবাঃ ঋষির পুত্র কুবের, রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ। যক্ষ ও রাক্ষস দ্বারা আমাদের শরীর মধ্যে তামসিক ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। নিদ্রা, কামাচার, ব্যভিচার ও সকলরূপ বিপরীত কর্ম্ম তামসিক ক্রিয়ার প্রধান অঙ্গ। শুভ বাসনার সহিত মিলিত হইয়া কামের প্রেরণা আমাদের মঙ্গল বিধায়ক হইতে পারে। বিভীষণ তাহার দৃষ্টান্ত স্থল।

পুলহ ঋষির তিন পুত্র—কর্ম্মশ্রেষ্ঠ, বরীয়ান্ ও সহিষ্ণু। এ সকল উত্তম মানসিক গুণের পবিচারক।

ক্রতুর পুত্র ষষ্টিসহস্র ক্ষুদ্রকায় বালিখিল্য ঋষি। যথন সূর্য্যদেব রথে আরূঢ় হইয়া পরিক্রমণ করেন, তখন এই সকল ঋষি রথের অগ্রভাগে গমন করেন এবং সূর্য্যদেবের স্তুতি করেন।

তথা বালিখিল্যা ঋষয়োঽ ঙ্গুষ্টপর্ব্বমাত্রাঃ ষষ্ঠি সহস্রানি পুরতঃ সূর্য্যং মুক্ত-বাকায় নিযুক্তাঃ সংস্তুবন্তি ॥ ভাঃ পুঃ ৫-২২-১৭।

অঙ্গুষ্ঠ পর্ব্ব মাত্র এই সকল ঋষি আদিত্য মণ্ডলবর্ত্তী আধিদৈবত পুরুষের অনুগামী।

বশিষ্ট ঋষির চিত্রকেতু আদি সাত পুত্র। স্বয়ং রঘুকুলতিলক এই ঋষির নিকট শিক্ষা লাভ কবিয়াছিলেন। তাঁহাব শিক্ষা মনুষ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও চিত্তেব প্রসন্নতা লাভ করে। অরুন্ধতীর সহিত মিলিত হইয়া এই ঋষি দাম্পত্য প্রণয়ের আদর্শ স্থল।

মরীচি ঋষির পুত্র কশ্যপ। প্রাচেতস দক্ষেব ত্রয়োদশ কন্যা বিবাহ করিয়া কশ্যপ ঋষি ভিন্নজাতীয় জীব সকলের সৃষ্টি কবেন। দক্ষ-প্রজাপতির ক্ষেত্রে মরীচি পুত্র কশ্যপের প্রেরণায় নানা জাতীয় জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। মরীচি ভিন্ন অন্য ঋষি জীবদেহ নিহিত তত্ত্বসমূহেব প্রেরক এই সকল ঋষির অনুগ্রহে আমরা ত্রিলোকেব মধ্যে সকলরূপ ভোগ ও অপবর্গ লাভ করিতে সমর্থ হই।

ঋষি দিগের সহিত ভৃগু ঋষিবও বর্ণনা পুবাণ মধ্যে দেখা যায়। তাহার কারণ এই যে, ভৃগু ঋষি মহর্লোকের অধিকাবী। এক তাঁহাব অনুগ্রহে আমরা মহর্লোক পর্য্যন্ত লাভকবিতে সমর্থ হই।

ঋষি তর্পণে, দক্ষের পিতা প্রচেতাঃ ঋষিব এবং ভক্তি মার্গের অধিনায়ক নারদ ঋষিব ও উল্লেখ আছে।

মরীচি আদি সপ্তঋষি সপ্তর্ষি মণ্ডলেব অধিনায়ক হইয়া মন্বন্তব মধ্যে আপন অধিকার বিস্তাব করেন। আমাদিগের মধ্যে যিনি যে ঋষির ভাবাপন্ন, তিনি সেই ঋষির অধিকাবভুক্ত। বেদের সকল মন্ত্রের ঋষি আছে। সকল

জাতির, সকল মনুষ্যেব ও ঋষি আছে। মন্বন্তর মধ্যে ঋষিদিগেব যাহা কার্য্য তাহা মন্বন্তের বিশেষ বিববণে জানিতে পারিব।

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

স্বপ্নে দীক্ষা।

(পঞ্চম সংখ্যার ১৬১ পৃষ্ঠার পব)

আমি পূর্ব্বে ভাবিযাছিলাম যে, ঐ বেড় ও গোলক যখন এত উজ্জল তখন হয়ত কোন প্রকাব সুবর্ণসদৃশ পদার্থে নির্ম্মিত, কিন্তু ঐ গোলক ও উহার বেড় যেন বাতাস দ্বাবা গঠিত বলিয়া বোধ হইল, অথচ বাস্তবিক পক্ষে যে উহা কি পদার্থ তাহা বুঝিতে পারিলামনা। সেই সময় আরও আশ্চর্য্য বোধ হইতে লাগিল যে আমার শরীব যেন আর বক্তমাংসের নাই উহা যেন বাতাস অপেক্ষাও সূক্ষ্ম বোধ হইল। কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া গুরুদেবের প্রতি দৃষ্টিপাত কবিবা মাত্র তিনি সহাস্যবদনে আমার প্রতি চাহিয়া বলিলেন "এই গোলকটি সূক্ষ্ম ভূতসমষ্টি মাত্র, ইহার নাম পিতৃগ্রহ। সমস্ত খনিজ দ্রব্য হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত প্রথমে এই গ্রহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া ইহাকে আদি বা [illegible]তৃ (পিতৃ শব্দে পিতা মাতা উভয়েই) গ্রহ বলে। ক্রমে দেখিতে পাইবে যে, এখানে সমস্ত দ্রব্যাদি ও জীব, জন্তু এমন কি মনুষ্য পর্য্যন্ত বাষ্প অপেক্ষাও সূক্ষ্ম ভূতে গঠিত। এই গ্রহের মনুষ্যেব ভৌতিক ক্ষমতা অতি অদ্ভুত—ইহাদের ভৌতিবদেহ এত সূক্ষ্ম যে, তাহারা দেহসাপেক্ষ কর্ম্ম গুলি ইচ্ছা মাত্র সমাধা করিতে পারে। কিন্তু তাহারা তাহাদের শরীরেব দাস, শরীরের উপর প্রভুত্ব নাই। এখানে অনেক প্রকাব প্রলোভনের বিষয় আছে, তাহাতে পড়িলে একেবাবে ধ্বংস হইবার সম্ভাবনা, কেননা ভৌতিক ক্ষমতাই প্রধান প্রলোভনেব

বিষয় ; তাহাতে অনেক অলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে। এই ভৌতিক ক্ষমতা বিষধর সর্পের ন্যায়। বিষধর সর্প দেখিতে সুন্দর, বশে রাখিযা খেলাইতে পারিলে বড় প্রীতিকর, কিন্তু অসাবধান হইলেই ঐ বিষধর সর্প দংশন করিয়া মৃত্যু উপস্থিত করে। আরও দেখ—এই গ্রহের একধার হইতে বেড়টী উঠিয়া যেন সর্পাকারে বেষ্টন করিয়া আছে এইজন্য বেড়কে শক্তি,ও গোলককে রুদ্র বলে। এই গ্রহের বিষয়ে অনেক গুহ্য রহস্য আছে,যাহা প্রকাশযোগ্য নহে। তবে এইটি জানিয়া রাখিবে যে যাবতীয় জীব জন্তু ও মনুষ্যের ক্রমপরিণামের চক্র এই গ্রহ হইতে আরম্ভ হইযা অধঃস্রোতে চলিয়া চতুর্থ গ্রহ পর্য্যন্ত গিয়া সেইখান হইতে ঊর্দ্ধস্রোতে চলিয়াছে। ইহার বিবরণ পরে বিস্তারে জানিতে পারিবে। এই স্থলে ইহাও বলিয়া রাখি যে, এই গ্রহের মনুষ্যেরা প্রত্যেকেই স্ত্রী শক্তি এবং পুং শক্তি এই উভয়বিধ জননশক্তি একাধারে ধারণ করে।

এই গ্রহের আটটী চন্দ্র আছে তাহা যথাক্রমে দেখিতে পাইবে। এই গ্রহকে নানা শাস্ত্রে নানা নাম দিয়াছে এক কথায় বলিতে গেলে ইহাকে আদি বা মূলগ্রহ বলা যায়।”

এই সমস্ত বিষয় শ্রবণ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম ও যাহা যাহা বলিলেন তৎসমুদায় প্রত্যক্ষ করিলাম। আর আর অনেক বিষয় শ্রবণ ও প্রত্যক্ষ করিলাম যাহা বর্ণনাতীত ও প্রকাশ নিষিদ্ধ। এই গ্রহ হইতে সূর্য্যদেবকে অতি ক্ষুদ্র দেখাইল। উগ্র উজ্জ্বল ও আকাশবৎ সূক্ষ্ম পদার্থ প্রতিভাত হইযা দশদিক আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। এখানকার দিবা রাত্র, প্রায় ত্রিশগুণ বড়। আমাদের এক মাস এখানকার এক দিনের সমান। এখানকার মনুষ্যেরা এত উচ্চ যে, আমরা যে সমস্ত বিষয়কে আশ্চর্য্য ও অলৌকিক বলিয়া গণ্য করি, তাহা তাহাদের পক্ষে অনায়াসসাধ্য। আমাদের পৃথিবীর যে সমস্ত লোকেরা কেবল অনিমা লঘিমাদি সিদ্ধিলাভের জন্য সাধনা করেন তাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিলে এই গ্রহের মনুষ্যের ন্যায় অলৌকিক ক্রিয়া সকল সম্পন্ন করিতে পারেন, কিন্তু ইহাঁদের ন্যায় সূক্ষ্মতনুর বশীভূত হইয়া প্রকৃত লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইযা, সিদ্ধির মাদকতায় মত্ত হইযা, আত্মহারা হইয়া থাকেন। ইহারা আমাকে কত প্রকার প্রলোভন দেখাইতে লাগিল। এই সময়ে সম্মুখবর্ত্তী গুরুদেবও সহসা অন্তর্দ্ধান হইলেন তাঁহাকে দেখিতে না পাইযা বড় সমস্যায় পড়ি-

লাম ; কিন্তু তাঁহার উপদেশ হৃদয়ে জাগরূক থাকায় গুরুদেবের ও ইষ্টদেবের চরণ স্মরণ করত অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

তাঁহারা আমার চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করত "তোমার যাহা আবশ্যক তাহাই পাইবে, যে সিদ্ধি চাহিবে তাহা, এমন কি, সর্ব্ব প্রকার সিদ্ধি চাও তাহাও পাইবে, ঈশ্বরত্ব করিতে চাও তাহাও পাইবে।" এই প্রকার কত প্রকার প্রলোভন দেখাইতে দেখাইতে আমার সহিত চলিতে লাগিল। আমি এখন বিষম পরীক্ষায় পড়িয়াছি,—চক্ষু মুদ্রিত করিয়া গুরুদেব ও ইষ্টদেব স্মরণ করত অগ্রসর হইতে লাগিলাম। যখন আমি গুরুদেব ও ইষ্টদেব এক হইয়া তন্ময় হইলাম আমার আর পৃথক সত্বা রহিল না,তখন আর কোন প্রকার দৃশ্যও রহিল না। যখন আবার আমার নিজের সত্বার জ্ঞান আসিল তখন দেখিতে পাইলাম যে, তাহারা আর আমার নিকট কেহই নাই, ও দেখি যে গুরুদেব প্রফুল্ল বদনে আমার সম্মুখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন, আমি ও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিলাম। বোধ হইল যেন রাত্র হইয়াছে, —আকাশ মণ্ডলে নক্ষত্ররাজি উজ্জ্বল ভাবে দীপ্ত হইতেছে। যথাক্রমে এই গ্রহের সপ্তচন্দ্রের উদয় ও অস্ত দর্শন করিলাম। যদি আর একটি উজ্জ্বল চন্দ্রবৎ নক্ষত্রকে চন্দ্র বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে, এই গ্রহের সর্ব্ব সমেত আটটি চন্দ্র আছে। চন্দ্র সম্বন্ধে অনেক গূঢ় রহস্য আছে যাহা প্রকাশ নিসিদ্ধ। একটি রহস্য বলিয়া রাখি যে, প্রত্যেক গ্রহ সময় বিশেষে দেহ পরিবর্ত্তন করে ও মৃত দেহ পড়িয়া থাকে, তাহাকে শব বলে ও তাহারই সাহায্যে সাধনার নাম শব সাধনা। প্রথমে এই গ্রহের যে স্থল হইতে ভ্রমণ আরম্ভ করিয়াছিলাম এইবার তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। দশদিক নিরীক্ষণ করিবা মাত্র দেখিতে পাইলাম যে, তাড়িতালোক অপেক্ষা উজ্জ্বল আলোকে দশদিক আলোকিত। সেই আলোক আমার দৃষ্টি শক্তি সহ্য করিতে পারিলনা। আমি বাধ্য হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলাম ও সেই সঙ্গে সঙ্গে যেন আমার সংজ্ঞা লোপ পাইতে লাগিল ও ক্রমে আমি আলোক হইতে অন্ধকার,অন্ধকার হইতে মহা অন্ধকারে ডুবিয়া যাইতে লাগিলাম। তাহার পর কি হইল বুঝিতে পারিলামনা। আমার যখন চেতনা হইল, উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা আসিল, তখন বুঝিতে পারিলাম যে পূর্ব্ববৎ অন্ধকার ও শূন্য পথে চলিতেছি। এবার এই শূন্যপথ পূর্ব্ববৎ

নিরাপদ নহে—নানা বাধা বিঘ্নপূর্ণ কত প্রকার ভয়ানক ভয়ানক কাম জীবাদি দ্বারা পূর্ণ। এই কাম লোকের কথা পরে বলিব। গুরুদেবের চরণ কৃপায় কামলোকের সপ্তশাখা অতিক্রম করিয়া, কখন গুরুদেবের আবির্ভাব ও অন্তর্দ্ধান কখন আলোক, কখন অন্ধকার, পর্য্যায় ক্রমে সন্দর্শন পূর্ব্বক ক্রমাগত শূন্য পথে পরিভ্রমণ করিতে করিতে অনেক ক্ষুদ্র গ্রহাদি দর্শন করিয়া অবশেষে একটি বৃহৎ গ্রহের নিকট যাইয়া পূর্ব্ববৎ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া (অর্থাৎ সঙ্গাদি লোপান্তর) উপস্থিত হইলাম। এই গ্রহের আকার পরিমাণ ও সত্ব সম্বন্ধে এই মাত্র বলিতে পারি যে এই গ্রহ দূর হইতে একটি অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত পদ্মফুলের ন্যায় দেখিতে, ও আমাদের পৃথিবী অপেক্ষা অনেক বড়। যখন গ্রহে যাইয়া উপস্থিত হইলাম,তখন গুরু উপদেশে বুঝিতে পারিলাম যে এই গ্রহের ভৌতিক দেহ পূর্ব্ব গ্রহাপেক্ষা ঘনীভূত অর্থাৎ বাষ্পীয় পদার্থ দ্বারা গঠিত। উজ্জ্বল শ্বেত ইহার বর্ণ, যেন স্থির তাড়িতালোক এখানকার সমস্ত স্থাবর জঙ্গমাদি পদার্থ জীব জন্তু ও মনুষ্য পর্য্যন্ত বাষ্পীয় সূক্ষ্ম ভূতে গঠিত। এই স্থলের জীবগণেরাও সূক্ষ্ম শক্তিশালী, কিন্তু পূর্ব্বের কথিত গ্রহবাসীগণ অপেক্ষা ইহাদের দেহের উপর প্রভুত্ব আছে এবং সেই জন্য অপেক্ষাকৃত বেশী স্থিতি-শীল।

প্রথম গ্রহে বহুবার জন্মগ্রহণ করিয়া শক্তির মোহ যাহাদের কথঞ্চিত দূর হইয়াছে এবং আপন দেহ কিছু পরিমাণ আপন আয়ত্বাধীন করিতে পারিয়াছেন তাঁহারা এই দ্বিতীয় গ্রহে জন্মলাভ করেন।

পূর্ব্ব গ্রহে মনুষ্যমাত্রেই যেমন উভয়বিধ জননশক্তি সম্পন্ন, এখানেও সেই-রূপ স্ত্রী পুরুষ ভেদ নাই।

প্রথম গ্রহটি অতীব সূক্ষ্ম ভূতে গঠিত, উহাতে গুরুত্ব নাই: এই দ্বিতীয় গ্রহটি প্রথম গুরু দেহ সেই জন্য ইহার নাম গুরু। এবং স্ব শক্তির অধিষ্ঠান বলিয়া ইহার নাম স্বাধিষ্ঠান। এই গ্রহের চারিটি চন্দ্র আছে। এখান হইতে সূর্য্যকে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ বলিয়া বোধ হয় ও এখানকার দিবা রাত্র আমাদের অপেক্ষা বারগুণ বড় বলিয়া বোধ হইল। এই গ্রহ সম্বন্ধে আপাততঃ যৎ-কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র দেওয়া হইল, পরে কিছু বলা যাইবে।

এই গ্রহের সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়াও এখানের ও নানা প্রকার প্রলোভন

হইতে উদ্ধার হইয়া, যে স্থান হইতে ভ্রমণ আরম্ভ করিয়াছিলাম তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পূর্ব্ব গ্রহ হইতে এই গ্রহে আসিবার পূর্ব্বে যেমন যেমন ঘটনা হইয়াছিল এইবারে আবার সেইরূপ ঘটনা সকল ঘটিল এবং তৃতীয় গ্রহে উপস্থিত হইলাম।

এখন হইতে প্রথম, দ্বিতীয় ইত্যাদি ক্রমে গ্রহগণের নামোল্লেখ করিব। প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রহাপেক্ষা এই গ্রহ অনেক পরিমাণে স্থূল ও এই গ্রহের ভৌতিক দেহ ঘনবাষ্পীয়ভূত অর্থাৎ তরল পদার্থের ন্যায়। দেখিতে জবাকুসুমাপেক্ষা উজ্বল রক্ত বর্ণের। আকার অপ্রস্ফুটিত রক্ত পদ্মের ন্যায় ও বৃহৎ। পূর্ব্বোক্ত দুই গ্রহাপেক্ষা এই গ্রহের প্রাকৃতিক দৃশ্য কোন কোন অংশ আমাদের পৃথিবীর সাদৃশ আছে ও এই গ্রহের মনুষ্যের দেহ তরল পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত হইলেও উল্লিখিত গ্রহদ্বয়ের মনুষ্যের মত ইহারা শরীরের সম্পূর্ণ বশ নহে; ইহাদের মানসিক বৃত্তির স্ফুরণ দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রহে থাকিবার সময় আমার দেহও এই গ্রহবাসের উপযোগী পদার্থে পরিণত হইয়াছে। এখানকার প্রাকৃতিক অবস্থা স্থূল দেহধারী মনুষ্যের বাসের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। যদি এই গ্রহ আমাদের পৃথিবীর ন্যায় স্থূল ভূতে গঠিত হইত তবে এ স্থলের প্রাকৃতিক শক্তি যেরূপ তাহাতে ইহা চিরতুষারাবৃত থাকিত। প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রহে সূর্য্যের তাপ যেরূপ এখানে উহা তদপেক্ষা বেশী বলিয়া অনুভব হয় না। এখানে জীব জন্তুর মধ্যে স্ত্রী পুরুষ ভেদ নাই; কোন কোন স্থানে মনুষ্য মধ্যে স্ত্রী পুরুষ ভেদ আছে কিন্তু উভয় জাতিরই জনন শক্তি সমান। পৃথিবীর মানবের পক্ষে যাহা খুব উচ্চ দরের শক্তি তদ্রূপ শক্তিশালী মনুষ্য এখানে বিস্তর; ইঁহারা সকলেই স্বাধীন; কেহ কাহারও বশীভূত নহেন; স্ত্রী ও পুরুষ সকলেই বীর, ইঁহাদের তরল অগ্নিময় রক্তিম মূর্ত্তি এত সুন্দর যে সকলেই যেন কার্ত্তিকেয়, তবে কোথাও ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। এই ব্যতিক্রম ভাব আমাদের পৃথিবীরই মত।

এই গ্রহের প্রাকৃতিক অবস্থার সহিত পৃথিবীর কোন কোন বিষয়ের সাদৃশ্য থাকিলেও অনেক বিভিন্ন। নদ, নদী, সাগর, উপসাগর, দেশ, মহাদেশ, দ্বীপ উপদ্বীপাদি অনেক বিভাগ আছে ও শীত গ্রীষ্ম ও বর্ষাদি ঋতু সকল ভোগ হয়, কিন্তু পৃথিবীর সহিত তুলনা করিলে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তবে প্রকৃতপক্ষে

যে কি, তাহা পার্থিব বাক্যে প্রকাশ হয় না। মনুষ্যেরা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত, প্রত্যেক দলে একজন দলাধিপতি আছে। প্রায়ই একদল অন্য দলের সহিত দ্বন্দ্ব করিয়া থাকে, ইহারা ক্রিয়া সকল অমানুষিক ভাবে সম্পন্ন করিয়া থাকে। আমরা যে সমস্ত ক্রিয়াকে অলৌকিক ঘটনা বলিয়া থাকি ও যেখানে বিজ্ঞান শাস্ত্র অন্ধ যে সমস্ত এখানে নিত্য সহজ ক্রিয়া, আর এখানকার অলৌকিক ঘটনা দ্বিতীয় গ্রহের মনুষ্যের সহজ সাধ্য ও দ্বিতীয় গ্রহের যাহা অলৌকিক ঘটনা তাহা প্রথম গ্রহের সহজসাধ্য। যথাক্রমে এই সকল পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, গুরুদেব ও অগ্রে অগ্রে চলিতেছেন। আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পরে দেখিলাম যে একটি অতি মনোরম পর্ব্বত সম্মুখে রহিয়াছে, ক্রমশঃ আমরা সেই পর্ব্বতে উঠিলাম। পর্ব্বতটি অন্য পদার্থ অপেক্ষা কঠিন দ্রব্যে গঠিত এরূপ বোধ হইল না। সে যাহা হউক উক্ত পর্ব্বতের শিখরদেশে উঠিলাম, তথাকার দৃশ্য বর্ণনা করা আমার দ্বারা সম্ভবে না, যেন দেব স্থানে কত শত মহাপুরুষ রহিয়াছেন, তাঁহাদের জ্যোতির্ম্ময় দিব্য মূর্ত্তির জ্যোতিতে দশদিক আলোকিত হইয়া এক অপূর্ব্ব ভাব ধারণ করিয়াছে। গুরুদেবের সহিত তাহাদের বিশেষ পরিচয় বলিয়া বোধ হইল, গুরুদেব এই সময় আমাকে বলিলেন যে, এই পর্ব্বতটি এই গ্রহের মধ্য স্থলে অবস্থিত, পূর্ব্বে দেখিয়াছ যে এই গ্রহটি একটি পদ্ম পুষ্পের ন্যায়। এই পর্ব্বত উহার কর্ণিকা। এই স্থলে যাবতীয় মহাপুরুষেরা অবস্থান করেন। মনুষ্যের মধ্যে যাঁহারা মণি, অর্থাৎ রত্ন, তাঁহারা এইখানে বাস করেন। মহামূল্য মণি এইখানে পাওয়া যায় এই কারণে এবং অন্য কারণেও ইহাকে মণিপুর বলে। এই গ্রহের অধীশ্বর রুদ্রকে মণিপুরেশ্বর বলে। এই গ্রহ মঙ্গল নামেও কথিত হইয়া থাকে।

এই তৃতীয় গ্রহের সাধারণ লোকে ক্ষমতার আতিশয্য বশতঃ অত্যন্ত অহংকারী এবং সেই জন্য অনেকেই প্রকৃত পন্থায় অগ্রসর হইতে পারেনা। এই প্রকার ক্ষমতাশীল ও অহঙ্কারী লোক পৃথিবীতে প্রায় ৫০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে বাস করিতে তাহারা যে সমস্ত পার্থিব বিষয়ে উন্নতি লাভ করিয়াছিল তাহা এই সময়ের লোকদিগের পক্ষে স্বপ্ন দৃষ্ট অমানুষিক ক্রিয়া বলিয়া বোধ হয়। তাঁহাদের অধিকৃত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সকল কতক কতক আবিষ্কৃত হইতেছে এবং

আরও ভবিষ্যতে হইবার সম্ভাবনা। প্রায় ৯।১০ হাজার বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহাদের কার্য্য কলাপ বিদ্যমান ছিল। তাহাদের অত্যন্ত অহঙ্কার ও ক্ষমতার অপব্যবহার এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণ বশতঃ ভূমিকম্পনাদি মহা মহা দুর্ঘটনা হইয়া তাহাদের দেশ মহাসাগরে নিমজ্জিত ও ধ্বংশ প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাদের কার্য্য কলাপের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি ও বিদ্যমান আছে; উহা পরে বলিব।

তৃতীয় গ্রহ সম্বন্ধে অধিক আর কিছু বলিব না, কেবল এইমাত্র বলিতেছি যে, ইহার অধিবাসীদের পূর্ব্ব ক্ষমতার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই গ্রহের দুইটী উপগ্রহ বা চন্দ্র আছে, যথাক্রমে তাহাদিগের উদয় অস্ত দর্শন করিলাম। এতৎ ব্যতীত প্রথম গ্রহ হইতে এই তৃতীয় গ্রহ পরিভ্রমণকালিন অন্যান্য অনেক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ পরিদর্শন করিলাম, যাহাদের বিষয় লিখিতে হইলে এত বিস্তৃত হইয়া পড়িবে যে, তাহার সংলগ্ন রাখা দুরূহ হইবে। উক্ত বিষয় সময়ান্তরে কিছু কিছু লিখিব। যেমন গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে উপস্থিত হইবার সময়ে যেসব ঘটনা ঘটে ও যে সমস্ত অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন হয় এই গ্রহ হইতে চতুর্থ গ্রহে যাইবার কালিন তাদৃশ ঘটনাও দৃশ্য দর্শনাদি করিয়া যথাক্রমে চতুর্থগ্রহে উপস্থিত হইলাম। যতদূর আমার দ্বারা লেখা সম্ভব তাহা লিখিলাম; জানিনা এই স্বপ্নের দ্বারা কি অর্থ বুঝাইতেছে ও কি ফল হইবে। সপ্নাবস্থায় যাহা দেখিয়াছি তাহা সম্পূর্ণ স্মরণ নাই, তবে যতদূর স্মরণ হইতেছে তাহা এই জাগ্রত অবস্থায় কত দুর পরিস্ফুটিত করিয়া লিখিতে সক্ষম হইলাম ঠিক অনুমান করিতে পারিতেছিনা। তবে আমার দ্বারা যতদুর সম্ভব সে বিষয় ত্রুটি করি নাই।

(ক্রমশঃ।)

—*:():*—

নন্দি, কেমনে ভুলি তাঁরে

কে ভুলে পরম জনে।

অন্তর হয়েছে শ্মশান
জ্বলে চিতা হুহু করে।

হৃদয়ের জ্যোতি সম
জীবনের শক্তি মম,
সতী আমার কোথা আছে
বল যাবো সেই খানে।

শব সম দেহ মোর
বহিতে পারিনে আর,
ভুগিতে পারিনে ভোগ
যায় প্রাণ সতী বিনে।

ছেড়েছিরে সুখ আসা
চাহিনারে ভাল বাসা,
সে শ্যামা রূপ শুধু, নন্দি,
ভাবি সদা মনে মনে।

সতীর প্রতিমা খানি
হৃদি পদ্মে দেবে আনি,
ভক্তি প্রেম অর্ঘ্য দিয়ে
পূজি তাঁরে সযতনে।

শ্রীবঙ্কুবিহারী ঘোষ।

টেনিসন দৃষ্ট সমাধি অবস্থা।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরপ্রতিম শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায় টেনিসনের জীবন বৃত্তান্ত হইতে নিম্নলিখিত অংশ টুকু উদ্ধৃত করিয়া আমাকে একখানি পত্র দিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন যে,

"তুমি সে দিন বলিয়াছিলে যে কবি সেলি তাঁহার সূক্ষ্মশরীর দেখিতে পাইয়া ছিলেন ; কাহার কাহার মতে টেনিসন শেলি অপেক্ষা উচ্চভাবাপন্ন কবি ; টেনিসনের চিত্ত কিরূপ উন্নত ছিল তাহা এই উদ্ধৃত অংশ হইতে বুঝা যায় ; এই উদ্ধৃত অংশ টুকু তোমার কাজে আসিতে পারে, তাই উহা তোমাকে লিখিয়া পাঠাইলাম।" প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ চিত্তের যে অবস্থাকে সমাধি অবস্থা বলিয়া গিয়াছেন এই উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিয়া তাহার অনেকটা আভাস পাওয়া যায়, সেই জন্য উহা ইংরাজী লেখা হইলেও আমাদের এই বাঙ্গালা পত্রিকাতে প্রকাশ করিলাম।

TENNYSON.

A Memoir by Hallam Lord Tennyson—Voli p. 320.

In some phases of thought and feeling his (Tennyson's) idealism tended more decidedly to mysticism. He wrote "A kind of waking trance I have frequently had, quite up from boyhood when I have been all alone. This has generally come upon me through repeating my own name two or three times to myself silently, till all at once, as it were out of the intensity of the consciousness of individuality, the individuality itself seemed to dissolve and fade away into boundless being, and this not a confused state but the clearest of the clearest, the surest of the surest, the weirdest of the weirdest, utterly beyond words, where death was an almost laughable impossibility, the loss of personality (if so it were) seeming no extinction but the only true life." "This might" he said "be the state which, St Paul describes whether in the body I cannot tell or whether out of the body I cannot tell." He continued 'I am ashamed of my feeble description. Have I not said the state is utterly beyond words? but in a moment when I come back to my normal state of 'sanity'

I am ready to fight for *mein liebes* Ich and hold that it will last for *aeons* of *aeons*".

"In the same way" he said "that there might be a more intimate communion than we could dream of between the living and the dead at all events for a time—"

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

উত্তরা খণ্ড।

সম। "হাঁ,জড় বিজ্ঞানবিদ্ মাত্রেই সকল দ্রব্যেই জাড্যগুণ মাত্র বিদ্যমান জানিয়া বুদ্ধিকেও জাড্য দোষে দূষিত করেন। তাঁহারা যাহা বুঝিতে অক্ষম তাহা অঙ্গীকার করিতেও অসম্মত। যাহা হউক, তাঁহারা গুপ্ত বিদ্যার ন্যায় বিবিধ বিষয় সহজে বুঝিতে না পারিয়া অঙ্গীকার না করায়, তাঁহাদিগের অনুসন্ধিৎসা প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, তাঁহাদিগের বিশেষ অনিষ্ট করে। তাঁহাদিগের জানা, কর্ত্তব্য যে, এ সমস্তই অজ্ঞের নিকট গূঢ় বিদ্যা—জ্ঞানী ইহা ভিন্ন চক্ষে দেখেন। একজন অশিক্ষিত হিন্দুর চক্ষে ছায়াবোধ যন্ত্র (Photographicc camera) একটা উচ্চ অঙ্গের ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার। সেইরূপ আপনার সন্মুখে রাসায়নিক শক্তিতে যে যন্ত্র প্রস্তুত হইতেছে, উহা জাগতিক ঘটনার প্রতিবিম্ব বোধক যন্ত্র। ছায়াবোধ যন্ত্রের যবক্ষাররজত (Nitrate of silver) আলোক সংস্পৃষ্ট না হইলে, যেমন প্রতিবিম্বাববোধক্ষম থাকে; তেমনি দুইটি অপরিচালক বস্তু অর্থাৎ এক পৃষ্ঠে কাচ ও অপর পৃষ্ঠে একপ্রকার বৃক্ষ নির্য্যাসদ্বারা অবরুদ্ধ হইলে ঐ তৈল সর্ব্ব প্রকার তেজঃপুঞ্জ কর্ত্তৃক অব্যাহত থাকিয়া চিন্তিত পদার্থের প্রতিবিম্ব প্রদর্শন ক্ষম থাকে। কেমন এখন এসকল সম্ভব বোধ হইতেছে কি ?'

চিন্তামণি বিস্মিত মুখে বলিলেন—"ছায়াবোধ যন্ত্রের কথাটি বেশ লাগিল, কিন্তু উপমাটি মিলিল কৈ ? যাহার প্রতিবিম্ব রক্ষা প্রয়োজন তাহা ছায়াবোধ

যন্ত্রের ঠিক সম্মুখে থাকে। কিন্তু যত অন্তরায় থাকুক না কেন, বহুদূরের বস্তু কিপ্রকারে উহাতে প্রতিবিম্বিত হয়?'

সম। "আপনি চিত্তের একাগ্রতা ও ইচ্ছা শক্তির কথা একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছেন, সুতরাং মিমাংসায় উপনীত হইতে পারিতেছেন না। ছায়ারোধ যন্ত্র ও ঐন্দ্রজালিক দর্পনের শক্তির প্রভেদ বিস্তর। যখন কেহ দর্শনীয় পদার্থ দর্শনার্থ আদর্শ সন্দর্শন করেন, তখন তাঁহার মন দর্শনীয় পদার্থের উপর একাগ্র হওয়া আবশ্যক, তাহা হইলে উহাতে এক প্রকার ভুবর্জ্জোতিঃ (ray of astral light) পতিত হয়, ঐ জ্যোতিঃ দর্পন কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া দর্শনীয় বস্তুর সাদৃশ্য এবং ক্রমে তাহার তাৎকালিক অবস্থা পর্য্যন্ত প্রতিবিম্বিত হয় কিন্তু স্থায়ী হয়না। এই গেল দর্পনে স্থায়ী চৈতন্য সঞ্চারের কথা; নখদর্পনে অস্থায়ী চেতনা সঞ্চার দ্বারা সেই সময়ে মাত্র দ্রষ্টব্য বিষয় দেখা যায়।।"

তাঁহাদিগের কথাবার্ত্তা শেষ হইলে পুরোহিত মহাশয় অগ্রসর হইয়া চিন্তামণির হস্তে একখানি কুব্জ পৃষ্ঠ বাদামী গঠনেব কাচ দিয়া—"আমার সহিত আসুন" বলিয়া পূর্ব্বোক্ত অগ্নির নিকট লইয়া গেলেন। তখনও অগ্নিতে তৈল পাক হইতেছিল। তিনি তাহাকে একখানি হাতা দ্বারা সেই কৃষ্ণবর্ণ উত্তপ্ত তৈল ঐ কাচের কুব্জপৃষ্টে মাখাইয়া, অগ্নির উত্তাপে শুকাইয়া পুরোবর্ত্তী নিভৃত নিকুঞ্জে গমন পূর্ব্বক কাচখানির ন্যুব্জপৃষ্ঠ সম্মুখে ধরিয়া একমনে কোন দুরবর্ত্তী বন্ধুকে ভাবিতে বলিলেন।

চিন্তামণি তাঁহার আদেশানুযায়ী তাহাই করিলেন। খৃষ্টান মত বিরোধী কার্য্য করিতে উদ্যুক্ত বলিয়া প্রথমে তাহার হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল; কিন্তু সহজেই প্রকৃতিস্থ হইয়া মনে করিলেন—"কাহাকে চিন্তা করিব? না, না আর মনে করা উচিত নহে, তাহাতে ক্ষতিইবা কি? মনোরমে, তুমি বর্ত্তমান অবস্থায় সুখী কিনা জানিতে মন অতিশয় ব্যগ্র—আমাকে মার্জ্জনা করিবে।।"

ব্রাহ্মণদ্বয় দূরে থাকিয়া তাঁহার কার্য্য কলাপ লক্ষ করিতে লাগিলেন। চিন্তামণির হস্ত সত্বরই দর্পন গ্রহণ কবিল, তিনি দেখিলেন দর্পন মধ্যে একটি সুরম্য হর্ম্ম্য প্রতিফলিত হইয়াছে, তাঁহার প্রকোষ্ঠ দ্বারা সুচারু কারুকার্য্য শোভিত যবনিকা, ক্রমে যবনিকা অপসৃত হইল, গৃহাভ্যন্তরে তিনটি পুরুষ ও তিনটি সুন্দরী রমণী, তিনটিকে দেখিলেই গণিকা বলিয়া বোধ হয়।

তাহারা কয়েকখানি চেয়ারের উপর নানা ভঙ্গী করিয়া উপবিষ্ট, সম্মুখে মকমল মণ্ডিত টেবিলের উপর মদ্য ভাণ্ড ও অন্যান্য আহারীয় কতক রজত পাত্রে কতক ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন। "বাঙ্গালা দেশে এমন সৌখিন রাজা আর কে?" এই বলিয়া একজন গণিকা অর্দ্ধোন্মত্তাবস্থায় মদ্য ভাণ্ড হইতে পান পাত্রে যেমন মদ্য ঢালিল অমনি হস্ত হইতে পাত্র চ্যুত হইয়া পাত্রস্থ মদ্য বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল, এই বিভৎস ব্যাপার দর্শনে চিন্তামণি মুখ ফিরাইলেন। পুনর্ব্বার দেখেন সে দৃশ্য অন্তর্হত ও আর একটি গৃহের দৃশ্য মুকুরে প্রতিফলিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটী রমনী সাশ্রুনয়নে করজোরে কাতর স্বরে কহিল "মা জগদম্বে! মা রক্ষা কর। মা আদ্যাশক্তি তোমার দাসীর হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার কর মা—এই মনোবেদনা সহ্য করিবার ক্ষমতা দেও মা।"

চিন্তামণির হৃৎপিণ্ড যেন ছিন্ন হইয়া গেল, তিনি কহিলেন--"মনোরমে—তোমার এ অবস্থা!"

তন্মূহুর্ত্তে আর একটি নারী মূর্ত্তি শনৈঃ শনৈঃ শূন্যপথে আবির্ভূত হইল। সে মূর্ত্তি অতি সুন্দর, সৌষ্ঠবসম্পন্ন ও দৃঢ়কায়, কেবল নাসিকাদেশ ঈষৎ চাপা। সে ঘৃণা উদ্দীপ্ত মুখমণ্ডলে ক্রোধ ব্যঞ্জক স্বরে কহিল—"রাণি! তুমি আমার প্রিয় বস্তু হরণ করিয়াছ—আমার পুত্রের জনককে বিবাহ করিয়াছ, তোমাকে মরিতে হইবে।" "এই কথা বলিয়া সে যেমন চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ করিয়া হস্তদ্বারা তাঁহাকে ধারণ করিতে গেল, অমনি তিনি এক হস্ত বক্ষে স্থাপন ও অপর হস্তে একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র স্পর্শ করিলেন—টুনটুন করিয়া ঘণ্টা ধ্বনি হইল। তৎক্ষণাৎ আর একটি মহিলা সহসা গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে মূর্চ্ছিতাবস্থায় ক্রোড়ে করিলেন—দ্বিতীয়া মূর্ত্তি অন্তর্হত হইল এবং পরক্ষণেই দর্পনস্থ সমুদয় দৃশ্য অদৃশ্য হইয়া গেল। চিন্তামণি দর্পনের কৃষ্ণবর্ণ ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

আদর্শ সন্দর্শনকালে সমভিব্যাহারী ব্রাহ্মণ আবিষ্ট মনে তাঁহার ভাব ভঙ্গী লক্ষ করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার দর্শনীয় বিষয় প্রশ্ন করিয়া জানিবার উপযুক্ত নহে। তিনি মৃদুস্বরে দুই একটি কথা বলিয়া, চিন্তামণির নিকট গিয়া দেখিলেন—তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়াছে। তিনি তাঁহাকে একটি কাঠের বাক্স দিয়া বলিলেন—দর্পনখানি ইহাতে রাখুন, উহা কাহাকেও

স্পর্শ করিতে দিবেন না, তাহা হইলে উহাতে আপনার ওজঃ শক্তিই ক্ষয়িত হইবে—বাক্স অন্যে স্পর্শ করিলে অধিক ক্ষতি নাই—তবে না করিলেই ভাল হয়। আত্মোন্নতিলাভেচ্ছা বা কাহাকেও বিপন্নাবস্থা ব্যতীত উহা সচরাচর ব্যবহার করিবেননা। উহা আপনার পথদর্শক স্বরূপ হউক—ভগবান্ বুদ্ধদেব আপনার উদ্বেগ দূর করুণ।"

ইহার কিয়ৎক্ষণ পরে চিন্তামনি পুনর্ব্বার গমনার্থ প্রস্তুত হইলে, সমভিব্যাহারী ব্রাহ্মণ সস্নেহে অভিবাদন পূর্ব্বক পথ প্রদর্শন করিয়া বলিলেন—"সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত এই পথে পর্ব্বতাবোহন করুণ—ভগবান আপনার উপর প্রসন্ন হউন।"

"মনোরমার শেষে এই অবস্থা হইল" এই কথা ভাবিয়া চিন্তামণি অশ্বের রশ্মি শিথিল করিলেন, সঙ্কেত মাত্র অশ্ব বেগে ধাবিত হইল। ক্রমে সূর্য্যদেব রক্তবর্ণ ধারণ করিয়া অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইলে, প্রকৃতি দেবী তিমির বসন পরিধান করিতে লাগিলেন। চিন্তামণি একটি প্রস্তরস্তূপ সন্নিহিত হইয়া দেখিলেন পথ শেষ হইয়াছে বামে দুরারোহ পর্ব্বত মালা প্রাচীরবৎ দণ্ডায়মান দক্ষিণে দুর্গ পরিখাকার ন্যায় গভীর খড়, পুরোভাগে পূর্ব্বোক্ত স্তূপে পন্থাবরুদ্ধ। তিনি মনে মনে ভাবিলেন "এক্ষণে কি করা যায় ক্রমেইতো অন্ধকার বৃদ্ধি হইতেছে। "সহসা পুরোবর্ত্তী প্রস্তরস্তূপ হইতে একখানি বৃহৎ প্রস্তর, কব্জাস্থিত গুরুভায় কপাটের ন্যায় ঘর ঘর শব্দে ঘুরিয়া গেল একটি গহ্বর বাহির হইলে—দূরে অলোক রশ্মি দৃষ্ট হইল। তিনি অসন্দিগ্ধ চিত্তে তন্মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক আলোকভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এদিকে তাঁহার প্রবেশমাত্র পাষাণ কপাট রুদ্ধ হইয়া গেল।

একজন ব্রাহ্মণ সম্মুখীন হইয়া অভিবাদনান্তব গৃহ প্রবেশ করিতে বলিলেন। চিন্তামণি একটি বিশাল কৃষ্ণ প্রস্তর গৃহে উপনীত হইলেন। তথা হইতে পার্ব্বতী ধারার * কলনাদ শ্রুত হইতে ছিল। ক্ষণেক বিশ্রামান্তে ব্রাহ্মণ দুইখানি দেবদারু কাষ্ঠ মশালের ন্যায় প্রজ্জ্বলিত করিয়া অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অনুগমন করিতে সঙ্কেত করিলাম। গমণ করিতে কবিতে জল কল্লোল ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইতে লাগিল, অনুমান শতহস্ত পরিমিত অতিক্রম করিয়া ব্রাহ্মণ বামদিকে ফিরিলেন, চিন্তামণি সহসা একটি অপূর্ব্ব দৃশ্য সন্দর্শনে বিস্মিত হইয়া আনন্দধ্বনি না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। [illegible] পরিমিত স্ফটিক

বিনিন্দিত একটি নির্ঝরিণী ঝর ঝর শব্দে কতগুলি শ্বেত প্রস্তরের উপর পড়িতেছে, উপরিভাগে বিবিধ গঠন ও বিবিধ বর্ণের মন্দিরাকৃতি প্রস্তর মালা লম্বিত, তাহার কোন কোনটি নিম্নস্থ বারি বেগ সংগৃহীত মৃত্তিকা স্তূপে সংলগ্ন, সেই সকল প্রকৃতির তুষার ধবল স্থপতি কার্য্যের উপর মশাল-প্রেরিত জ্যোতিঃ পতিত হওয়ায় তাহার পশ্চাৎ ভাগ তিমিরাবৃত, সেই সমগ্র দৃশ্য অস্থির স্বচ্ছ জল ধারে প্রতিবিম্বিত হইয়া কুহক সংগঠিতবৎ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। ব্রাহ্মণ একটী প্রস্তর গর্ত্তে মশাল প্রোথিত করিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশে তাঁহাকে নির্ঝরিণী প্রদর্শন করিয়া গুহাভ্যান্তরে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

চিন্তামণি নয়নযুগল চরিতার্থ করণার্থ একখানি প্রস্তরোপরি উপবিষ্ট হইয়া বিস্মিত নেত্রে অবলোকন করিতে করিতে ভাবিলেন "এটা বাস্তবিকই মন্ত্র মায়া মোহিত প্রদেশ। প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড অদৃশ্য কব্জায় অদৃশ্য হস্তদ্বারা চালিত হইয়া দ্বারের কার্য্য সাধন করে। গহ্বর সকল অদৃষ্ট পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য নিদান! আহা! আমার যাত্রার প্রতি পদে পদে জগতের নূতন নূতন বিস্ময়কর পদার্থ দৃষ্টি পথারূঢ় হইতেছে।"

তিনি সেই পার্ব্বতীয় ধারায় তুষার শীতল জলে অবগাহন পূর্ব্বক গুহাভ্যান্তরে প্রত্যাগত হইয়া পুনরায় সেই দর্পনদৃষ্ট বিষয়ক চিন্তায় অবগাহন করিলেন। ভাবিলেন—সত্যই কি মনোরমা এত দীনভাবাপন্ন? বিবাহের পূর্ব্বে রাজা যেমন দোষান্বিত ছিলেন এখনও সেইরূপ! সেই রাজোদ্যান সেই রাজ প্রাসাদ, সেই সমস্তই পূর্ব্ব দৃষ্ট সমস্তই সত্য—অবশিষ্টাংশ কিরূপে মিথ্যা বলিব?"

মনোরমার সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া অবধি চিন্তামণি সৎ সাহসে, দৃঢ়তা সহকারে তাঁহাকে বিস্মৃত হইবার চেষ্টা করিতেন।

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপ জায়তে।
সঙ্গাৎসংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোভি জায়তে॥
ক্রোধাৎভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতি ভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥"

---

* পার্ব্বতীয় প্রদেশে নির্ঝর সমূহ সন্নিধানে ক্ষুদ্র নদী উৎপন্ন হয়। পার্ব্বতীয়গণ তাহাকে "ধাব" বা "ধারা" কহে।

তিনি কোন সময়ে কোন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের মুখে শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার এই অমূল্য উপদেশ বাক্য শ্রবণাবধি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া তদনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। মনোরমার কথা মনে হইলেই সযত্নে তাহা পরিহার করিতেন। এক্ষণে কি কারণে তাঁহার মন তৎকর্ত্তৃক অধিকৃত হইল তাহা তিনি নিশ্চয় করিতে পারিলেন না। যদি মুকুরে তাঁহাকে সুখী দেখিতেন তাহা হইলে হয়তো তদ্বিষয়ক চিন্তা তাঁহার মনে পুনরাবর্ত্তিত হইত না। কিন্তু যে মূর্ত্তি তাঁহাকে অভিসম্পাৎ করিতেছিল সে কে?

এই ভাবনার মধ্যে একটি জ্যোতি তাঁহার সম্মুখে পড়িল—তিনি ভিত্তি গাত্রে উজ্জ্বল অক্ষরে কি লেখা রহিয়াছে দেখিয়া পাঠ করিলেন—"সকল অবস্থাতেই মনকে সুস্থির রাখিবে, সকলই দেখিতে পার—কিছুতেই লিপ্ত হইও না। কর্ম্মফল ভোগ করিতেই হইবে। দুঃখ ভোগরূপ আত্মশুদ্ধি দ্বারা অনন্তদেবের সমীপস্থ হওয়া যায়। দুঃখে উদ্বিগ্নমনা বা সুখে স্পৃহান্বিত হইও না। অন্যের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে হইলে, অগ্রে আপনার প্রভু হওয়া আবশ্যক।" পাঠ সমাপ্ত হইলে জ্বলন্ত অক্ষর পংক্তি অদৃশ্য হইল। চিন্তামণি ব্রাহ্মণের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, তিনি স্থিরভাবে চিন্তামগ্ন। কিয়ৎ পরে দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে তাঁহাকে চিন্তাপনীত দেখিয়া, তিনি মনস্তাপ প্রকাশক স্বরে জিজ্ঞাসিলেন—"আপনি কি ভিত্তিস্থ লেখা দেখিয়াছেন?"

"হাঁ! আমাদিগের মঠাধিকারী মহাত্মাগণ ঐরূপে আমাদিগকে সতর্ক করিয়া থাকেন। কোনরূপ মনোবিকার হইতে আমাদিগকে নিরস্ত রাখাই তাঁহাদিগের অভিপ্রায়। কারণ উহাতে আমাদিগের ওজঃপুঞ্জ অস্থির হইয়া আমাদিগের কারণ শরীরকেও বিচলিত করে। এই কারণ শরীর দ্বারাই আমরা ইন্দ্রিয়াতীত জগতে আধ্যাত্মিক জগতে সম্বদ্ধ হইতে পারি—ইহা দ্বারাই আমরা পরিণামে সকল আদিকারণের সংসর্গ লাভে সমর্থ হই। ধৈর্য্য, কারণ শরীর পরিপোষণের প্রধান কারণ। মহাত্মাগণ সেই কথাই দেওয়ালে জ্বলন্তাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছেন।'

এক্ষণে আপনি দূর ভ্রমণ ও অবস্থা বৈচিত্রে পরিশ্রান্ত—পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে আপনার জন্য এক খানি খাট আছে—সুখে নিদ্রা যাউন। এই কথা কহিয়া ব্রাহ্মণ অভিবাদন করিলেন।

চিন্তামণি শ্রান্তি প্রযুক্ত বিশ্রমাভিলাষী হইলেও নিদ্রা আসিল না। দিবা-ভাগের যাবতীয় ঘটনা কথঞ্চিত অজ্ঞাতসারে তাহার মনোমধ্যে উদিত হইতে লাগিল। প্রকৃতির গূঢ় নিয়মের নূতন নূতন প্রমাণ তাঁহার মন অধিকার করিল। সম্ভবতঃ এই সকল গূঢ় নিয়মের জ্ঞান লাভের শক্তি, মানবাত্মার গভীরতম প্রদেশে গূঢ়ভাবে বর্ত্তমান আছে। মনোরমার দুঃখ শান্তি একমাত্র সেই শক্তি বিকাশ দ্বারাই সম্ভব। তাঁহার চিন্তা ক্রমশঃই প্রসারিত হইতে লাগিল। উচ্চ হইতে উচ্চতর বিষয় তাঁহার মনে উঠিতে লাগিল। তিনি যতই হিমাদ্রিশিখর সন্নিহিত হইতে লাগিলেন ততই মন অবস্থান্তরিত হইতে চলিল। এ সমস্ত তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন. তিনি দেখিলেন বায়ুর লঘুত্বের সহিত তাঁহার মানস ক্ষেত্র ও নির্ম্মল হইতেছে। কেবল মানবের পরিণাম বলিয়া নহে তাঁহার সমগ্র জাগতিক সত্য সম্বন্ধীয় স্থির জ্ঞান লাভেচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা সুখানুভব ও আশা পোষণ করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরে সম্যক আস্থাবান হইলেন।

প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে তাঁহার আপনাকে নববলে বলীয়ান বলিয়া অনুভব হইল। প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া তিনি অশ্বারোহণে পুনর্যাত্রা করিলেন। ব্রাহ্মণ গুহার বাহিরে আসিয়া সেই পার্ব্বতীয় ধারার পার্শ্ববর্ত্তী সঙ্কীর্ণ পন্থাবলম্বনে গমনের উপদেশ দিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

—*:():*—

চতুর্থ অধ্যায়।

গমন করিতে করিতে চিন্তামণির মনে হইল, যেন তাহার ভ্রমণ শেষপ্রায়, কোন কোন লোক যেন তাঁহার আগমন প্রতিক্ষায় থাকিয়া তাহার বিষয় কথোপকথন করিতেছেন এবং তাঁহার অভ্যর্থনার্থ প্রস্তুত আছেন। এই সকল শুভলক্ষণ সত্ত্বেও তাঁহার ন্যায় সুস্থির অন্তঃকরণে ও কি এক প্রকার ভাব উদয় হইল—যেন এক প্রকার ভীতি সঞ্চার হইল।

বেলা দ্বিতীয় প্রহর সেই উচ্চ ভূভাগেও সূর্যদেব প্রখর কিরণ বর্ষণে, অশ্ব সমেত আরোহীকে অবসন্ন প্রায় করিয়া তুলিলেন। একবার চতুর্দ্দিক অবলোকন করিবার জন্য, চিন্তামনি অশ্বরশ্মি সংযত করিলেন, দেখিলেন অদূর সম্মুখে দুরারোহ পর্ব্বতমালা তাঁহার গতি রোধ করিতেছে। তদ্দর্শনে ভাবিলেন—আমার দেহাবসাদক আপদ সঙ্কুলে ভ্রমনের কি এই পরিণাম ?"

সহসা লতা গুল্মাচ্ছাদিত জল প্রবাহের মৃদু কল্লোল তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল ; তিনি ঘোটক পৃষ্ঠ হইতে অবরোহানন্তর, তাহাকে পর্যান ও বলগা মুক্ত করিয়া শব্দানুসারে কল্লোলিনী সমীপে গমন পূর্ব্বক, তাহার সুশীতল সলিলে হস্তপদাদি ধৌত করিয়া বিশ্রাম লাভ ও কর্ত্তব্য স্থিরীকরণার্থ তরুচ্ছায়ায় উপবিষ্ট হইলেন। দণ্ডেক পরে গতক্লম হইয়া যেমন উঠিলেন অমনি দেখিলেন— উজ্জল যজ্ঞ সূত্রধারী দীর্ঘাকার সৌম্যমূর্ত্তি এক ব্রাহ্মণ তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। তাঁহার কারুণ্যরসাভিষিক্ত স্নিগ্ধ দেহ ও প্রতিভা ব্যঞ্জক তীক্ষ্ণ চক্ষুদ্বয় দর্শনে চিন্তামণির মস্তক স্বতঃই অবনত হইল। ব্রাহ্মণ প্রতি নমস্কার করিয়া ঈষৎ হাস্যে কহিলেন "ভ্রাতঃ তুমি কথায় নির্ভর করিয়া এখানে আসিয়াছ ভালই হইয়াছে, এক্ষণে আমার অনুসরণ কর॥"

তাঁহার আকারোপযোগী বাক্য মাধুর্য্যে আপ্যায়িত হইয়া, চিন্তামণি কোন উন্নত হৃদয় উচ্চ প্রকৃতি মহাত্মার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন বলিয়া বিবেচনা করিলেন। যে দুরারোহ পর্ব্বত গতিরোধ করিবে ভাবিয়া, তিনি বিমনা হইয়াছিলেন, তাহারই পাদদেশে প্রকাণ্ড মহীরুহ আচ্ছাদিত একখানি গৃহে তিনি ব্রাহ্মণের সমভিব্যাহারে প্রবিষ্ট হইলেন। গৃহটির চতুর্দ্দিকে ফল পুষ্পান্বিত দ্রাক্ষালতা বেষ্টিত। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে একটী প্রকোষ্ঠে লইয়া গেলেন। তন্মধ্যে একখানি শ্বেতবস্ত্র মণ্ডিত টেবিলের উপর প্রচুর পরিমাণে আহারীয় স্থাপনপূর্ব্বক একজন গৈরিক বসন পরিহিত যুবা পুরুষ অপেক্ষা করিতেছে। সে, দুই জনকেই অভিবাদন করিল॥

উভয়ে উপবিষ্ট হইয়া গিরিভিৎ পান আরম্ভ করিলে ব্রাহ্মণ বলিলেন—"ইনি আমার শিষ্য—নাম হরগোবিন্দ, এক্ষণে মৌনব্রতাবলম্বন করিয়া আমার নিকট দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন। সমুদয় গৃহ কার্য্য ইঁহার দ্বারা সম্পন্ন হয়।"

চিন্তা। "আমার কিন্তু মৌনব্রতটা কেমন বিসদৃশ বোধ হইতেছে। আমি মনে করি যে, মৌনাপেক্ষা তদ্বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিলে অধিক ফল আছে॥"

ব্রাহ্মণ। "না, চিন্তাদ্বারা আত্মোন্নতি লাভ হওয়ায় সত্বর সত্য মিমাংসায় উপনীত হওয়া যায়। বাক্যে ওজঃপুঞ্জ অধিক অপব্যয় হয়। আপনি যদি বিশেষ ক্লান্ত না হইয়া থাকেন তাহা হইলে ওজঃ সম্বন্ধে কিছু কিছু আপনাকে বলিতে ইচ্ছা করি। তাহাতে আপনার আনন্দই হইবে; বিশেষতঃ দীক্ষাভিলাষীগণ দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বে ওজঃ সম্বন্ধীয় সুন্দর জ্ঞান লাভ করেন এটি মহাত্মাগণের ইচ্ছা। ইহাতে আধ্যাত্মিকবিদ্যার সোপানোরোহণের নিমিত্ত যে জ্ঞানের প্রয়োজন তৎপক্ষে বিশেষ সাহায্য হয়॥"

চিন্তা। "আমি এক্ষণে সম্পূর্ণ গতক্লম হইয়াছি; আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় বিবৃত করিলে, বিশেষ আপ্যায়িত হইব॥"

ব্রাহ্মণ। "শুনুন,—এই ওজঃ পদার্থ সূর্য্য রশ্মির ন্যায় এক প্রকার জ্যোতি। চিত্রকরগণ দেব মূর্ত্তির মস্তক যে পীতবর্ণ মণ্ডলে বেষ্টিত করে, প্রতিমার পৃষ্ঠদেশে যে ছটা বাঁধিয়া দেয়, সে সমুদয় এই ওজঃপুঞ্জের অনুকল্প। কেবল মস্তকের চতুর্দ্দিকে নহে, উহা বাস্তবিকই সমুদয় দেহকে বেষ্টন করিয়া ন্যূনাধিক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে। এই দূরত্বের নাম ওজঃ প্রসার (zone of radiation)। প্রত্যেক গভীর ঈশ্বর চিন্তাদ্বারা, পরব্রহ্ম সমীপস্থ হইবার প্রবল ইচ্ছা দ্বারা, পবিত্র জীবন যাপন দ্বারা এবং দয়াদি সদনুষ্ঠান দ্বারা বুদ্ধি বৃত্তির ঔদার্য্যসম্ভূত হয়, এবং তাহা হইতে উহার প্রসার প্রতিনিয়ত বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কোন কোন শিষ্যের ওজঃ ত্রিশ চাল্লিশ হস্ত হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ বিস্তৃত। মহাত্মাগণের ওজঃপুঞ্জ দেশ মহাদেশ, সাগর মহাসাগর পার পর্য্যন্ত অবস্থিত।"

"ইহা প্রকর্ষনী ও বিপ্রকর্ষনী দুই ক্রিয়া শক্তি সম্পন্ন। ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে ইহা পরস্পর আকৃষ্ট ও প্রদত্ত হইয়া থাকে। মানব ইহার প্রসারান্তর্ভূত হইলে, চৈতন্যের ন্যূনাতিরেকানুযায়ী ইহার শক্তি অনুভব করিয়া থাকে। একজন বুদ্ধিমান ধার্ম্মিক, অন্য কোন হীনবুদ্ধি ইন্দ্রিয় পরায়ণ জাড্য দোষান্বিতের সমীপস্থ হইলে, যখন দুইজনের ওজঃ পরস্পর সংস্পৃষ্ট হয়, তখন প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয়ের নিকটস্থ হইতে কথঞ্চিত সঙ্কুচিত ও ম্রিয়মাণ হইয়া থাকেন; পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথমের ওজঃ শক্তি হইতে সদিচ্ছা ও প্রফুল্লতা লাভ

করেন। এইরূপে পরস্পরের ওজঃ আকৃষ্ট হইলে, তাঁহাদিগের অন্তরে সৎ বা অসৎ বৃত্তি উত্তেজিত হইয়া চৈতন্যের প্রভাবানুযায়ী স্থায়িত্ব লাভ করে।"

চিন্তা। "এ সকল কি বাস্তবিক কথা?"

ব্রা। "কেন আপনি কি কোন তেজস্বী ধার্ম্মিকের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহার প্রভাব, তাঁহার ওজঃ শক্তি অনুভব করেন নাই?"

চিন্তা। "আজ্ঞা হাঁ, আমার এই যাত্রাতেই ঘটিযাছে।"

ব্রা। "যদি কোন আত্মনির্ভরতা বা ইচ্ছা শক্তি শূন্য ব্যক্তির, স্বার্থপর নীতি ও স্বার্থপর ধর্ম্ম পরিপুষ্ট ওজঃ,কোন ইন্দ্রিয় সুখাভিলাষীর ওজঃপুঞ্জে সংলগ্ন হয়, তাহা হইলে প্রথম ব্যক্তির ওজঃ তাদৃশ পুষ্টিলাভ করিতে পায় না। দ্বিতীয় ব্যক্তি যদি দুষ্কর্ম্মান্বিত ভ্রষ্টাচারী হয়, তাহার ওজঃ উক্ত স্বার্থপর ব্যক্তির ওজোপরি এমত প্রবল শক্তি প্রয়োগ করে যে, ভ্রষ্টাচারী দুর্নীতি ও দুরভিসন্ধি, শোষ ক্ষতের ন্যায তাঁহার মনকে আক্রমণ করে।"

ব্রাহ্মণ সরলভাবে ওজঃ সম্বন্ধে এরূপ সুন্দর ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন যে শ্রোতা তাহাতে একেবারে মগ্ন হইয়া গেলেন। কিন্তু সকল বিষয় সম্যক উপলব্ধি করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ধর্ম্মের আবার স্বার্থপরতা ও নিঃস্বার্থপরতা কিরূপ অনুগ্রহ করিয়া বুঝাইয়া দিউন।"

ব্রাহ্মণ। "একমাত্র স্বীয় ব্যক্তিগত কল্যান সাধনার্থ যে ধর্ম্ম উপার্জ্জিত হয তাহাকে স্বার্থপর ধর্ম্ম কহে। নরকে যাইবার ভয়ে কেবল আপন বিপদ পরিহারের জন্য, উপার্জ্জিত ধর্ম্মই স্বার্থপর ধর্ম্ম। এরূপ ব্যক্তির ওজঃ কোন ভ্রষ্টাচারী হিংস্রকের ওজঃ সংযুক্ত হইলে তৎকর্ত্তৃক অভিভূত হয়। পক্ষান্তরে আত্মদোষানুসন্ধান, প্রেম, সত্য, পবিত্রতা, দয়া দাক্ষিণ্যাদি উদারতা এক কথায় যাবতীয় উৎকৃষ্ট সামগ্রীর সমাদর হইতে, পরম ও পুরুষ তাঁহার নৈসর্গিক নিয়মের জ্ঞান লাভেচ্ছা ধর্ম্ম নিঃস্বার্থ ধর্ম্মনামে অভিহিত। এরূপ নীতি সম্পন্ন ব্যক্তির ওজঃ সংস্পৃষ্ট হইলে বিশেষ অনিষ্ট হয না। প্রথমতঃ তাঁহার ওজঃ পুঞ্জ অভীভূতবৎ প্রতীয়মান হইলেও সে ভাব স্থায়ী হয় না সম্মুখে বিষম শত্রুর আবির্ভাব অনুভব করিয়া তিনি সত্বরই সতর্ক হইয়া যান। কিন্তু নিঃস্বার্থ ব্যক্তির ওজঃ কর্ত্তৃক স্বার্থপর ব্যক্তির ওজোপরি এমত প্রবল সংস্কার উৎপন্ন

হয় যে তাহার ক্রিয়া দীর্ঘকাল থাকিয়া যায়। সৎকার্য্য সাধনোদ্দেশে সজ্জনের ওজঃ প্রসার যথাসাধ্য বৃদ্ধিকরা যে কত প্রয়োজন, তাহা বোধ হয় এক্ষণে আপনি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইযাছেন ?,,

চিন্তা।."আজ্ঞা হাঁ! যে ওজঃ পুঞ্জের সত্বা জর্ম্মন দেশীয় একজন বৈজ্ঞানিক সম্প্রতিমাত্র আবিষ্কার কবিয়াছেন, আপনারা এই হিমাচলের নিভৃত প্রদেশে বাস কয়িয়া কিরূপে তাহাব সত্বা এবং গুণ পর্য্যন্ত অবগত হইয়াছেন বুঝিতে পারিতেছিনা। যদি অনুমতি হয়, তবে কিপ্রকারে উহা আবিষ্কৃত হইহাছিল বলিতে পারি।,,

ব্রাহ্মণ। "মহাত্মাগণ স্মবণাতীত কাল হইতে উহা গূঢ় বিদ্যায় প্রয়োগ করিতেছেন। তথাপি নবাবিষ্কাবের কথা আমাব শুনিতে ইচ্ছা হয়।,,

চিন্তা। উক্ত বৈজ্ঞানিক একজন সূক্ষ্মদর্শী অনুসন্ধিৎসু লোক ছিলেন। তিনি এক দিবস একখণ্ড বৃহৎ অযষ্কান্তে একখান গুরুভাব লৌহ লম্বিত হইতে দেখিয়া, উহার কোন গূঢ় শক্তি আছে বলিয়া স্থির করিলেন ; এবং মনে করিলেন যে, হয়তো ঐ শক্তিদৃষ্টি বিষয়স্তি ভূত ও হইতে পারে। এই অনুমানের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি একটা নিবিড় অন্ধকারময গৃহে একখণ্ড অয়স্কান্ত-মণি যদৃচ্ছা নিক্ষেপ করিলেন ; এবং কয়েকটি তীক্ষ্ণদৃষ্টি বমণীকে তথায় লইয়া গিয়া উহা অন্বেষণ করিযা বাহিব করিতে কহিলেন। একটি রমণী অনূান একদণ্ড কাল স্থির নেত্রে লক্ষ করিয়া উহা দেখিতে পাইলেন এবং উক্ত ব্যক্তিব হস্ত ধরিয়া লইয়া গিয়া দেখাইয়া দিলেন তিনি বলিলেন,—"অশ্বের নালের আকারের একটা পীত ও নীলবর্ণ আলোক দেখিতে পাইয়া উহার অবস্থিতি নির্দ্দেশ করিয়াছিল।,, তিনি ইহাতে অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং ষাটজন রমণীদ্বারা পরীক্ষা করিয়া স্বীযমত দৃঢতর করিলেন। স্ফটিক লবণ প্রভৃতি অনেক বস্তুদ্বারাও এরূপ পরীক্ষা হইয়াছিল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিগণ সে সমস্ত বস্তুতেই ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের আলোক দেখিতে পান। অধিকন্তু ঐ সকল বস্তুর এক দেশ শীতল ও অপর দেশ উষ্ণ এবং তাহার চতুস্পার্শ্ব একটু জ্যোতিবেষ্টিত। উষ্ণ ও শীতল স্থান দ্বয়কে তিনি উত্তর বা উষ্ণ এবং দক্ষিণ বা শীতকেন্দ্র বলিযা অভিহিত করেন। তিনি জীবিত উদ্ভিজ্জেও ঐরূপ কেন্দ্রদ্বযবিশিষ্ট ও বিবিধ বর্ণের বেষ্টিত মৃদু জ্যোতি আবিষ্কার করিয়া-

ছিলেন। অবশেষে মানব দেহ বেষ্টিত কেন্দ্রদ্বয়বিশিষ্ট ঐরূপ উজ্জল পদার্থ নয়নগোচর হইয়াছিল। য়ুরোপীয়গণ তাঁহার মত অঙ্গীকার না করিলেও উহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িল। অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি চিন্তাব নূতন ক্ষেত্র পাইলেন—গোপনে অনেক পরীক্ষা চলিতে লাগিল—ফলও পাওয়া গেল।

ব্রাহ্মণ। "যাহা হউক, অবশেষে জড়বাদীগণের মধ্যে একজনও যে জড়াতীত শক্তির বিশ্বাস করেন ইহাও সুখের বিষয়॥,,

চিন্তা। ফ্রান্সের কোন প্রসিদ্ধ উন্মাদ চিকিৎসালয়ে কতকগুলি ধীশক্তিসম্পন্ন চিকিৎসা শাস্ত্রাধ্যায়ী যুবা অবসরকালে এই শক্তিরপরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন॥"

ব্রাহ্মণ। "কিরূপে পরীক্ষা হইতেছে ?

চিন্তা। "সাধারণতঃ স্নায়বিক দুর্ব্বলতা (কবিরাজী মতে বায়ু প্রকোপতা, হেতু মূর্চ্ছা রোগের উৎপত্তি। প্রথমতঃ তাঁহারা ক্রিয়া বিশেষ দ্বারা রোগীকে অভিভূত করেন। এরূপ করিতে অধিক ক্লেশ পাইতে হয় না। তখন তাহারা সন্নিহিত বস্তুর ওজঃ আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয় ; সে বস্তু তাহাদের শরীর সংলগ্ন করিবার প্রয়োজন হয় না। তাহাদের উপাধানের নিচে একটু অহিফেন:স্থাপন করিলেই তাহারা গভীর নিদ্রিত হইয়া পড়ে। পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, এইরূপ ঔষধ যত নিকটে থাকে ততই অধিক কার্য্য করিয়া থাকে ; এবং যতদূরে স্থাপন করা যায় ততই তাহার ক্রিয়ার ন্যূনতা লক্ষিত হয়, অবশেষে কিছুই থাকে না। এইরূপে সপ্রমাণ হইয়াছে যে, প্রত্যেক বস্তুই বহির্ভাগে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত এক প্রকার শক্তি বিস্তার করিয়া থাকে। এখন বুঝা যাইতেছে যে ঐ সকল বস্তুর ওজঃপুঞ্জ তাহাদিগের ওজঃপুঞ্জে সংলগ্ন হইয়া ঐ শক্তি উৎপন্ন করে। এখন দেখুন, আপনার ওজঃ সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যা বুঝিবার জন্য আমি পূর্ব্বেই কথঞ্চিৎ প্রস্তুত হইয়াছি॥"

ব্রাহ্মণ। "পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত জানিয়াই মহাত্মাগণ আপনাকে এখানে আনাইয়াছেন।"

সেই কথোপকথনকালে ভুবর্লৌকিক ঘণ্টাধ্বনি হইল, ব্রাহ্মণ মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া কহিলেন "মহাত্মাগণ আপনার অপেক্ষা করিতেছেন—চলুন।"

এতচ্ছ্রবনে প্রথমে চিন্তামণির হৃদয় স্পন্দিত হইল, মন একবার ইতস্ততঃ করিল; কিন্তু পরক্ষণেই ইচ্ছাশক্তি প্রবল হইল। ব্রাহ্মণ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অনুগমন করিতে কহিলেন। তাঁহারা সেই পর্ব্বত পার্শ্ব দিয়া একটি গহ্বরে প্রবিষ্ট হইলে, ব্রাহ্মণ একটা স্থান স্পর্শ করিলে একটা দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া একটা সুড়ঙ্গ বাহির হইল। হরগোবিন্দ এক খণ্ড দেবদারু কাষ্ঠ জ্বালিয়া পথ দেখাইয়া চলিল।

ব্রাহ্মণ কহিলেন—"আমাদের এইরূপ নিভৃত স্থানের বড় আবশ্যক। দেশ আবিষ্কারক গণ সময়ে সময়ে এই সকল স্থানে প্রবেশের চেষ্টা করে, আমাদের তাহা ইচ্ছা নহে; সুতরাং তাহাদিগকে নিবারণ জন্য অনেক সময়ে আধ্যাত্মিক শক্তি প্রয়োগ প্রয়োজন হয়।"

একটি বক্র গামিনী নির্ঝরিণীর পার্শ্বদেশ অবলম্বন করিয়া সুড়ঙ্গটি অপর এক বৃহৎ গুহা পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে। প্রায় দণ্ডেক কাল গমনান্তর তাঁহারা আলোক দেখিতে পাইলেন। অনতি বিলম্বে একটি নয়ন তৃপ্তিকর,মনো-রম উপত্যকায় উপস্থিত হইলেন। কোথাও প্রবাণ্ড মহিরুহ শ্রেণী, সুললিত দ্রাক্ষালতা ও বিবিধ গুল্ম বল্লরী, বিবিধ বর্ণের কুসুমোপহারে রজত মুকুট পরি-শোভিত, নগাধিরাজের পাদদেশ বন্দনা করিতেছে, কোথাও বা স্ফটিক সজ্জিত ক্ষুদ্রায়তন শৈল তরঙ্গিনী নিচয় শৈলেশ্বরের পদ বিধৌত করিয়াই যেন, তাঁহার প্রসাদে ক্রমবর্দ্ধিত হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছে। উপ-ত্যকার মধ্যস্থলে একটি প্রসস্ত প্রস্তর প্রাসাদ। প্রধান দ্বারের উপবিভাগে লেখা রহিয়াছে—"জ্ঞান ভাণ্ডার।" হরগোবিন্দ তাঁহাদিগকে সেই বিচিত্র দ্বারদেশে লইয়া গেলে উহা স্বতঃ উন্মুক্ত হইল। হরগোবিন্দ বাহিরে রহিলেন চিন্তামণি ব্রাহ্মণের সহিত প্রবেশ পূর্ব্বক চত্বারিংশ হস্ত পরিমিত একটি চতুরস্র অঙ্গনে উপস্থিত হইলেন। প্রাঙ্গন মধ্যে পক্ষবিশিষ্ট একটা ধবলবর্ণ নরকঙ্কাল দণ্ডায়মান অবস্থায় দক্ষিণ হস্তস্থ কর্ত্তরিকার অগ্রভাগ দ্বারা একটা ঘটিকা যন্ত্রের সময় প্রদর্শন করিতেছে; বাম হস্তে একখানি পিত্তলফলকে লেখা—"বুঝিয়া দেখ"। চত্তর পার হইয়া তাঁহারা একটা প্রকোষ্ঠদ্বারে উপস্থিত হইলেন তাহাতে, "সাধের খাঁচা পড়ে রবে তোর" লেখা আছে। দ্বারদেশ অতিক্রম করিয়া উভয়ে শয্যাদি শোভিত একটা ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইলে, ব্রাহ্মণ কহিলেন "এখানে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করুন, যথাকালে আহার্য্য উপস্থিত হইবে। অদ্য রাত্রেই আপনি প্রথম পর্য্যায়ের উপদেশ প্রাপ্ত হইবেন।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলেন; চিন্তামণি দিবাভাগের পরিশ্রমে অবসন্ন প্রায় হইয়াছিলেন, তিনি শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন।

২য় ভাগ। } অগ্রহায়ণ ১৩০৫ সাল। { ৮ম সংখ্যা।

মাসিক পত্র।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল,

ও

পণ্ডিত শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী

সিদ্ধান্তবাচস্পতি সম্পাদিত।

৩৯।১ নাং মসজিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে

শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা।

নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট, "বিভাবতী প্রেসে"

এন্ কে, বাগচী দ্বারা মুদ্রিত।

"পন্থার" বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় ১৲ টাকা—মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১৵০।

নগদ মূল্য /১০ দেড় আনা মাত্র।

নিয়মাবলী।

১। কলিকাতায় "পন্থার" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা, মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১৸৹ আঠার আনা মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৶১৹ দেড় আনা মাত্র। অগ্রিম মূল্য না পাইলে পন্থা পাঠান হয় না।

২। টাকা কড়ি, পত্র, প্রবন্ধ, সমালোচনার জন্য পুস্তক ও বিনিময় সংবাদ ও মাসিকপত্রাদি নিম্ন ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইবেন। ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে টকায় ৴৹ আনা কমিশন লাগিবে।

৩। যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা পত্রে, পোষ্টকার্ডে অথবা মণি অর্ডারের কুপানে পরিস্কার করিয়া লিখিয়া আমার নিকট পাঠাইবেন।

৩৯।১ নংমস্‌জিদ্‌বাড়ীষ্ট্রীট } কলিকাতা। — শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত। প্রকাশক।

১। এখন হইতে যে মাসের "পন্থা" সেই মাসের মধ্যে কোন সময়ে প্রকাশিত হইবে। যদ্যপি কেহ পরের মাসের ৫ইয়ের মধ্যে পত্রিকা না পান তাহা হইলে আমাদিগকে জানাইবেন। তাহার পর আর আমরা দাবী থাকিব না।

২। প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে আমরা ফেরত দিতে বাধ্য নহি।

৩। পত্রিকা না পাইলে অথবা পত্রিকা প্রাপ্তি সম্বন্ধে কোন প্রকার গোলযোগ ঘটিলে অমাকে কিম্বা প্রকাশককে পত্র লিখিয়া জানাইবেন।

শ্রীশরৎচন্দ্র দেব।—কার্য্যাধ্যক্ষ।
৩৯।১ নং মস্‌জিদবাড়ীষ্ট্রট, কলিকাতা।

পন্থায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের নিয়ম।

"পন্থার বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে প্রতি পৃষ্ঠায় ৩৲ তিন টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠায় ২৲দুই টাকা এবং সিকি পৃষ্ঠায় ১।৹এক টাকা চারি আনা লাগিবে। অধিক দিনের অথবা বরাবরের জন্য হইলে পত্র লিখিলে অথবা আমাদের কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইয়া থাকে।

ইংরাজিতে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে প্রতি পৃষ্ঠায় ৪৲ টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠায় ২॥৹ টাকা এবং সিকি পৃষ্ঠায় ১॥৹ টাকা লাগিবে।

শ্রীললিতমোহন মল্লিক। কার্য্যাধ্যক্ষ—বিজ্ঞাপন বিভাগ। ২০ নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীশরৎচন্দ্র দেব। কার্য্যাধ্যক্ষ—সাধারণ বিভাগ। ৩৯।১ মস্‌জিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ প্রণীত

সনৎসুজাতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্র।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

ইহা শাঙ্কর ভাষ্য ও বঙ্গানুবাদ সহ মুদ্রিত হইয়াছে।

গুরুশাস্ত্র। মূল্য ৷৶৹ দশ আনা।

কলিকাতা বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীতে সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারীতে ও ৩৯।১ নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট আমাদের নিয়মাবলী-পন্থার কার্য্যালয়ে পাওয়া।

ভাগ। অগ্রহায়ণ ১৩০৫ সাল। ৮ম সংখ্যা।

মৃত্যু।

নহে মৃত্যু হৃদয়ের অতিথি কেবল,
আমাদের দ্বারে।
নিত্য সঙ্গী। অতুলন প্রভাব তাহার
জগত সংসারে।
এ দেহ বিক্রীত শুধু নয় তার পদে,
যত কিছু সবি।
সংস্পর্শে চিহ্নাঙ্কিত, সংকেত মুদ্রিত
তারি ছায়া ছবি।
ঋণী মোরা কত জন্ম কত কাল যেন
আছি কাছে তার;

প্রত্যেক মুহূর্ত্ত চলি' যায় জীবনের
শোধিতে সে ধার।
আনন্দ, বিশ্বাস, স্নেহ, ভক্তি, প্রেম, আশা,
উচ্চ বৃত্তি গুলি,
ফুটে' ওঠে পুষ্পসম হৃদয় কাননে,
সৌরভে আকুলি' :—
একে একে ঝরে' পড়ে বৃন্ত হ'তে টুটি',
মরে যায় তারা,
কঠোর পরশে তার ; শুখাইয়া আসে
নির্ঝরের ধারা।
তারপর অবশিষ্ট পড়ে' থাকে যাহা,
তুচ্ছ দেহখান,
তাহার চরণো প্রান্তে সে জন্মের মত
সর্ব্ব শেষ দান।

শ্রীমতী মৃণালিনী

—•:():•—

আত্মপ্রতি।

অসার বিষয় জালে রে অবোধ মন,
মগন হইয়া কেন রয়েছ এমন?
অমিয়া বলিয়া যারে পিয়িতেছ বারে বারে,—
সে নহে অমৃত শুধু গরল ভীষণ—
প্রতি চুমুকেতে তার বাড়িছে যাতনা ভার,—
তবুও তবুও কেন মুদিত নয়ন?

রে অবোধ এখনও হও সাবধান।
এখনো ও স্রোত হতে ফিরাও পরাণ।
দলিয়া প্রাণের আশ, ছিঁড়ে ফেলে মায়াপাশ,
প্রেমের গৌরাঙ্গ পদে কর আত্মদান।
দূরে যাবে শোক দুখ, শান্তিতে ডুবিবে বুক
দয়ার দেবতা সেযে করুণা নিধান।

অনিত্য শরীর শুধু মাংস ক্লেদ ভার।
নয়ন মুদিলে সব হবে অন্ধকার।
আত্মীয় বান্ধব যারা এ দেহ লইয়া তারা,
"মড়া" ব'লে ক'রে দিবে গৃহ হতে বার।
তাই বলি এই বেলা, না ফুরাতে ভব খেলা,
প্রাণ ভরে গোরানাম স্মর বারবার।
সে বিনা জীবের কেহ নহে আপনার।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা।

স্বপ্নে দীক্ষা।

(৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যার ২১৩ পৃষ্ঠার পর।)

চতুর্থ গ্রহ অর্থাৎ পৃথিবীতে উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছি সে সম্বন্ধে কিছু লেখা আবশ্যক। অন্যান্য গ্রহে গমনকালীন গ্রহের জ্যোতি ও মধুর হুঙ্কার ধ্বনি শ্রবণ ও দর্শন করিয়াছি এথানে তাহার কিছু ব্যতিক্রম দেখিতে পাইলাম। অন্য গ্রহগণ যেমন এক এক অপূর্ব্ব জ্যোতি দ্বারা বেষ্টিত এই গ্রহ সেরূপ নহে। এক স্থানে অগ্নি প্রজ্জলিত হইলে যেরূপ

আলোক বিকীর্ণ হইয়া আকাশ মণ্ডলে বিস্তৃত হয়, সেইরূপ এক উজ্জ্বল তাড়িতালোক একস্থান হইতে উত্থিত হইয়া আকাশ মণ্ডলে বিকীর্ণ করিয়া এই পৃথিবীর অনেক স্থান ব্যাপিয়া আলোকদান করিতেছে। অন্যান্য গ্রহের হুঙ্কার ধ্বনি আকাশে ঘাত প্রতিঘাতে আহত হইয়া শব্দ উত্থিত হইয়া থাকে ও সেই সঙ্গে নানা বর্ণের বিকাশ দেখা যায়। কিন্তু এখানে হুঙ্কার ধ্বনি ঘাত প্রতিঘাতে আহত না হইয়া উত্থিত হইতেছে ও সেই সঙ্গে বর্ণের সূক্ষ্ম বিকাশ মাত্র দেখা যাইতেছে। অন্যান্য গ্রহাপেক্ষা এই গ্রহ অতীব রহস্যজনক ও এই গ্রহ সম্বন্ধে অনেক অনেক প্রচ্ছন্ন সত্য আছে যাহা প্রকাশ যোগ্য নহে।পৃথিবীর যে স্থান হইতে উজ্জ্বল জ্যোতি নির্গত হইতেছে সেই জ্যোতির মধ্য দিয়া দেখিতে পাইলাম যে ঐ স্থানটিতে একটি বৃহৎ গহ্বর রহিয়াছে দেখিতে দেখিতে আমরা ঐ জ্যোতির মধ্যদিয়া গহ্বরমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলাম—যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম ততই আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বিষয় সকল দর্শন করিতে লাগিলাম,ঐ জ্যোতি দ্বারা গহ্বর দেদীপ্যমান ; সমস্তই স্পষ্ট লক্ষ্য হইতেছে, গহ্বরটি একটি বিস্তৃত মহাদেশ বিশেষ, স্থানে স্থানে নানা শোভায় সুশোভিত ও সুরম্য হর্ম্ম্য সকল দিব্য নরগণ দ্বারা অধিকৃত—দ্বেষ হিংসাদি বর্জ্জিত। এই মনুষ্যদিগকে দেখিয়া মন মহানন্দে নৃত্য করিতে লাগিল—যেদিকে তাকাই সেইদিকে নানা কারু কার্য্য ; সে সকল কারুকার্য্য পৃথিবীর বহির্দ্দেশে কখনও দেখি নাই। এখানে বিশেষ আশ্চর্য্য বিষয় দেখিলাম যে, বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত মনুষ্যেরা সকলেই পুরুষ, স্ত্রীলোক একটি মাত্র নাই। সকলেই এক এক জন সাধু পুরুষ। পৃথিবীতে যাঁহারা এই স্থান লাভের উপযুক্ত সাধু হন তাঁহারা কি বালক কি যুবা কি বৃদ্ধ প্রত্যেকেই একটি একটি মহা কার্য্যের ভার লইয়া এখানে অবস্থান করেন। জগতের মঙ্গলের জন্য সাধু পুরুষেরা প্রকৃত বিজ্ঞান সকল ও যাবতীয় বিদ্যা, পৃথিবীর আবর্জ্জনা হইতে রক্ষা করিতেছেন। তাঁহারা তাঁহাদের চিন্তা শক্তি প্রভাবে মনুষ্যগণের হৃদয়ে সময়োপযোগী ধর্ম্ম, সৎ কর্ম্ম, বিজ্ঞান শাস্ত্র জ্ঞান, শিল্প বিদ্যা, রাজবিদ্যাদি মহৎ মহৎ বিষয় সকল প্রতিফলিত করিয়া দিয়া মনুষ্য রাজ্যের ও জগতের মঙ্গল সাধন করিতেছেন। যখন মনুষ্যেরা অত্যন্ত হীন হইয়া পড়ে তখন তাঁহারা স্থানে স্থানে অবস্থান করিয়া বা কখনও কোথাও জন্মগ্রহণ করিয়া জগতের উন্নতিসাধন করিতে যত্নবান হন।

ইঁহারা ব্রহ্মবিদ্যা, রাজবিদ্যা, কারু বিদ্যা, ও যাবতীয় জ্ঞান ও বিজ্ঞান, প্রলয়ের অগ্নি বা জলপ্লাবন হইতে রক্ষা করিয়া জীবের মঙ্গল সাধন করিয়া থাকেন।

গুরুদেবের মুখে এই সমস্ত শ্রবণ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম; সম্মুখে একটি উজ্জ্বল মণিমানিক্য খচিত সুশোভিত হর্ম্ম্য দৃষ্টি গোচর হইল। এরূপ বিচিত্র সুন্দর অট্টালিকা আমি জীবনে দেখি নাই, এমন কি ইহার দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেহ। আমরা উভয়ে ঐ অট্টালিকাব তোরণ অতিক্রম করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলাম—প্রত্যেক প্রবেশ দ্বারে এক একজন দিব্য প্রহরী সর্ব্বক্ষণ প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন—প্রত্যেক গৃহে একজন করিয়া দিব্য মূর্ত্তী বিরাজ করিতেছেন। গৃহমধ্যে স্তুপাকার পুঁথী ও পুস্তক রহিয়াছে, কোন গৃহে নানাবিধ উৎকৃষ্ট শিল্পজাত দ্রব্য সকল সুন্দররূপে সজ্জিত রহিয়াছে। জগতের এতাবৎ কাল যে সমস্ত বিজ্ঞান শাস্ত্রাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে ও পরে যে সমস্ত হইবে তদ্ সমুদায়ের আদর্শ ঐ স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে। গৃহ হইতে গৃহান্তরের সমস্ত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য সংগ্রহ দর্শন করিতে করিতে, ঘনাবরণে আবৃত ও দিব্য সৌম্যমূর্ত্তী মহাপুরুষগণ দ্বারা বেষ্টিত একটি বিস্ময়জনক প্রকোষ্ঠ দেখিতে পাইলাম। এইখানে আমার প্রকৃত গুরুদেবকে দেখিতে পাইলাম, আমি স্বষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলাম। তিনি আমাকে বলিতে বলিলেন ও আমাকে যাহা বলিলেন তাহার কতক কতক নিম্নে লিখিত হইতেছে। এই প্রকোষ্ঠের নাম "রাজবিদ্যা" "ব্রহ্মবিদ্যা" "গুপ্তবিদ্যা।" লোক যখন অহঙ্কারে উন্মত্ত হইতে আরম্ভ হয় প্রকৃত পথভ্রষ্ট হইতে থাকে তখন এই প্রকোষ্ঠ আবরণ পর আবরণদ্বাবা আবৃত হইতে থাকে—সঙ্গে সঙ্গে জগত সত্বগুণ বর্জ্জিত হইয়া ক্রমশঃ তমগুণে আবৃত হইয়া অজ্ঞান অন্ধকারে ডুবিয়া যায়। যে সমস্ত শাস্ত্রে রাজবিদ্যাব আভাষ আছে তাহা বুঝিতে সক্ষম না হইয়া বিপরীত অর্থ করিয়া অনর্থ ঘটায়। জগতের এই দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া করুণ হৃদয় দয়ারঅবতার মহাপুরুষগণ কাতরে মহেশ্বরের শরণাপন্ন হইলে পর সদাশিব জগৎগুরু মহেশ্বর জগতের শিবার্থ ঐ প্রকোষ্ঠের একটী আবরণের একটী কোনমাত্র উত্তোলন করিয়াছেন তাই আজ মহাপুরুষগণ আবরণান্তরালের জ্যোতি বাহিরে পতিত হইয়া জগতের মঙ্গল হইবে ভাবিয়া নৃত্য

করিতেছেন এবং মহেশ্বরের কার্য্য করিতে পাইবেন বলিয়া স্তব করিতেছেন।

* * * *

* * * *

* * * *

ক্রমশঃ।

বিলাতী সন্ন্যাসী।

কোন একসময়ে আমি বহরমপুরে গিয়া উকিলাবাদের একজন ভদ্রলোকের বাসায় অবস্থিতি করিতেছিলাম। ঐ সময়ে বাসার কতকগুলি সমবয়স্কের সহিত বৈকালে গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করিতে যাইতাম। একদা দেখি, একজন গৈরিক বসনধারী শ্বেতকায় পুরুষ বাঁধাঘাটে বসিয়া আছেন। আমাদের মধ্যে একজন কহিলেন "দেখিয়াছ সন্ন্যাসী দেখিতে ঠিক ইংরাজের মত।"

আমি উত্তর করিলাম "ইংরাজের মত কেন? ইংরাজই।"

আর একজন কহিলেন। "হাঁ! ইংরাজ আবার সন্যাসী হইতে গিয়াছে।"

---

* এই স্বপ্ন বৃত্তান্তের কিয়দংশ আমরা প্রকাশ করিলাম না। এই জগতে সকলেই আদর চায়; সত্যও প্রকাশ জন্য আদরের অপেক্ষা করে। লেখিকার এই সত্য স্বপ্ন বৃত্তান্ত সাধারণের কাছে আদৃত হইবে বুঝিয়াই আমরা উহা প্রকাশ করিতেছি, কিন্তু উহার যদি কোন অংশ অনাদৃত হয় এই আশঙ্কায় এই স্থলের কিয়দংশ প্রকাশ করিলাম না। তবে পাঠকগণের কৌতুহল নিবারণ জন্য ইহা বলিয়া রাখি যে ম্যাডাম ব্লাভাট্স্কি স্থাপিত থিওসফিক্যাল-সোসাইটির স্থাপন মহাদেবের অনুমোদিত ইহাই লেখিকার স্বপ্নলব্ধ গুরুর উপদেশ।

সম্পাদক।

"আচ্ছা, পরিচয় লইলে হানি কি" এই বলিয়া আমি নিকটে আসিয়া ইংরাজিতে জিজ্ঞাসা করিলাম—"মহাশয়কে দেখিয়া আমাদের মনে এক ভাবের উদয় হইয়াছে—যদি বলিবার প্রতিবন্ধক না থাকে, জিজ্ঞাসা করি—মহাশয়ের নিবাস ছিল কোথায় ?"

সন্যাসী স্মিত মুখে কহিলেন। "আমার সহিত ইংরাজিতে কথা কহিবার অভিপ্রায় কি ?"

আমি। "আপনাকে ইংরাজ বলিয়া অনুমান হইতেছে।"

সন্যাসী। "কেন, ভারতবাসীর কি এরূপ গৌরবর্ণ হয় না ?"

আমি। "ওরূপ গৌরবর্ণ দেখিয়াছি, কিন্তু আপনার ন্যায় চক্ষু ভারতবর্ষীয়ের দেখি নাই। তাঁহাদিগের চক্ষু কৃষ্ণবর্ণ, তবে কাহারও কাহারও চক্ষুর রং কটা হয় বটে, কিন্তু ওরূপ নীলবর্ণ, ঠিক ঐ ভাবের চক্ষু দেখি নাই।"

সন্যাসী। "আপনার অনুমান মিথ্যা নহে—আমি স্কটলণ্ডবাসী।"

আমি। "স্কটলণ্ডবাসীগণ খৃষ্টান। আপনিও নিশ্চয় তাহাই ছিলেন। খৃষ্টান যে সন্ন্যাসী হয়, তাহা তো কখন দেখি নাই। যদি কোন বাধা না থাকে, তবে আপনি কি নিমিত্ত সন্ন্যাসাবলম্বন করিয়াছেন, বলিয়া আমাদের কৌতুহল নিবারণ করুণ।"

সন্যাসী। "প্রতিবন্ধক কি, বরং আমার পরিবর্ত্তনের কারণ শুনিয়া যদি এক জনেরও মন পরিবর্ত্তন হয় তাহা হইলে আমার সন্ন্যাস গ্রহণ সার্থক মনে করি। আমি বাল্যকালে অবহেলা করিয়া লেখা পড়া শিখি নাই। বৃটনবাসী ভদ্রলোক লেখা পড়া না শিখিলে, এবং বিশিষ্ট পৈত্রিক সম্পত্তি না থাকিলে যে গতি হয় আমারও তাহাই হইল। ভারতবর্ষে আসিয়া আমি অনুরোধবলে পশ্চিমের কোন জেলায় পুলিশের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হইলাম, একদা তত্রত্য কয়েকজন ইংরাজ বন্ধুর সহিত মৃগয়ার্থ অশ্বারোহণে বিন্ধ্যাচলে গমন করিলাম। একটা হরিণ দেখিতে পাইয়া,তাহাকে মারিবার জন্য আমরা তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইলাম। আমার ঘোটক অপর গুলাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল,আমি অতি দূর বনে গিয়া পড়িলাম। সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে পাহাড় উত্তপ্ত হওয়ায় অশ্বটি ও আমি অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া শ্বাস রুদ্ধপ্রায় হইয়া উঠিল। অন্বেষণ করিয়া কুত্রাপি জল না পাইয়া বড়ই

অধীর হইয়া পড়িলাম। এ দিকে শরীর ও অবসন্ন হইতে লাগিল; সুতরাং এক বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইয়া উদ্বিগ্নচিত্তে কত কি ভাবিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামান্তে শরীর একটু প্রকৃতিস্থ হইলে, নিকটে একটা অস্পষ্ট সঙ্কীর্ণ পথ রহিয়াছে বলিয়া বোধ হইল। তদ্দর্শনে চিন্তা করিলাম, হয়তো ঐ পথে মনুষ্য যাতায়াত করে। পথটী কোন্ দিকে গিয়াছে দেখিবার জন্য, অশ্বের বলগা ধরিয়া সেই পথ দিয়া চলিলাম—দেখিলাম একটা ঝোপের নিকট আসিয়া শেষ হইয়াছে। ঝোপের মধ্যে দেখি শ্মশ্রুকেশধারী একব্যক্তি নিমীলিত নেত্রে স্থির ভাবে বসিয়া আছেন। আমি তন্মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক কাতর স্বরে জল প্রার্থনা করিলাম; কিন্তু তিনি কোন উত্তর করিলেন না, পূর্ব্ববৎ নিস্পন্দ ভাবে বসিয়া রহিলেন। তখন বারংবার উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ ডাকার পর তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বাবা?" আমি উত্তর করিলাম—"আমি অতিশয় তৃষ্ণাতুর হইয়াছি, একটু জল দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করুণ।" তিনি কহিলেন "এখানে জল নাই।" আমি কহিলাম "যখন আপনি এখানে আছেন, তখন জল অবশ্যই আছে—পিপাসায় আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত, অনুগ্রহ করিয়া একটু জল দিয়া প্রাণ বাঁচান।"

"এখানে জল বাস্তবিকই নাই—তবে এই লাঠি লইয়া "শিব শিব" বলিয়া এই পাহাড়ে আঘাত করুন। ভগবানের ইচ্ছা হয়তো, জল নির্গত হইবে।" এই বলিয়া আমাকে একগাছা যষ্টি প্রদান করিলেন। আমি নিতান্ত বিরক্ত হইয়া কহিলাম "মহাশয়! পিপাসায় আমার প্রাণ যায়—এ সময়ে কেন পরিহাস করিতেছেন—একটু জল দিয়া প্রাণ বাঁচান।" তিনি যষ্টি দেখাইয়া পূর্ব্ব বাক্যেরই পুনরাবৃত্তি মাত্র করিলেন। আমি বিষম বিপদগ্রস্ত হইয়া, মনে করিলাম একবার কার্য্যটা করাই যাউক পরে আবার জল চাহিলেই হইবে। এই ভাবিয়া "শিব শিব" বলিয়া যষ্টি দ্বারা যেমন পাহাড়ে আঘাত করিলাম, অমনি যেন পার্থ শরাঘাতে ভীষ্মের পিপাসা শান্ত্যর্থ ভীষ্ম জননী ভোগবতী প্রস্রবণরূপে পাহাড় ভেদ করিয়া উত্থিত হইলেন। আমি বহুল পরিমাণে তাহার স্নিগ্ধ বারি পান করিলাম, অশ্বকেও পান করাইলাম। আমাদের শরীর জুড়াইল শ্রান্তি দূর হইল, অবসাদ তিরোহিত হইল। শরীরে নূতন বল পাইলাম মনে

অতুলানন্দ অনুভব করিলাম। পিপাসা শান্তি হইবামাত্র প্রস্রবণ অন্তর্হিত হইল—জলের চিহ্নমাত্রও রহিল না। আমি "শিব শিব" শব্দ করিয়া পুনরায় পাষাণে আঘাত করিলাম, ঠক্‌ঠক্ শব্দমাত্র হইল, প্রস্রবণ আর উঠিল না। তদ্দর্শনে তিনি ঈষৎ হাস্য করিলেন। আমি চমৎকৃত হইয়া তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম তিনি কহিলেন—"তোমার প্রবল পিপাসা শান্তি করিবার জন্য ভগবানের ইচ্ছা হইয়াছিল—তিনিই জল দিয়া তোমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। জল আছেই বা কোথা, নাইবা কোথা।" উত্তরে সন্তুষ্ট না হইয়া আমি পুনঃ পুনঃ নানা কৌশলে কারণ জানিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু সেই একই কথা, একই উত্তর। তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি, সেই শুষ্ক শরীরের জ্যোতি, অঙ্গের সৌগন্ধ প্রভৃতি বিবিধ কারণে, তাহার উপর কেমন একটু ভক্তি সঞ্চার হইল। ক্রমে তাঁহারই ক্ষমতায় প্রস্রবণ উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া মনে হইল। তখন আগ্রহাতিশয্যে তদ্রূপ ক্ষমতা লাভের উপায় জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি উত্তর করিলেন—"সে উপায়ের নাম যোগ।"

"ইচ্ছায় জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে, ইচ্ছায় পরিপুষ্ট হইতেছে এবং ইচ্ছাতে লয় হইবে। ইচ্ছা প্রবল হইলে, অদমনীয় হইলে, কোন বাধা বিঘ্ন না মানিয়া আপন বেগে প্রবাহিত হইলে কার্য্যে পরিণত হয়। যে ইচ্ছা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিবার বেগ লাভ করে নাই, যাহা সহজ-দম্য, লজ্জা ভয়ে যে ইচ্ছা নিবৃত্ত হয় তাহাকে ইচ্ছাই বলা যায় না। ভৌতিক জগতে ও ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। অনেকে রাজা হইবার ইচ্ছা করে—কিন্তু কয়জন তজ্জন্য উদ্যমশীল হয়। প্রকৃষ্ট বল না হইলে ইচ্ছায় উদ্যমশীলতা জন্মে না। সকলেই জানেন যে, উদ্যমশীলতাই কার্য্য সফলতার পক্ষে কারণ। সেই উদ্যমের মূলানুসন্ধান কর দেখিবে ইচ্ছাই বল প্রয়োগ করিয়া তাহাকে পরিপোষণ করিতেছে। তোমার আমার ইচ্ছার যতটুকু বল কার্য্যও তৎপরিমাণ হইয়া থাকে। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় জগৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইতেছে। তাঁহারই ইচ্ছায় আপন ইচ্ছা যোগ করিতে পারিলেই মানব পূর্ণ ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন হয়। সেই কার্য্যের নামই তপস্যা—তাহারই নাম যোগ। উহা উপদেশ সাপেক্ষ, ভক্তি সাপেক্ষ, জ্ঞান সাপেক্ষ। ঐ উপদেশ, ভক্তি, জ্ঞান লাভের উপযুক্ত হইবার জন্য, ঐ সকলকে অঙ্কুরিত করিবার জন্য দেহ ও মনকে প্রস্তুত করিতে হয় এবং দেহ

মনকে প্রস্তত করিবার নিমিত্ত কতকগুলি নিয়ম প্রতিপালন করা আবশ্যক। সেই নিয়মগুলির সাধারণ নাম সংযম। এক্ষণে কোন পুণ্য কার্য্য করিবার নিমিত্ত পূর্ব্ব দিবস অধিকাংশ লোকে হবিষ্যান্ন আহার করিয়া থাকে। কিন্তু একমাত্র হবিষ্যান্নই যে সংযম, তাহা নহে। হবিষ্যাশন যেমন নিতান্ত প্রয়োজন দেহ ও মনকে পাপ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত রাখাও ততোধিক আবশ্যক। অধিক কি যাহাতে মনে অনুমাত্রও পাপ চিন্তা না আইসে তাহাই কর্ত্তব্য। দেহ ও মনকে প্রস্তুত করিতে পারিলেই প্রায় সকল কার্য্যই শেষ হইয়া আইসে। তখন সত্য জ্ঞানের নিমিত্ত ব্যগ্র হইলে, গুরু অন্বেষণ করিতে হয় না। তিনি স্বয়ংই শিষ্যের নিকট উপস্থিত হয়েন। অনেকে বলিয়া থাকেন সদ্গুরু পাওয়া যায় না। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে সৎশিষ্যই দুর্ল্লভ। গুরু গীতায় আছে "গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্য বিত্তাপহারকাঃ। দুর্ল্লভঃ সদ্গুরু র্দেবি শিষ্য সন্তাপ হারকঃ।" এ কথা কেবল পার্থিব গুরু দিগের—ব্যবসায়ী গুরুদিগের নিমিত্ত শাসন বাক্য। বাস্তবিকই যিনি শিষ্য সন্তাপ হারক তিনিই যথার্থ গুরুপদ বাচ্য—অপরে গুরু নামধারী প্রবঞ্চক। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে উত্তম বুঝিতে পারা যায়—গুরু দুর্ল্লভ নহেন, শিষ্যই দুর্ল্লভ। শিষ্য উপযুক্ত হইবামাত্র গুরু উপস্থিত হইয়া ব্রহ্ম মন্ত্র প্রদান করেন। অধিকন্তু শিষ্য উপযুক্ত হইবার জন্য কায়মন চেষ্টা করিতেছে দেখিলেও গুরু আসিয়াই হউক আর গুরু সমীপে গমন সংঘটন হইয়াই হউক, তিনি বিবিধ রূপে তাঁহার কার্য্যের সহায়তা করিয়া থাকেন। সকল কার্য্যই বিপরীত কেবল স্বার্থে গুরু পাওয়া যায় না বলা বিড়ম্বনা মাত্র। এ স্থানে প্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত কালীময় ঘটক মহাশয়ের লিখিত ও "বামাবোধিনীতে প্রকাশিত "লালা বাবুর দীক্ষা" শীর্ষকের একটি বৃত্তান্ত মনে পড়ায় লেখক মহাশয়ের অনুমতি ক্রমে এই স্থানে তাহা যথাযথ উদ্ধৃত করা গেল।

"ধর্ম্ম জীবনে শাস্ত্র ও শ্রদ্ধা এই দুইটি বড়ই উপাদেয় সামগ্রী। যাহা অলৌকিক পদার্থে বিশ্বাস জন্মাইয়া দেয়, তাহার নাম শাস্ত্র। এই শাস্ত্রার্থে দৃঢ় প্রত্যয়ের নাম শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা থাকিলে চিন্তাশীল মনুষ্যজীবন বহুতর দুঃখ ও দুর্গতি হইতে নিষ্কৃতি পায়; সুতরাং সহজেই সুখ ও সন্তোষের উদয় হইয়া জীবনকে সরস করে। শ্রদ্ধার ন্যায় জীবনকে সরস করিবার আরও একটি হেতু আছে, তাহার নাম

দৈন্য, বা নীচতা। এ নীচতা ভক্তি ভূমি, জীবনের নীচত্ব বা অধমত্ব সূচক নহে। এই দৈন্যের সহিত বক্ষমান প্রবন্ধের সম্বন্ধ আছে; এই জন্যই এ স্থলে উহার উল্লেক করিতেছি, মৃন্ময় ভূমির সহিত চিন্ময় জীবনের বেশ সৌসাদৃশ্য আছে। ভূমির উপর বৃষ্টি পাত হয়, বৃষ্টিবারি উচ্চস্থান ত্যাগ করিয়া নিম্নস্থানে সঞ্চিত হয়। সেইরূপ যিনি অহঙ্কারের উচ্চভাব ত্যাগ করিয়া নীচ ভাব অবলম্বন করিয়াছেন, যে কোন অপ্রাকৃত রস সেই জীবনেই সঞ্চিত হয়। অহঙ্কারীর ভক্ত। দীক্ষা বা গুরু করণ হিন্দু শাস্ত্রের অন্তর্গত একটি গুরুতর প্রকরণ যতদিন জীবনে দৈন্যভাব না আইসে ততদিন তাহাতে আন্তরিক রুচি অধুনাতন শিক্ষিতবর্গ এ প্রথার বিপক্ষে যতই যুক্তি প্রদর্শন করুন, দন্যের অভাবই সে ভাবের উত্তেজক।

াতন শিক্ষিতগণের অনেকেই গুরুকরণের প্রয়োজন স্বীকার করেন না স্বীকার করেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে আপনার উপযুক্ত গুরু খুঁজিয়া আপনি শিষ্যের উপযুক্ত ব্যক্তি কিনা, এ চিন্তা একবারও মনে উদিত আমাদের বিশ্বাস, যাঁহার যেরূপ অধিকার, তাঁহার উপযুক্ত গুরু এ পৃথিবীতে আছেন। উৎকৃষ্ট গুরু লাভের জন্য যদি কাহারও ঐকান্তিক বাসনা হয়, তিনি অবশ্যই উৎকৃষ্ট গুরু লাভ করিবেন, এবং সেই ঐকান্তিক বাসনাবশে আপনিও উৎকৃষ্ট গুরুর শিষ্যযোগ্য হইবেন। একটি ঐতিহাসিক ঘটনাদ্বারা আমরা ঐ কথার সমর্থন করিব।

পাইক পাড়া রাজ বংশের অন্যতম আদি পুরুষ সুবিখ্যাত বৈরাগী শ্রীল লালাবাবুর নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। বৃন্দাবন যাত্রীগণ, পুলিন বা রাসস্থলী নামক স্থানের পূর্ব্বদিকে যে অপূর্ব্ব দেবালয় ও কৃষ্ণচন্দ্রজীর সেবা দেখিতে পান তাহা ঐ লালাবাবুর কীর্ত্তি। তিনি কোন রজকের সন্ধ্যাকালীন একটি মাত্র বাক্য শ্রবণে যেরূপ অতুল ঐশ্বর্য্যময় সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পথের ভিখারী হইয়াছিলেন, সে ঘটনা সর্ব্বজন বিদিত। আমরা শুনিতে পাই, লালাবাবুর এই উৎকট বৈরাগ্যের বীজ তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি। আমাদের ঠিক স্মরণ হইতেছে না, বোধ হয় দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পৌত্র প্রাণকৃষ্ণ সিংহ লালাবাবুর পিতা। এই প্রাণকৃষ্ণ অতিশিশুকালে একটা পড়া শুকপক্ষীকে পিঞ্জরমুক্ত করিয়া ছাড়িয়া দেন। তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কহেন,—'ঠাকুর বাড়ীতে নিত্য

শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হয়, অন্যান্য মনুষ্যের ন্যায় পক্ষীটিও তাহা শুনিত। ভাগবত শুনিলে, যখন মনুষ্যের সংসার বন্ধন মোচন হয়, তখন ঐ পাখীটাই বা পিঞ্জরাবদ্ধ থাকিবে কেন? এই জন্য উহাকে ছাড়িয়া দিয়াছি।" এই মহাপুরুষই লালাবাবুর-পিতা। যাহা হউক লালাবাবু যখন বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৃন্দাবনে বাস করেন, তখনও তাঁহার দীক্ষা হয় নাই।

যখন লালাবাবু শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিয়া শ্রীহরিনাম সাধনে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে সুবিখ্যাত বৈষ্ণব গ্রন্থ হিন্দী "ভক্তমালের" বঙ্গানুবাদক দাস বাবাজীও বৃন্দাবনে বাস করিতেন। তিনি কিরূপ সাধু ও ভক্তি পণ্ডিত ছিলেন, ঐ বাঙ্গালা ভক্তমাল গ্রন্থ পাঠে তাহার পরিচয় পাও তাঁহার নিতান্ত নিঃস্পৃহতা, ঐকান্তিক শরণাপত্তি, অপরিসীম দয়া বৈরাগ্য, অসামান্য দীনতা প্রভৃতি বৈষ্ণব গুণগ্রাম ক্রমশঃ লালাবাবু গোচর হইল। তিনি তাঁহার নিকট দীক্ষা মন্ত্র গ্রহণ করিবার জন্য হইয়া পড়িলেন ও একদা বাবাজী মহাশয়ের আশ্রমে গমনপূর্ব্বক স্বীয় বিজ্ঞাপন করিলেন। কৃষ্ণদাস বাবাজী ইতিপূর্ব্বেই লালাবাবুর উৎকট বৈরাগ্য, শ্রীবৃন্দাবনের কীর্ত্তিকলাপাদি সকলই অবগত হইয়াছিলেন লালাবাবুর সদৃশ একটী শিষ্য লাভ করিবার জন্য অধুনাতন অনেক আচার্য্যেরই কিঞ্চিৎ ব্যস্ত হওয়া সম্ভব, কিন্তু কৃষ্ণদাস বাবাজী লালাবাবুর যথেষ্ট সমাদর ও প্রসংশাবাদ করিয়া সাতিশয় দীন ও করুণ বচনে কহিলেন, "বাবা তোমার দীক্ষা গ্রহণে এখনও কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে। আর কিছুদিন অপেক্ষা কর।—

লালাবাবু, বাবাজীর এই উক্তি শ্রবণে নিতান্ত বিস্মিত ও দুঃখিত হইলেন। ভাবিতে লাগিলেন, "আমি সর্ব্বত্যাগী হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিয়াছি, এবং নিজের ঠাকুর বাড়ীতে একমুষ্টি প্রসাদ ভোজন করিয়া অষ্টপ্রহর হরিনাম করি। বাবাজী কহিলেন, আমার এখনও দীক্ষার বিলম্ব আছে। আমার বড়ই দুর্ভাগ্য।" এইরূপ চিন্তা করিয়া বিষণ্ণভাবে গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া আপনার অপরাধ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এইরূপ দুইচারি দিবস নিরন্তর স্বীয় চরিত্রানুশীলন করিয়া স্থির করিলেন,—

আমার এখনও হৃদয়ের প্রধান মালিন্য ও কৃষ্ণভক্তির সবিশেষ প্রতিবন্ধক

যে অহঙ্কার তাহা যায় নাই। তাহা আমার হৃদয় যুড়িয়া বসিয়া আছে। 'আমার' ঠাকুর বাড়ীতে 'আমার' ব্যয় সম্পন্ন প্রসাদ ভোজন করি, এখনও আমার এই জ্ঞান রহিয়াছে। এই গুণে আমি কিনা কৃষ্ণদাস বাবাজীর কৃপালাভ করিব! আমাকে ধিক্।"

লালাবাবুর মনে যে দিন এই ভাবের উদয় হয়, সেই দিন হইতেই তিনি মাধুকরী বৃত্তি আশ্রয় করেন। নিজের ঠাকুরবাড়ীর প্রসাদ ভোজন এককালে ত্যাগ করেন। পাঁচ সাত কুঞ্জ বা ঠাকুরবাড়ী হইতে এক এক টুকরা রুটি ও কিঞ্চিৎ উপকরণ ভিক্ষা করিয়া ভোজন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণরায়জীর বাড়ী ও সেবায় যে মমতা ছিলা তাহা এককালে বিনষ্ট করিলেন। কৃষ্ণরায়জীর বাড়ীতে অন্যান্য উদাসীন সাধু বৈষ্ণবের মাধুকরী ভিক্ষা করিবার যে সম্বন্ধ ছিল, লালাবাবুও কৃষ্ণরায়জীর বাড়ীতে তদতিরিক্ত আর কোন সম্বন্ধই রাখিলেন না। "ঐ ঠাকুরবাড়ী আমার নহে," এ জ্ঞান পরিপক্ক হইতে অবশ্য লালাবাবুরও কিছু সময় লাগিয়াছিল। যখন বুঝিলেন, দুশ্ছেদ্য মমতারজ্জু উত্তমরূপে ছিন্ন হইয়াছে, আমার অহঙ্কার বুদ্ধি একেবারেই মরিয়া গিয়াছে, তখন আবার আর একদিবস কৃষ্ণদাসবাবাজীর আশ্রমে ধীরে ধীরে গমন করিলেন। এবার 'বাবাজী আমাকে কৃপা করিবেন, এ আশায় আর অনুমাত্র সংশয় রহিল না। লালাবাবু বাবাজীর চরণ যুগলে দীন নয়ন অর্পণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। লালাবাবু স্বীয় প্রার্থনা জানাইবামাত্র বাবাজী পূর্ব্বাপেক্ষা মৃদু মধুর বাক্যে কহিলেন,—

"বাবা, তোমার দীক্ষাগ্রহণে এখনও একটু বিলম্ব আছে!!" লালাবাবু বজ্রাহতের ন্যায় হতবুদ্ধি হইয়া অকুল সমুদ্রে ভাষিতে লাগিলেন। নয়নযুগল হইতে অবিরল ধারায় অশ্রু বর্ষণ হইতে লাগিল। চিত্রিত পুত্তলিকাবৎ এবং অপরাধীর ন্যায় বাবাজীর কুটীরপ্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান রহিলেন।

"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কোহি বিজ্ঞাতুমীশ্বরঃ॥"

লোকোত্তর প্রভাবশালী মহাপুরুষগণের চিত্ত কুলিশ হইতেও কঠোর এবং কুসুম হইতেও কোমল। তাহার পরিজ্ঞানে কেহই সমর্থ নহেন। বঙ্গের একজন প্রধান সামন্ত সর্ব্বত্যাগী হইয়া পথের ফকির হইয়াছেন,—মাধুকরী ভিক্ষা দ্বারা জীবন ধারণ করিতেছেন, দীক্ষামাত্র লাভে বঞ্চিত হইয়া দীননয়নে

অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন, কৃষ্ণদাস বাবাজীর তাহাতে ভ্রুক্ষেপও নাই !! লালা বাবু এইরূপে অনেকক্ষণ রোদন করিয়া প্রস্থান করিলেন। কি দোষে এখনও দীক্ষা পাইতেছেন না, অনেক দিন ভাবিয়াও স্থির করিতে না পারিয়া বড়ই বিষণ্ণ ও ব্যাকুল হইলেন। অনন্যোপায় হইয়া কৃষ্ণরায়জীর নিকট মনের দুঃখ জানাইলেন। এই ঘটনার দুই একদিন পরেই তাঁহার মনে হইল,——

"আমি স্ত্রী পুত্র বিষয় ঐশ্বর্য্য সকলই ত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনের তরুতল আশ্রয় করিয়াছি,—মাধুকরীব্রতে জীবন ধারণ করিয়া অষ্ট প্রহর হরিনাম করিতেছি, সত্য, কিন্তু এখনও ও শেঠবাবুদিগের কুঞ্জে মাধুকরী ভিক্ষা করিতে পারি নাই। তবে আমার মন শুদ্ধ হইয়াছে কই? এখনও শত্রুকে ঘৃণা করিতেছি! শত্রু বিদ্বেষ এখনও মনকে ছাড়ে নাই! ধন্য বাবা কৃষ্ণ দাস! তোমায় বলিহারি যাই! তোমার মহিমারও অন্ত নাই। তুমিই আমাকে তোমার দাসের যোগ্য করিতেছ।"—

এই স্থানে আর একটু ইতিহাস আছে। সে টুকু না জানিলে লালা বাবুর উক্ত ভাব বুঝা যাইবে না। মথুরা জেলার মধ্যেও লালাবাবুর কতক ভূসম্পত্তি আছে। লক্ষাধিক মুদ্রা তাহার আয় হইয়া থাকে। ঐ আয় দ্বারাই কৃষ্ণরায়জীর সেবার ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। এবং উহার আদায় উসুলের সদর কাছারি ঐ ঠাকুর বাড়িতেই প্রতিষ্ঠিত। জয়পুরের শেঠবাবুরাও মহাভক্ত ও মহাধনী; বৃন্দাবনে তাঁহাদিগেরও ঠাকুর বাড়ী ও ঠাকুর সেবা আছে। ঐ সেবায় সমৃদ্ধির পরিসীমা নাই, অনেকেই তাহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদিগেরও মথুরা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে জমিদারী আছে। বোধ হয় ঐ সকল সূত্রেই বহু-পূর্ব্ব হইতে লালাবাবুর সহিত শেঠবাবুদিগের ভয়ানক শত্রুতা জন্মিয়াছিল। এমন কি, পরস্পরে পরস্পরকে হত্যা করিবারও সুযোগ অনুসন্ধান করিতেন। লালাবাবুর পূর্ব্ববর্ণিত অবস্থাকালেও দুই ষ্টেটের মধ্যে ঘোর বিবাদ চলিতে-ছিল। তজ্জন্যই লালাবাবু বৃন্দাবনে সকল কুঞ্জে ভিক্ষা করিতেন, কেবল শেঠ-বাবুদিগের কুঞ্জে যাইতে পা উঠিত না—শেঠ বাবুদিগের বাড়ী যাইবেন এ কথা মনে হইলে মাথা কাটা যাইত। এখন তাঁহাদিগের বাড়ী ভিক্ষা করিতে হইবে,—কি ভয়ানক কথা।

যে ভক্তকে শ্রীভগবানের কৃপা করিবার ইচ্ছা হয়, গুরু রূপে উপদেশ দিয়া

তাঁহাকে এমনি করিয়া স্বচরণ দানের যোগ্য করিয়া লন। লালাবাবুর যে দিন যেক্ষণে শেঠবাবুদিগের কথা মনে পড়িল, তাহার পরবর্ত্তী মধ্যাহ্নকালেই শ্রী-যমুনায় স্নান করিয়া অতি দীনবেশে ভিক্ষার্থী হইয়া ঐ কুঞ্জে উপস্থিত হইলেন। ঠাকুরবাড়ীর কর্ম্মচারীগণ কলিকাতার বাঙ্গালী রাজাকে ভিখারী দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। কিন্তু আপন প্রভুদিগের ভয়ে ফুকারিতে পারিল না। চক্ষের জল মুছিয়া অন্তরে গুমরিতে লাগিল। অথচ মাধুকরীও দিতে পারে না, পাছে লালাবাবুর পরম শত্রু শেঠবাবুরা রাগ করেন। ঘটনাক্রমে তৎকালে শেঠবাবু-দিগের কর্ত্তাও ঠাকুরবাড়ীর গৃহান্তরে উপস্থিত ছিলেন। জনৈক ভৃত্য গিয়া তাঁহাকে এই অসম্ভব সংবাদ দিল। তিনি ত্বরিতপদে আসিয়া দেখিলেন সত্য সত্যই লালাবাবু! লালাবাবুর প্রতি যে শত্রুভাব ছিল, লালাবাবুর দীনতা-দর্শনেই তাহা দূরে গেল। লালাবাবুর মুখে মাধুকরী ভিক্ষার কথা শুনিয়াই তাঁহার প্রাণ গলিয়া গেল। সষ্টাঙ্গে ভুমিষ্ঠ হইয়া তাঁহার চরণে পতিত হইলেন। লালাবাবু তাঁহাকে উঠাইয়া নির্ভয়ে আলিঙ্গন করিলেন, এবং উভয়েই প্রেমাশ্রুতে ভাসিতে লাগিলেন। শেঠবাবু লালাবাবুকে বসাইয়া প্রসাদ ভোজন করাইবার জন্য বিবিধ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু লালাবাবু তাঁহার মাধুকরী ব্রত পণ্ড হইবে বলিয়া স্থূল ভিক্ষা গ্রহণে কোনমতেই সম্মত হইলেন না। শেঠবাবু অগত্যা তাঁহাকে মাধুকরী দিতে ভৃত্যগণকে আদেশ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান করিলেন। লালাবাবু মাধুকরী গ্রহণ করিয়া যেমন ঠাকুরবাড়ীর বাহিরে আসি-লেন, অমনি দেখিলেন সম্মুখে কৃষ্ণদাস বাবাজী দণ্ডায়মান! লালাবাবু মূর্চ্ছীত হইয়া তাঁহার পদতলে পড়িলেন। বাবাজী তাঁহাকে পরম যত্নে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন, এবং কহিলেন, "বাবা তোমার দীক্ষার সময় উপস্থিত।" আমরা এই গুরু শিষ্যের নাম লইবারও যোগ্য নহি।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীহীরেন্দ্র নাথ চৌধুরী।

ষট্‌চক্র রহস্য।

রাত্রি ১১টা হইয়াছে, গৃহিনী গৃহকর্ম্ম সমাপনান্তে শয়ন গৃহে আসিতে

ছেন এমন সময় তাঁহার পায়ে বৃশ্চিক দংশন করিল; তিনি ঘরে আসিয়া যন্ত্রণায় অধীর হইয়া ভূমিতে শুইয়া পড়িলেন; আমি যন্ত্রণা নিবারণের জন্য কি করিব কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া ব্যাকুল হইয়া প'ড়িয়াছি এমন সময় স্বামীজি ডাকিলেন 'অনন্ত দোর খোল'। স্বামীজিকে এরূপ অসময়ে আসিতে দেখিয়া বলিলাম "স্বামীজি এত রাত্রে কি মনে করে'; এই বলিয়া দ্বার খুলিয়া লাম। আমার স্ত্রী স্বামীজিকে দেখিয়াই উঠিয়া তাঁহার পা দুইটা জড়াইয়া লেন ও বলিলেন "বাবা বড় যন্ত্রণা, আমাকে বিছা কামড়াইয়াছে, আমার া কর।"

স্বামীজি স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন ও আপন মনে বলিতে লাগিলেন মাগো এইজন্যই কি আমার মন এত অধীর হইয়াছিল?" পরে আমার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন 'অনন্ত এখন কি উপায় করা যায়, আমি ত কোন ঔষধ জানি না; মায়ের এই বৃশ্চিক দংশন জ্বালা কেমনে নিবারণ হবে? এই বলিতে বলিতে স্বামীজি কাঁদিয়া ফেলিলেন। কিন্তু অবিলম্বেই চক্ষের জল মুছিয়া ফেলিলেন; আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখি যে, যে চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছিল সেই চক্ষু যেন জ্বলিয়া উঠিল; স্বামীজি তেজব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন "মার নাম করিব, দেখি বিছার বিষ কতক্ষণ থাকে;" গৃহিণীর দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন 'মা, জগদম্বিকে তোমার এই যন্ত্রণা নিবারণ জন্যই আমাকে পাঠাইয়াছেন, তুমি একটু স্থির হইয়া শয়ন কর"। আমাকে বলিলেন "অনন্ত তুমি মার মাথাটী কোলে করিয়া বস।" আমি আমার স্ত্রীর মাথা কোলে করিয়া বসিলাম স্বামীজি উহার পায়ের দিকে গিয়া বসিলেন এবং যে পায়ে বিছা কামড়াইয়াছে উহা ধরিলেন। পায়ে হাত দিবামাত্রই গৃহিণী পা সরাইয়া লইলেন। স্বামীজি বলিলেন "মা গো পা ছুঁতে দিবি না তবে ছেলে যন্ত্রণা দূর করিবার শক্তি পাবে কোথা থেকে? দে পা দে; এই বলিয়া পা টানিয়া লইয়া নিজের ক্রোড়ের উপর রাখিলেন এবং ক্ষত স্থানের উপর তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দিয়া একটি পঞ্চকোন যন্ত্র আঁকিতে লাগিলেন এবং বোধ হয় মনে মনে জপ করিতে লাগিলেন।

৫মিনিট কাল এইরূপ করিতে করিতেই আমার বোধ হইতে লাগিল যেন স্ত্রীর যন্ত্রণার কতকটা উপশম হইতেছে; কেননা কিছু পূর্ব্বে তিনি যেরূপ যন্ত্রণা

প্রকাশ করিতেছিলেন, উহা ক্রমেই লাঘব হইতেছে দেখিলাম। মিনিট ১৫মধ্যে গৃহিনী আমার অঙ্গে মাথা রাখিয়া এবং স্বামীজির অঙ্কে পা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। স্বামীজি তখন বলিলেন যে আমিও এইবারে একটু শুই; এই বলিয়া গৃহিনীর পা দুখানি ক্রোড় হইতে আস্তে আস্তে নামাইয়া সেই পদ প্রান্তে শুইয়া পড়িলেন; আমি বলিলাম স্বামীজি পায়ের দিকটাতে আর কেন থাক, এইবারে এদিকে এসে শোবে এস। স্বামীজি হাসিলেন; বলিলেন "ভ্রান্ত! এই পদপ্রান্তই শ্রান্ত জনের বিরাম স্থান; আমি এই দেহভার বহিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি তাই সতীর পদাশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। তুমি আমার কথা বুঝিলে না এবং এখন বুঝিতেও পারিবে না, যখন যাবতীয় স্ত্রীলোকের মধ্যে পরমা প্রকৃতির অধিষ্ঠান দেখিতে শিখিবে তখন আমার কথার অর্থ বুঝিতে পারিবে। তুমি মনে কর যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে পদদ্বয় বুঝি বড় নিকৃষ্ট অঙ্গ কিন্তু প্রকৃতি সাধক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে ইতর বিশেষ দেখেন না; তবে তাঁহারা স্ত্রীলোকের পদদ্বয়ই সাধনার প্রথম ও প্রধান অবলম্বন বুঝিয়া থাকেন। ইহার কারণ কি শুনিতে চাও তবে বলি শুন।

সতী স্ত্রীর এবং ঊর্দ্ধরেতা মহাপুরুষের শক্তি ঊর্দ্ধস্রোতস্বিনী। ঊর্দ্ধস্রোত উদ্ভিদগণ মূল দ্বারা রস আকর্ষণ করিয়া ঊর্দ্ধদেশে লইয়া যায় সেই জন্য উহাদিগকে পাদপ বলা হইয়া থাকে, আমরা সতীস্ত্রী এবং ঊর্দ্ধরেতা পুরুষগণকে ও সেই গুণে পাদপ বলিতে পারি। প্রাণময়কোষ নিঃসৃত প্রাণ পদার্থ সতী পদে পতিত হইলে, সতী চরণ নিহিত শক্তি উহা ঊর্দ্ধদেশে লইয়া যান অর্থাৎ মনোময় জগতে লইয়া যান; ঊর্দ্ধরেতা মহাপুরুষগণ সেই প্রাণ মনোময় জগৎ হইতে আকর্ষণ করিয়া বিজ্ঞানময় জগতে উঠাইয়া লন এবং ভক্ত সাধকের বিজ্ঞানময়কোষ স্ফুরিত করেন; বিজ্ঞানময়কোষ স্ফুরিত হইলে, সাধক আনন্দ সমুদ্র স্বরূপা দেবী প্রকৃতিকে চিনিতে পারেন এবং তখন তিনিই সে প্রাণ পদার্থ পরমা প্রকৃতিতে লয় করিয়া আত্মজ্ঞান স্বরূপ পরম পুরুষার্থ লাভ করেন। সতী স্ত্রী এবং ঊর্দ্ধরেতা মহাপুরুষগণ পাদপ বলিয়াই, সাধক উহাদের চরণ আশ্রয় করিয়া থাকেন। পাদপ দ্বিবিধ; বৃক্ষ ও লতা। মহাপুরুষগণ বৃক্ষ, সতী স্ত্রী লতা। মহাপুরুষরূপ বৃক্ষের আশ্রয় ব্যতিত সতী স্ত্রী দাঁড়াইতে পারেন

না। এই জন্য উঁহাদিগকে লতা বলিতেছি। অশ্বত্থরূপ মহাগুরু মহাদেবকে নমস্কার করি এস।

ওঁ মহাদেব মহাত্রাণ মহাগুরু মহেশ্বর
সর্ব্বপাপ হরো দেব মকারায় নমোনমঃ।

আজি সেই মহাগুরুর কৃপাতেই তোমার স্ত্রীর দারুণ যন্ত্রণার এত শীঘ্র উপশম হইয়াছে। আজি তাঁহারই শক্তি এই স্ত্রী দেহে প্রবেশ করিয়াছে, তাই এই পদ প্রান্তে শয়ন করিবার অভিলাষ। এখন আর বেশী কথায় কাজ নাই। মা যতক্ষণ নিদ্রিত আছেন ততক্ষণ আমাকে জাগিয়া থাকিতে হইবে; এস দুই জনে জপ করিতে থাকি। আমরা জপ করিতে লাগিলাম। আমার শরীর কিন্তু ক্রমে অবসন্ন হইয়া আসিল, আমি বসিয়া বসিয়াই ঘুমাইয়া পড়িলাম।

এই নিদ্রাবস্থায় এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিলাম। দেখিলাম, আমি ও আমার স্ত্রী আমাদের শয়ন গৃহে শয়ন করিয়া আছি এমন সময় পক্ককেশ, শুভ্র শ্মশ্রু, শ্বেতবর্ণ শান্ত, শুক্লাম্বর পরিধান উজ্জ্বল চক্ষু একজন পুরুষ আমাদিগের গৃহে প্রবেশ করিলেন। আমরা উঁহাকে দেখিয়াই উঠিয়া বসিলাম, আমার মনে হইল উনি আমার পিতা। (আমি আমার পিতাকে কখনও দেখি নাই; আমার বাল্যাবস্থাতেই তিনি দেশ ভ্রমণে গিয়া আর ফেরেন নাই; কেহ বলিতেন তিনি মারা গিয়াছেন, কেহ বলিতেন যে সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছেন) আমরা উভয়েই তাঁহাকে নমস্কার করিলাম; তিনি স্বস্তি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন উহার পর তিনি আমাকে ডাকিয়া ঘরের বাহিরে আসিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে যাইতে আদেশ করিলেন। আমরা উভয়ে চলিতে চলিতে একটি বনের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। ঐ বনে প্রবেশ করিয়া কিন্তু আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। আমি একা ঐ বনের ভিতর বেড়াইতে লাগিলাম। সেখানে নানাবিধ হিংস্র জন্তু সকল বিচরণ করিতেছে দেখিলাম, কিন্তু উহারা কেহই আমাকে কিছু বলিল না। বনের মধ্যে একটি চতুষ্কোণ পুষ্করিণী দেখিলাম। পুষ্করিণীটী অতি সুন্দর, চারিদিকে ফুল গাছ; জল অতি পরিষ্কার—পুকুরের তলা পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে। আমি পুকুরের ধারে গিয়া দাঁড়াইলাম। ঐ সময় একটি সাপ আমার দিকে আসিতে লাগিল। সর্প দেখিয়া আমি বড় ভীত হইলাম সাপ আমার কাছে আসিতে না আসিতে আমি আকাশে উঠিতে

ল্যাগলাম, সাপও আমাকে ধরিবার জন্য আকাশে উঠিতে ল্যাগল। যখন দেখিলাম যে সর্প আমার প্রায় কাছে আসিয়াছে তখন আমি আবার নামিতে আরম্ভ করিলাম ; নামিতে নামিতে পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে একটি পদ্ম ফুল রহিয়াছে দেখিলাম ; পদ্মটীর রং কৃষ্ণবর্ণ। মনে হইল ঐ পদ্মের ভিতর লুকাইয়া পড়ি। আমার দেহ সংকুচিত করিয়া পদ্মের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। সর্প ও সেই পদ্মের মধ্যে প্রবেশ করিল ; আমি তখন আর কোন দিকে পথ পাইলাম না ; সর্প আমার কপালে এক চোবল দিল। ঐ আঘাতে আমার মাথা বম্ শব্দ করিয়া দুইভাগ হইয়া গেল। এই বারে বড় এক নূতন রকমের অস্তিত্ব বোধ করিলাম ; এই সময় বোধ হইল যে দুইখণ্ডে বিভক্ত মস্তকের আধখানা আমার মাথা, অপর অৰ্দ্ধেক সর্পের ফনা। সর্পকে আর কোন ভয় হইতেছে না ; সর্পকে জিজ্ঞাসা করিলাম এস্থানের নাম কি ? সর্প বলিল মূলাধার। তার পর আমি দেখিলাম যে পদ্মের মৃণালের মধ্যে তিনটী ছিদ্র রহিয়াছে ; ইচ্ছা হইল যে মধ্যের ছিদ্রটির মধ্যে প্রবেশ করিব। আমার দেহ সঙ্কুচিত হইয়া একটি ছোট নক্ষত্রের আকারে পরিণত হইল, এবং আমি এই বিন্দুবৎ দেহ লইয়া মধ্যের ছিদ্রটির মধ্যে প্রবেশ করিলাম। ছিদ্রের মধ্যে যখন প্রবেশ করিলাম তখন আমার অস্তিত্ব জ্ঞান আবার নূতন রকমের হইল। তখন আমার দেহ আর বিন্দুবৎ নহে এবং যেখানে প্রবেশ করিলাম উহা একটি সূক্ষ্ম মৃণাল ছিদ্র নহে ; আমি তখন দেখি যে আমি মনুষ্যের ন্যায় দেহধারী একজন এক নূতন দেশে আসিয়া পড়িয়াছি। একটি সুন্দর পথ রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম ; সর্প ও আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে ; আমরা উভয়ে সেই পথ অবলম্বনে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, কত কত সুন্দর বৃক্ষ লতা কত প্রকার জন্তু, আরও নূতন নূতন কত কি দেখিতে দেখিতে চলিলাম। কতক দূর গিয়া একটি পর্ব্বত দেখিতে পাইলাম ; পর্ব্বতের চারিদিকে লালের আভাযুক্ত কৃষ্ণবর্ণের ফুল সব ফুটিয়া রহিয়াছে, এবং পর্ব্বতের উপরে একটি গোলাকার পুষ্করিণী রহিয়াছে দেখিলাম। ঐ পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে একটি মন্দির। আমরা সাড়ে তিন পাক্ ঘুরিয়া ঐ মন্দিরে প্রবেশ করিলাম ; মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখি যে মন্দিরের ভিতর চারিদিকে ফুল বাগান এবং মধ্যে একটি শিব লিঙ্গ রহিয়াছে। সর্প আমাকে বলিল এই লিঙ্গের পূজা

কর; আমি পূজা করিলাম। পূজা সমাপনান্তে দেখি যে লিঙ্গ ভেদ করিয়া একটি পদ্ম উঠিয়াছে; পদ্মটির বর্ণ লালের আভা যুক্ত কৃষ্ণবর্ণ; সর্প আমাকে বলিল এই স্থানের নাম স্বাধিষ্ঠান। উহার পর আবার পূর্ব্বের ন্যায় পদ্মের ভিতর প্রবেশ করিয়া বিন্দুরূপী হইয়া ঐ পদ্মের মৃণাল ছিদ্র মধ্যে প্রবেশ করিলাম এবং পূর্ব্বের ন্যায় অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া এক নূতন জগতে উপস্থিত হইলাম। এখানেও একটী পথ ধরিয়া দুই জনে চলিলাম এবং নানাবিধ বৃক্ষ লতা ফল ফুল জীব জন্তু দেখিতে দেখিতে এক পর্ব্বতোপরি একটি ত্রিকোণ পুষ্করিণী মধ্যস্থ একটি ত্রিকোণ মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। আমরা সাত পাক ঘুরিয়া উহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম; ঐ মন্দির মধ্যেও একটি শিব লিঙ্গ রহিয়াছে; সর্পের কথামত ঐ লিঙ্গের পূজা করিলাম, পূজা শেষ হইলে ঐ লিঙ্গ ভেদ করিয়া একটি পদ্ম উঠিয়াছে দেখিলাম। এই পদ্মটির রং লোহিত বর্ণ। সর্প বলিল এই স্থানের নাম মণিপুর। আমরা পূর্ব্বের ন্যায় এই পদ্ম মধ্যে প্রবেশ করিয়া আবার এক নূতন জগতে উপস্থিত হইলাম। কতকদূর সেই রাজ্যে বিচরণ করিয়া নীল পদ্মরাজি শোভিত এক পর্ব্বতে উপস্থিত হইলাম। সেখানে একটি ষট্‌কোণ মন্দির মধ্যে সাত পাক ঘুরিয়া প্রবেশ করিয়া একটি শিব মূর্ত্তি দেখিলাম এবং উহার পার্শ্বে আমার আকারের এক-জন মনুষ্য দেখিলাম। আমরা তথায় পূজা করিতে করিতে সেই লোকটিকে আর দেখিতে পাইলাম না। পূজা সমাপনান্তে ঐ শিব মূর্ত্তির মধ্যে একটি সুনীল বর্ণের পদ্ম দেখিতে পাইলাম। সর্প বলিল এই স্থানের নাম অনাহত আমরা ঐ নীল পদ্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আবার এক নূতন রাজ্যে উপস্থিত হইলাম। এখানকার পর্ব্বতের উপর পঞ্চ কোন মন্দির; উহার মধ্যে সাড়ে তিন পাক ঘুরিয়া প্রবেশ করিয়া শিব লিঙ্গ পূজা করিলাম। লিঙ্গ ভেদ করিয়া যে পদ্ম ফুটিল উহার রং নীলের আভাযুক্ত শুভ্রবর্ণ। সর্প বলিল এই স্থানের নাম বিশুদ্ধাখ্য। তারপর সেই পদ্মের ভিতর দিয়া যেখানে যাইলাম সেখান-কার পর্ব্বতটি সাদা ফুলে সুশোভিত; পর্ব্বতের উপর একটি ত্রিকোণ মন্দির উহার বর্ণ স্বর্ণের ন্যায়। সাত পাক ঘুরিয়া উহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম। উহার ভিতর অর্দ্ধনীল এবং অর্দ্ধশ্বেত একটি শিবমূর্ত্তি দেখিলাম। ইহাঁর পূজা করিতে করিতে সর্প আমার কপালে চোবল

মারিল ; আমার মাথা ও' শব্দে ফাটিয়া সহস্রফণা ধারণ করিল এবং এ সহস্র ফণার মধ্যে আবার আমার মাথা দেখিতে পাইলাম। পূজা শেষ হইলে ঐ শিবমূর্ত্তি ফাটিয়া দুই ভাগ হইল এক ভাগ নর এক ভাগ নারী এবং মধ্যস্থলে একটি শ্বেত পদ্ম দেখা গেল। সর্প বলিল এই স্থানের নাম আজ্ঞা। এই শ্বেত পদ্মের ভিতর দিয়া আমরা যেখানে উপস্থিত হইলাম সেখানে কিছুই নাই কেবল সুন্দর জ্যোতিপূর্ণ। কিছুক্ষণ পরে সেই আলোকের মধ্যে মহাদেব ও গৌরীর মূর্ত্তি দেখিলাম, উহাদিগকে পূজা করিয়া নমস্কার করিয়া উঠিয়া দেখি যে সহস্র ফণা বেষ্টিত আমার মাথার উপরে সেই দুই মূর্ত্তি রহিয়াছেন। এই থানে আমি সর্পের নাম জিজ্ঞাসা করিলাম সর্প বলিল আমার নাম অনন্ত। আমি নমস্কার করিলাম। তাহার পর যেন ঘুমাইয়া প'ড়লাম ইহা এক অপূর্ব্ব বিরাম অবস্থা। সেই ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখি যে বাড়ীতে আসিয়াছি। উহার পর সত্য সত্য নিদ্রা ভঙ্গ হইল। স্বামীজি বলিয়া উঠিলেন ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ, গৃহিনীর ও নিদ্রা ভঙ্গ হইল।

আমি গৃহিনীকে জিজ্ঞাসা করিলাম মাতু, যন্ত্রণা সারিয়াছে কি ?

গৃহিণী বলিলেন কোন যন্ত্রনা নাই আমি বড় আরামে ছিলাম। যখন মৃত্যু যন্ত্রণা আসিবে তখন তুমি আমাকে এই রকম কোলে করে থেকো, আমি তোমার কোলে শুইয়া মরিব। স্বামীজি কোথায় গেলেন ? স্বামীজি বলিয়া উঠিলেন "আবাগীর বেটি, নিজের মরণের ব্যবস্থা করিতেছেন। এই সচ্চিদানন্দ মরে তোর পেটে জন্মাবে আগে তার ব্যবস্থা কর।"

গৃহিনী সশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া স্বামীজিকে নমস্কার করিলেন, আমি ও নমস্কার করিলাম। তোরা ঘুমো আমি চলিলাম, এই বলিয়া স্বামীজি চলিয়া গেলেন। উহার পরদিন আমার স্বপ্নবৃত্তান্ত স্বামীজিকে বলিয়া উহার অর্থ কি জিজ্ঞাসা করি তিনি বলেন পরে বলিবেন।

শ্রীঅনন্তরাম।

গীত ।

উমা নাম সাধন কর,
উমানাথে দেখ্‌তে পাবে ;
প্রকৃতিরে সামনে ধর,
পুরুষ কেমন জ্ঞান হবে ।
নামের রূপ প্রাণে এলে,
অবিদ্যারূপ যাবে চলে,
মন উ, ম, আ এই মন্ত্র
তোরে মহামন্ত্রে দীক্ষা দিবে ।

শ্রীবঙ্কুবিহারী ঘোষ ।

যমালয়ের ফেরত ।

এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বৈজ্ঞানিক ভাবাপন্ন জনসমাজে কোন অসাধারণ অনৈসর্গিক ঘটনা প্রকাশ করা লেখকের একটী কঠিন কর্ম্ম । কালী-দহে কমলে কামিনীর প্রমাণ অভাবে ধনপতি সদাগর প্রভৃতি বহু বহু ধন-পতিকেই হিন্দুধর্ম্মের মধ্যাহ্নকালে হিন্দু রাজারই বিচারে মিথ্যাবাদী অপরাধে দণ্ডিত হইতে হইয়াছিল । অতএব শির্ষোক্ত অনৈসর্গিক ঘটনাটী যে আধুনিক শিক্ষিত সমাজে ক্ষিপ্তের প্রলাপ বলিয়া স্থিরীকৃত হইবে তাহা বিচিত্র নহে ।

কিন্তু এই ঘটনার অন্যতর প্রমাণ অনাবশ্যক, কারণ ইহা কল্পিত বিষয় নহে। লেখক নিজেই ইহার অধিনায়ক। ইহার প্রচার প্রাচ্য ধর্ম্মতত্ত্বানুসন্ধিৎসুদিগের বিশেষ গবেষণার বিষয় হইতে পারে বিবেচনা করিয়া যথাযথ আনুপূর্ব্বিক বর্ণনে সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁহাদিগেরই প্রিয় "পন্থা" অবলম্বন করিলাম।

১২৯৬ সালের মাঘ মাসের শেষ ভাগে রাত্রি অনুমান সার্দ্ধ দশ ঘটিকার সময় আহারাদি সমাপনান্তে দ্বিতলে আমার শয়ন কক্ষে শয়ন করিলাম, এবং শীঘ্রই নিদ্রাভিভূত হইলাম। পরে রাত্রি সার্দ্ধ তিন ঘটিকার সময় দারুণ পেটের যন্ত্রণায় আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। আমি নিম্নতলে অবতীর্ণ হইলাম। উপর্য্যুপরি দুইবার দমকা ভেদ হইয়া আমি সাতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িলাম। এবং নিম্নতলস্থ একটী প্রকোষ্ঠে শয়ন করিলাম। এ গৃহটী আগন্তুকগণের আহ্বানের নিমিত্তই সর্ব্বদা পরিষ্কৃত ও সজ্জিত থাকিত। তথায় আমার আর নিদ্রা হইল না। দারুণ যন্ত্রণায় অস্থির হইলাম। ক্রমশঃ বমন আসিয়া যোগ দিল। পুনঃ পুনঃ ভেদ ও বমন হওয়ায় শরীর অত্যন্ত ক্ষীণ হইতে লাগিল। রোগের এত বৃদ্ধি সত্ত্বেও ইহা যে বিসূচিকা রোগ এবং আমার মৃত্যু যে অতি নিকট তাহা আমি মনেও করিলাম না। ভাবিলাম, অজীর্ণই ইহার কারণ, এবং নিদ্রাই ইহার ঔষধ। তজ্জন্য এ সংবাদ অন্য কাহাকেও জ্ঞাত করিলাম না, কেবল পার্শ্বগৃহস্থিতা আমাদের পরিচারিকা কথঞ্চিৎ আভাস পাইয়াছিল মাত্র। আরও তখন নিশা অবসান প্রায়; সামান্য ক্ষণের জন্য সুপ্ত ব্যক্তির শান্তি ভঙ্গে অনিচ্ছুক হইলাম। কিন্তু ঘটনার অদ্ভুত গতি কে বুঝিতে পারে। আমার রোগের বৃদ্ধি রাখিল, মস্তক ঘূর্ণন, হস্ত ও পদের শীতলতা, অন্তর্দাহ প্রভৃতি উপসর্গের সঙ্গে সঙ্গে কে যেন আমার আসন্ন মৃত্যু বিজ্ঞাপিত করিল। আমি মৃত্যু ভয়ে ভীত হইলাম। যথাসাধ্য উচ্চৈস্বরে ডাকিলাম—তখন সাহায্যের আশায়, কিন্তু তাহা বিফল হইল। আমার ক্ষীণস্বর বোধ হয় গৃহের দ্বার ও অতিক্রম করিল না। আমি হতাশ হইলাম চতুর্দ্দিকে বিভীষিকা দেখিতে লাগিলাম। বোধ হইল ভয়ানক বিকট মূর্ত্তি সকল আমার চতুপার্শ্বে ঘুরিতেছে। কোন কোনটী বা আমাকে ধরিবার উপক্রম করিতে লাগিল। আমি শশকবৎ ভীত হইয়া লেপ মুড়ি দিলাম। ভাবিলাম, আমার কর্ম্মদোষে আত্মীয় স্বজনপরিবৃত স্থানে থাকিয়াও অসহায় অনাথের ন্যায় আমাকে মরিতে

হইল। পরিবার বর্গের মুখ মনে পড়িয়া তাহাদের সহিত আসন্ন চির বিচ্ছেদের কথা ব্যাকুল চিত্তে ভাবিতেছি এমন সময়ে বোধ হইল যেন কোন আত্মীয় আসিয়া আমার গৃহের দ্বারে করাঘাত করিতেছে আমি সাগ্রহে ও আশা পূর্ণ লোচনে সেই দিক দৃষ্টিপাত করিলাম, কিন্তু হায়! কি দেখিলাম! মনে হলে এখনও শরীর রোমাঞ্চ হয়। দেখিলাম দুই বিকটাকার মুর্ত্তি আমার গৃহের মধ্যে প্রবেশ করতঃ দুই কোণে দণ্ডায়মান হইল। তাহারা দীর্ঘে অনুমাণ ছয় হস্ত পরিমিত। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি মনুষ্য অপেক্ষা আয়তনে অনেক বৃহৎ এবং লোমাবৃত। উভয়ের মস্তক দুটি বড় তোল হাড়ির ন্যায় বড় এবং অদ্ধ হস্ত পরিমিত নিবিড় ঘন কেশে সমাচ্ছন্ন, রুক্ষ জটা ভারান্বিত ও তাহাতে নীলবর্ণ উষ্ণীষযুক্ত হইয়া ভয়ানক মুর্ত্তি দুটি আরও ভয়ানক হইয়াছে। জবা কুসুম সদৃশ লোহিত গোলাকার চক্ষুদ্বয় অবিরত ঘূর্ণায়মান। তাহাদিগের ওষ্ঠগুলি যথেষ্ট স্থূল হইলেও সুবৃহত দন্তপাতির সম্যক্ আবরণে অসমর্থ; নাসিকা সুলম্বিত বটে কিন্তু সমুন্নত নহে। সুদীর্ঘ কেশরাশি আবৃত থাকায় কর্ণদ্বয়ের পুর্ণ দর্শন হয় নাই। বর্ণ ঘোর কাল, গুম্ফরাশিও তদ্রূপ ও সুনিবিড়। তাহাদিগের সুবিস্তৃত চিবুকে হস্তাধিক পরিমিত দীর্ঘ শ্মশ্রু লম্বিত ছিল, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। রক্তবর্ণ বসন দুখানি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয়দিগের ন্যায় পরিহিত। এবং তাহারা উভয়েই মুদ্গরধারী। ইহা দেখিয়া আমি হতাশ হইলাম ও ভয়ে চক্ষু বুজিলাম। তদ্দর্শনে তাহারা সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া দশনে দশন নিপীড়নপূর্ব্বক আরক্তলোচন ঘুর্ণিত করিয়া, মুদ্গর উত্তোলন করতঃ আমার প্রতি ধাবিত হইল। আমি সংজ্ঞা হারাইলাম। অথবা আমি মরিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহারা আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিল, "কি ভাবিতেছ, কি দেখিতেছ, আমরা কে এখনও কি জানিতে পার নাই? আমরা দুজন যমদূত তোমাকে লইতে আসিয়াছি, তোমায় এখনই সেথায় যেতে হবে চল।" এতচ্ছ্রবণে কোনও বাদ প্রতিবাদ বৃথা বিবেচনায় মৌন রহিলাম। তৎপরে তাহারা উভয়েই আমার উভয় হস্ত দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিল। তাহাদিগের দৃঢ় বন্ধনে আমি মুচ্ছিত হইলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে একটি কোন কঠিন পদার্থে পদস্পর্শ হইয়া আমার মোহ দূর হইল। দেখিলাম,

ইহা একটী অপরিচিত স্থান ঘোর তমসাবৃত। ভাবিলাম, ইহাই বুঝি যমপুরী যে স্থানের কথা দূতেরা পূর্ব্বেই আমাকে জ্ঞাত করিয়াছিল। তাহারা আমাকে সেই ভাবে কিয়দ্দূর লইয়া গিয়া একটী অধিকতর অন্ধকার গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। তথায় অন্ধকারে কিছু দেখা গেল না কেবল কতক গুলি লোকের কোলাহল শ্রুত হইল। আমি সেই কোলাহলে বিশেষরূপে মন নিবিষ্ট করিলাম। কিয়ৎকাল পরে শুনিলাম, কে যেন বলিতেছে যে ইহাকে ঘৃতপূর্ণ তপ্ত কটাহে নিক্ষেপ কর। তচ্ছ্রবণে সেই গৃহ মধ্যে ক্রন্দন ধ্বনি উত্থিত হইল, পরক্ষণেই তাহা গৃহের বহির্ভাগে চলিয়া গেল, আর কিছুই শুনা গেল না। পরে দূতেরা আমাকে সেই গৃহের অন্য স্থানে উপস্থিত করিল। পূর্ব্ব হইতেই আমি বিশেষ ভীত ছিলাম, তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির দণ্ডের কথা শুনিয়া আমার সর্ব্বশরীর থর থর কাঁপিতে লাগিল। আমি ভীতান্তঃকরণে আকুল নয়নে দণ্ডের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম কিন্তু আমার ভাগ্যে বিপরীত ফল ফলিল। আমার নামোচ্চারণপূর্ব্বক আদেশ হইল "ইহাকে কেন লইয়া আসিয়াছ এ সে——নহে, যাও যথাস্থানে ইহাকে পহুঁছিয়া দাও।" কিন্তু কে যে কোথা হইতে বলিতেছে তাহার কিছুই দেখিতে পাইলাম না। শুভ আদেশ শুনিয়া আমি কথঞ্চিত আশ্বস্ত হইলাম। সেই ভীষণ দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইয়া আমার ভয়ের কিয়ৎ পরিমাণে প্রশমিত হইল বটে কিন্তু সেই ভীষণ দর্শন শমন সদৃশ দূতদ্বয়ের কঠিন বন্ধন হইতে তখনও নিষ্কৃতি পাই নাই। তাহারা গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া প্রাঙ্গণের উপর দিয়া আমাকে লইয়া চলিল। আমি কৌতুহলী হইয়া চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম; পূর্ব্বে ভীত থাকায় কিছুই দেখা হয় নাই। এখন দেখিলাম প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে প্রবল তেজে আগুণ জ্বলিতেছে। তাহা হইতে রাশি রাশি ধূমোদগীরণ হওয়াতে গগন মণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। বোধ হইল যেন অসংখ্য গৃহে এককালে অগ্নি সংযোজিত করা হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সে অনলের হ্রাস বৃদ্ধি নাই। সেই অনলের সাহায্যে আমি যমপুরীর কিয়দংশ দেখিয়া লইলাম। পুরীটী প্রাচীর বেষ্টিত কিনা বলিতে পারি না তবে একদিকে একটী উচ্চ বহুদূর বিস্তৃত প্রাচীর দেখিলাম; উহার আদি কিম্বা অন্ত দেখিলাম না অথবা অন্য দিকে উহার অনুরূপ প্রাচীর আছে কি না দেখা গেল না।

প্রাচীরের বহির্ভাগে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। তাহাতে অট্টালিকা সমূহ পরস্পর অসংলগ্ন ভাবে অবস্থিত। সে প্রাঙ্গণে বৃক্ষাদি কিছুই দেখা গেল না বহু দূরে যাহা ২।১টী দৃষ্ট হইল তাহাও পত্র পুষ্প বিহীন বোধ হইল। আমি এই সকল দেখিতে দেখিতে ক্রমশঃ সেই অনল রাশির সমীপস্থ হইলাম। তথায় অসংখ্য লোকের আর্ত্তনাদ, কোলাহল পরিত্রাহি চীৎকার শ্রুত হইল। বোধ হইল তাহারা সেই ভীষণ হুতাশনেরই মধ্য হইতেই উত্থিত হইতেছে। আমি সেই কাতর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সাতিশয় মর্ম্মপীড়িত হইলাম। কিন্তু আমাকে অধিকক্ষণ সে যাতনা ভোগ করিতে হইল না অচিরেই পূর্ব্বোক্ত প্রাচীরের নিকটবর্ত্তী হইলাম। এবং সহসা মূর্চ্ছিত হইলাম।

আমি বাল্যকাল হইতে মাতুলালয়েই বাস করি। আমি বিসূচিকা রোগগ্রস্ত হইয়া যমালয়ে নীত হইয়াছি তাহা মাতুল মহাশয় কিম্বা বাটীর অন্য কেহই পরিজ্ঞাত হয় নাই। কেবল আমাদের পরিচারিকা কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়াছিল মাত্র এবং প্রভাত হইলে তৎসূত্রে বাটীর সকলেই পরিশেষে জ্ঞাত হইয়াছিলেন। মাতুল মহাশয় আমার মৃত্যু অবস্থাকে সুষুপ্ত অবস্থা মনে করিয়া কোন প্রকার বিঘ্নোৎপাদন করেন নাই বরং যাহাতে অপর কাহার দ্বারা আমার কল্পিত নিদ্রার ব্যাঘাত না হয় সে বিষয়ে মনোযোগী হয়েন। পরে আমার লঘু আহারের বন্দোবস্ত করিয়া যথাসময়ে স্বকার্য্যে গমন করেন।

সাংসারিক নানা কারণে বেলা প্রায় দুই প্রহর পর্য্যন্ত আমার মৃত্যু অপরিজ্ঞাত ছিল। পরে আমাকে পথ্য দিবার উদ্দেশে মাতুলানী আমার গৃহে প্রবিষ্ট হইলে আমার মৃত্যু পরিজ্ঞাত হন এবং অকস্মাৎ শোকাভিভূত হইয়া সকরুণ বিলাপ করিতে থাকিলে বাটীর অন্য লোকের এবং ক্রমে প্রতিবাসীরা আমার অকস্মাৎ মৃত্যু জ্ঞাত হইয়া মাতুলানীর সহিত বিলাপে যোগ দেন। পরে যথাবিধি এই সমবেত বিলাপের নানাবিধ প্রবল উচ্ছ্বাস কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলে যখন আমার মৃত দেহের সৎকারার্থে লইয়া যাইবার আয়োজন হইতেছে তখন আমার মূর্চ্ছা অপনোদন হইল। আমি চক্ষু উন্মীলন করিলাম। নাসিকাগ্রভাগ ঈষৎ নড়িয়া উঠিল এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে মৃদু শ্বাস বহিতে লাগিল। যদিও অল্পে অল্পে আমার প্রাণ সংজ্ঞা হইতেছিল কিন্তু চৈতন্য ও স্মৃতির উদয় হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়াছিল। আমার চৈতন্য হইলে দেখিলাম গৃহ মধ্যস্থ শয্যা

হইতে আমি বহির্ভাগে অলিন্দে আনীত হইয়াছি। আমার এতাদৃশ চৈতন্য লাভে সকলেই আমাকে দানো পাইয়াছে মনে করিয়া সাতিশয় ভীত হইলেন। আমি তাহাতে বিশেষ মনোযোগী না হইয়া স্ত্রীলোকদিগকে ক্রন্দন হইতে বিরত করিবার নিমিত্ত পার্শ্বস্থ কোন ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করিলাম। আমি পুনর্জ্জীবিত হইলাম বটে কিন্তু সেই দূতদ্বয়ের দৃঢ় বন্ধন হইতে তখনও মুক্ত হইতে পারি নাই কারণ আমার উভয় হস্তেই যাতনা অনুভব করিতেছিলাম। কিয়ৎকাল পরে আমার বাকশক্তির পুনরাধিষ্ঠান হইলে আমার হস্তের দৃঢ় বন্ধন মোচন করিতে বলিলাম। একথা শুনিয়া সকলেই অশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। আমার বাকাস্ফুরণে সকলের ভয় দূর হইয়া আশ্বস্ত হইলেন সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে আমার হস্তের বন্ধন অনুসন্ধানে তৎপর হইলেন। কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না; কেবল উভয় হস্তেই এক একটী গোলাকার রেখাদ্বয় হইতে শোনিত ক্ষরণ হইতেছে তাহাতে ঔষধাদি লেপন দ্বারা উপশম হইলে আমি কিয়ৎ পরিমাণে সুস্থ হওয়ায় উপস্থিত পূজনীয় ও কল্যানীয়দিগকে আমার পীড়ার কথা অদ্যোপান্ত বর্ণন পূর্ব্বক তাঁহাদের কৌতুহল নিবারণ করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে বিদায় দিলাম। আমি ক্রমে ক্রমে অতি অল্প দিনেই আরোগ্য লাভ করিলাম বটে কিন্তু সেই ক্ষত স্থান আরোগ্য হইতে ২।৩ মাস লাগিল। পরে তাহাতে একটি নীলিমা রেখা পতিত হইল যাহা অদ্যাপী সম্পূর্ণ রূপে মিলাইয়া যায় নাই।

আমি পুনর্জ্জীবিত হইয়া প্রায় ২।৩ মাস রাত্রিকালে একাকী থাকিতে পারিতাম না। সেই বিকট মূর্ত্তি দুটী মনে পড়িলেই শিহরিয়া উঠিতাম। এখন আর আমার সে ভয় নাই। কিন্তু সে মূর্ত্তি দুটী আমার চিত্রপটে অঙ্কিত আছে। বোধ হয় ইহ জীবনে তাহা বিস্মরণ হইব না।

অলৌকিক ঘটনাবলী।

(১২)

আমাদের পল্লীস্থ কোন সম্পন্ন ভদ্রলোকের স্ত্রীবিয়োগ হওয়াতে তিনি

ত্রিতলস্থ শয়নকক্ষ ত্যাগ করিয়া দ্বিতলের কোন এক কক্ষে শয়ন করিতেন। পূর্ব্বোক্ত ত্রিতলের কক্ষে চাবি বন্ধ থাকিত কারণ তাঁহার সমস্ত আসবাবাদি বহু মূল্যের। কালক্রমে শোকমুক্ত হইয়া তিনি বিষয়কর্ম্মে অধিকতর নিবিষ্ট হইলেন। এক দিবস তৃতীয় প্রহর বেলা তিনটার সময় তাঁহার বাটীর ভৃত্য আফিসে গিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল যে তাঁহার প্রিয়তমা কন্যা অকস্মাৎ মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছেন। ডাক্তার আসিয়াও তাঁহার চেতনা করিতে পারেন নাই। এই সংবাদে তিনি নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া আফিসের বড় সাহেবকে বলিয়া ভৃত্যের সহিত সত্বর বাটি আসিলেন। আসিয়া কন্যাকে নাম ধরিয়া সস্নেহে ডাকিবামাত্র কন্যা উত্তর দিল যে তুমি কোন অপরাধে আমাকে স্থানচ্যুত করিলে? ভদ্র লোকটি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন যে মা তুমি কি বকিতেছ? তাহাতে কন্যা বলিল যে তুমি আমাকে মাতৃসম্বোধন করিও না কারণ এখন আমি ইহাকে আবিষ্ট করিয়াছি। আমি তোমার মৃতা পত্নী। মৃত্যুর পর হইতে আমি স্নেহ বশতঃ তোমাকে ও এ বাটীকে ত্যাগ করিতে পারি নাই। উত্তর দিকে যে বৃক্ষ ছিল তাহাতে আমি আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম কিন্তু তুমি সে বৃক্ষ কাটীয়া ফেলায় আমি শয়ন কক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করি। সেই কক্ষে আমি নিরুপদ্রবে বাস করিতেছিলাম কিন্তু সে দিন তোমার দুইজন দাসী আমার কক্ষে আসিয়া শয়ন করিয়া আমার বিশ্রাম পীড়া দিয়াছে বলিয়া তোমাকে জানাইবার জন্য অনন্যোপায় হইয়া কন্যাকে আশ্রয় করিয়াছি। কন্যার কোনই ভয় নাই কারণ ইনি তোমারও যেমন আমারও তেমনই স্নেহের সামগ্রী। তবে এইমাত্র বক্তব্য যে আমার বিশ্রাম পীড়া দিলেই আমি কন্যাকে আবিষ্ট করিব। ইহা বলিয়া কন্যা চুপ করিল ও ক্ষণেক পরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া প্রকৃতিস্থা হইল।

এই ঘটনার কয়েকমাস পর ভদ্র লোকটি অনিদ্রা ও অজীর্ণ রোগাক্রান্ত হওয়ায় চিকিৎসকগণের পরামর্শে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য মধুপুর গমন করেন। তথায় কিছু দিন থাকিয়াও অনিদ্রা রোগের কোনই উপশম হইলনা। এক দিবস রাত্রিকালে কোন মতেই নিদ্রা হইতেছে না শয্যায় অস্থির ভাবে এপাশ ও পাশ করিতেছেন দীপটী ঈষৎ জ্বলিতেছে, এমন সময়ে অকস্মাৎ শয্যার অপর দিকে দৃষ্টিপাত হওয়াতে দেখিলেন যে তাঁহার মৃতা পত্নী তাঁহার শয্যার

নিকট ধীরপাদবিক্ষেপে আসিতেছেন। গৃহের দ্বার রুদ্ধ অথচ কিরূপে তিনি আসিলেন কিছুই না বুঝিয়া তিনি অস্ফুট চিৎকার করিবামাত্র স্ত্রী বলিল ভয় পাইও না, আমি তোমার বিরহে আর থাকিতে না পারিয়া এখানে তোমাকে বাটী লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছি। তুমি আমার কথা শুন বাটী চল ঔষধ ফেলিয়া দেও আগামী কল্য বেল গাড়িতে চড়িবামাত্র তোমার সুনিদ্রা আসিবে এবং বাটীতে গেলেই তুমি নিরাময় হইবে। আমার কথায় প্রত্যয় কর। আমি তোমার প্রেম বিস্মৃত হইতে পারি নাই। দেখিবে আমার দ্বারা তোমার কত আর্থিক উন্নতি হয়।

এই বলিয়া কোন উত্তর পাইবার পূর্ব্বেই মূর্ত্তি অন্তর্দ্ধান হইল। বিস্ময়ে ও ভয়ে ভদ্রলোকটী স্থির থাকিতে না পারিয়া ভৃত্যবর্গকে জাগাইলেন ও তাহাদের এক জনকে তাঁহার কক্ষে শয়ন করিতে বলিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে তিনি ঘটনা গুলি মনে মনে আন্দোলন করিয়া বাটী যাওয়াই স্থির করিলেন ও ভৃত্য-গণকে তদনুযায়ী আদেশ করিয়া রাত্রির গাড়িতে গৃহাভিমুখে রওনা হইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় গাড়ি ছাড়িবামাত্র তাঁহার নিদ্রা বেশ হইল ও সত্বর গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। ঔষধ সেবন করিয়াও যিনি কিছুতেই ঘুমাইতে পারেন নাই তিনি বিনা ঔষধে সমস্ত রাত্রি সুনিদ্রায় যাপন করিয়া পরদিন অনেকটা সুস্থ শরীরেও প্রফুল্ল মনে গৃহে আসিলেন। সেই অবধি তাঁহার বর্ষে বর্ষে প্রচুর অর্থাগম হইতে লাগিল কারণ তিনি মণিকার ব্যাবসায়ে সবিশেষ খ্যাতি লাভ করিলেন। এক্ষণে সুখে সচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেছেন।

শ্রীক্ষীরোদ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

উত্তরাখণ্ডে।

পঞ্চম অধ্যায়।

(ষষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যার ২২৮ পৃষ্ঠার পর)

অন্যূন দণ্ডদ্বয় কাল গভীর নিদ্রার পর চিন্তামণি সম্পূর্ণ গতক্লম হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন। একজন চেলা উপাদেয় ভোজনসামগ্রী তাঁহার সম্মুখে স্থাপন পূর্ব্বক সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল। পার্ব্বতীয় পবিত্র জল বায়ুকৃত তীক্ষ্ণ বুভুক্ষাহেতু তিনি সেই সমস্ত বস্তুর সদ্ব্যবহারের ত্রুটি করিলেন না। দিনমণি, ব্রাহ্মণগণপ্রদত্ত সায়ং-সন্ধ্যাকালীন অর্ঘ্যাস্থ রক্তচন্দন সংলিপ্ত হইয়া রক্তবর্ণ ধারণ করতঃ তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতপার্শ্বে আশ্রয় লইলেন উষাদেবী ধীর পদে অগ্রসর হইলেন দুরন্ত তিমিরাসুর তাঁহাকে ধরিবার জন্য তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইল। সুন্দরী পলায়ন করিলেন দেখিয়া সে জগৎকে আক্রমণ করিয়া চিন্তামণির মানসগগনে একে একে সমস্ত জীবনের ঘটনাবলী উদিত ও অস্তমিত হইতে লাগিল। তাঁহার বাল্যপ্রণয়, যৌবনের উচ্চাভিলাষ প্রভৃতি নিরস্ত করিতে তাঁহাকে বিশেষ প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল। বালক চিন্তামণি যেন মৃত্যুকে অন্তরায় করিয়া যৌবনপ্রাপ্ত উচ্চতর জীবনে জীবন সঞ্চারিত। তিনি এরূপ অবস্থায় উন্নিত হইবেন তাহা স্বপ্নেও কল্পনা করেন নাই। বিধাতা ইহারই জন্য পৌঢ়ে তাঁহার অদৃষ্টে ক্লেশ লিখিয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ দ্বারে আঘদাপূর্ব্বক প্রবিষ্ট হইয়া কহিলেন "পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে প্রথম পর্য্যায়ের দীক্ষার্ত্তীগণ একত্রিত হইয়াছেন,আপনাকে ও এখনই মহাত্মাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইবে। অতএব কৃপাদানে আপনকে প্রথম সংস্কারের উপযোগী করিবার জন্য পরম পিতার নিকট প্রার্থনা করা যাউক।"

চিন্তামণি যে সত্যজ্ঞান লাভার্থ এত ব্যগ্র হইয়াছেন, যাহার জন্য তাঁহার হৃদয় পর্ব্বকালীন সাগরবৎ উদ্বেলিত হইতেছে, সেই জ্ঞান তাঁহার নিকট প্রকাশিত করিবার জন্য উভয়ে উপবিষ্ট হইয়া একান্ত মনে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

"হে অনন্তদেব! তুমি আমার হৃদয়ের গুহ্যতম প্রদেশ পর্য্যন্ত দর্শন করিতেছ। সম্পূর্ণরূপে তোমার সেবা করিতে সমর্থ হইবার, আমার প্রিয় জীবগণকে তোমার পথে পরিচালিত করিবার নিমিত্ত আমার প্রবল ও প্রকৃত ইচ্ছা তোমার অবিদিত নাই। সেই কারণেই আমি এই পার্ব্বতীয় প্রদেশে উপস্থিত। তোমার ইচ্ছা আমাকে অবগত কর, আমাকে তোমার পবিত্রতার অধিকারী কর যে, আমি তোমার কার্য্য সাধন করিতে পারি তোমার মঙ্গল প্রচার করিতে সক্ষম হই। যদি এই হিমাচলবাসী অতীন্দ্রিকার্য্যকারীগণ তোমার সত্যজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন, যদি ইহাঁরা তোমার নিকটবর্ত্তি হইয়া থাকেন তবে ইহাদিগকে তোমার আশীর্ব্বাদ প্রেরণ কর এবং আমাকেও তাহার অংশ প্রদান কর। আমার বুদ্ধির প্রখরতা সাধন কর তোমার জ্ঞানোপার্জ্জনের উপযোগী কর।"

ব্রাহ্মণ। "তথাস্তু।"

এই সময়ে দ্বারদেশে তিনবার আঘাতের শব্দ হইল। "এইবার সময় হইয়াছে।" এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণ চিন্তামণির হস্ত ধারণপূর্ব্বক গৃহান্তরে লইয়া গিয়া তাঁহাকে বংশদণ্ডধারী দুইজন প্রবর্ত্তকের (১) এক হস্তে সমর্পণ করিলেন।

গৃহের চতুর্দ্দিকে গৈরিক বসন পরিহিত অনেক গুলি দীক্ষার্থী উপবিষ্ট। শুক্ল বসনাচ্ছাদিত মহা মহিমান্বিত গম্ভীরাকৃতি তিনব্যক্তি একটী উচ্চ বেদিকায় বসিয়া আছেন; তন্মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ উচ্চতম আসনারূঢ়। তাঁহার আকৃতি দীর্ঘ এবং শরীর কথঞ্চিৎ কৃশ, রজতকান্তি শ্মশ্রুরাজি আবক্ষ বিলম্বিত, গ্রীবাদেশ অতিক্রমকারী পক্ককেশপাশ পৃষ্ঠ ও স্কন্ধদেশ আবৃত করিয়াছে, দেখিলেই পুরাণ বর্ণিত ঋষি বলিয়া ভ্রম হয়।

প্রবর্ত্তকদ্বয় সসম্ভ্রম পাদবিক্ষেপে চিন্তামণিকে লইয়া বেদির সম্মুখীন হইলে, তিনজন মহাত্মাই একতালে ভূমিতে বারত্রয় যষ্টি আঘাত করিলেন। তখন দক্ষিণ পার্শ্বস্থ মহাপুরুষ গাত্রোত্থান করিয়া গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসিলেন, "কে আসিতেছে।'

---

(১) প্র নিবর্ত্ত বৃৎ শক্‌=প্রবর্ত্তক=

প্রবর্ত্তকদ্বয় উত্তর করিল "প্রাচ্য জ্ঞানীগণের গূঢ় পন্থা ও সর্ব্বজনীয় ভ্রাতৃভাবে দীক্ষার্থী।"

মহাপুরুষ কহিলেন "অগ্রসর হও।"

চিন্তামণি অগ্রসর হইয়া দণ্ডবৎ হইলে, তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার এখানে আগমনের অভিপ্রায় কি ?"

চিন্তা। "সত্যজ্ঞান লাভাভিলাষ।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

গান।

তবে তুমি হাস্‌ছ কেন, ও ভাই কেউ কার নয়
তাওতো জান।
পরনিন্দা শুনলে পরে, আহ্লাদে কান পেতে শুন,
আবার নিজের বেলা হয়ে কালা আপনারে না
আপনি চেন।
সবাই উপর আমি তুচ্ছ এই কথাটী মনে যেন,
যেমন দর্পনে মুখ দেখলে পরে, ঘার নেড়ে গান
গায় না গেনো।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

২য় ভাগ।] পৌষ ১৩০৫। [৯ম সংখ্যা।

২য় ভাগ। } পৌষ ১৩০৫ সাল। { ৯ম সংখ্যা।

মাসিক পত্র।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল,

ও

পণ্ডিত শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী
সিদ্ধান্তবাচস্পতি সম্পাদিত।

৩৯।১ নং মস্‌জিদ্‌বাড়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে
শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা।
৩৯।১ নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট, "বিভাবতী প্রেসে"
এন্ কে, বাগচী দ্বারা মুদ্রিত।

☞ বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় ১৲ টাকা—মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১।৵০।
নগদ মূল্য ৴১০ দেড় আনা মাত্র।

নিয়মাবলী।

১। কলিকাতায় "পন্থার" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা, মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১৵০ আঠার আনা মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ⁄১০ দেড় আনা মাত্র। অগ্রিম মূল্য না পাইলে পন্থা পাঠান হয় না।

২। টাকা কড়ি, পত্র, প্রবন্ধ, সমালোচনার জন্য পুস্তক ও বিনিময়ে সংবাদ ও মাসিকপত্রাদি নিম্ন ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইবেন। ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে টাকায় ⁄০ আনা কমিশন লাগিবে।

৩। যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা পত্রে, পোষ্টকার্ডে অথবা মণি অর্ডারের কুপানে পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া আমার নিকট পাঠাইবেন।

৩৯।১ নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট কলিকাতা। | শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত। প্রকাশক।

১। এখন হইতে যে মাসের "পন্থা" সেই মাসের মধ্যে কোন সময়ে প্রকাশিত হইবে। যদ্যপি কেহ পরের মাসের ৫ইয়ের মধ্যে পত্রিকা না পান তাহা হইলে আমাদিগকে জানাইবেন। তাহার পর আর আমরা দায়ী থাকিব না।

২। প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে আমরা ফেরত দিতে বাধ্য নহি।

৩। পত্রিকা না পাইলে অথবা পত্রিকা প্রাপ্তি সম্বন্ধে কোন প্রকার গোলযোগ ঘটিলে আমাকে কিম্বা প্রকাশককে পত্র লিখিয়া জানাইবেন।

শ্রীশরৎচন্দ্র দেব।—কার্য্যাধ্যক্ষ।
৩৯।১ নং মসজিদবাড়ীষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পন্থায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের নিয়ম।

"পন্থার বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে প্রতি পৃষ্ঠায় ৩৲ তিন টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠায় ২৲ দুই টাকা এবং সিকি পৃষ্ঠায় ১।০ এক টাকা চারি আনা লাগিবে। অধিক দিনের অথবা বরাবরের জন্য হইলে পত্র লিখিলে অথবা আমাদের কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইয়া থাকে।

ইংরাজিতে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে প্রতি পৃষ্ঠায় ৪৲ টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠায় ২॥০ টাকা এবং সিকি পৃষ্ঠায় ১॥০ টাকা লাগিবে।

শ্রীললিতমোহন মল্লিক।
কার্য্যাধ্যক্ষ—বিজ্ঞাপন বিভাগ।
২০ নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীশরৎচন্দ্র দেব।
কার্য্যাধ্যক্ষ—সাধারণ বিভাগ।
৩৯।১ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২য় ভাগ। পৌষ ১৩০৫ সাল। ৯ম সংখ্যা।

স্বর্গীয় মহারাজা দ্বার ভাঙ্গা।

(১)

পড়িল ভাঙ্গিয়া এক ওই মহামহীরুহ।
সর্ব্বলোক প্রিয়কারী ছিল সম কামদ্রুহ।
শুভ্র যশঃ পুষ্পরাশি রেখেছিল আলো করি ;
উত্থিত উথলি যার সুগন্ধ দিগন্ত ভরি।
পৌরুষ, দাক্ষিণ্য, দয়া, রসপূর্ণ ফলগুচ্ছ,
রেখেছিল করি তারে উচ্চ হতে আরো উচ্চ।

সতত উন্মুক্ত কর শত দিকে প্রসারিত।
চির স্নিগ্ধ চির রম্য ছায়াথানি অবারিত।
শতলক্ষ জনাশ্রয় ভাঙিয়া পড়িল আজ।
অকরুণ দেবতার অকালে উদ্যত বাজ!

(২)

এ অত্যাচারের মোরা এস প্রতিশোধ লই!
প্রতিদ্বন্দিতায় মোরা হব সবে মৃত্যুঞ্জয়ী!
মৃত্যু? কার মৃত্যু হয়? দেহেরি কি এত মান?
গুণরাশি চিরোজ্জ্বল, চির রহে বর্ত্তমান।
রোপিব তাহারি বীজ লয়ে মোরা শত স্থলে.
রক্তবীজ বংশ সম বাড়িবে তা' দলে দলে!
নিমেষে একের স্থানে হইবে, সহস্র জন।
মৃত্যু কত অগ্রসর হইবে, করিতে রণ?

(৩)

লইতে এব্রত যদি মোরা সবে নাহি পারি,
কেন তবে বৃথা হায়, বর্ষণ এ অশ্রুবারি?
শোকের উপরে শোক আঘাত আঘাত পরি,
সহুক নীরবে তবে জননী জনম ভরি।
একটী একটী করে হৃদয়ের অস্থি তার
পড়িছে পড়ুক খ'সে, কিবা তায় ক্ষতি কার!
কতকাল জীর্ণ গৃহ প্রকোপেতে ঝটিকার
রহে বাঁচি, সংস্কার কভুনা হইলে তার?

শ্রীমতী মৃণালিনী।

সাধনা।

জয়মাতারা।

"পিতাধর্ম্মঃ পিতাস্বর্গঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥
মাতা ধরিত্রী জননী দয়ার্দ্র হৃদয়া শিবা।
দেবীভূরবনি শ্রেষ্ঠা নির্দ্দোষা সর্ব্বদুঃখহা॥
আরাধনীয়া পরমা দয়া শান্তিঃ ক্ষমা ধৃতিঃ।
স্বাহা স্বধাচ গৌরীচ পদ্মাচ বিজয়া জয়া॥
গুরুর্দ্দেবো গুরুর্ধর্ম্মো গুরুহি পরমং তপঃ।
গুরোঃ পরতং নাস্তিং নাস্তিং তত্বং গুরোঃ পরম্।"

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"সাধনা" শব্দটী বিশেষ ক্রিয়া বা কার্য্য বোধক। চিৎস্বরূপ আত্মা ব্রহ্ম নিরবয়বতা প্রযুক্ত স্বভাবতঃ নিষ্ক্রিয়,স্থির,ও গম্ভীর ; কিন্তু প্রকৃতিসংজ্ঞক-মায়ামূলক অহংকার বশতঃ ঈশ্বর ও জীব উভয়েরই মায়িক কার্য্য আছে।

"অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽ শোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥
প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥"

(ভগবৎগীতা)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ঈশ্বরের দুঃখরাহিত্য-হেতু কামনাভাবে সাধনাভাব ; কেবল জীবেরই সাধনা আছে। ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রিয়াজ্ঞানশক্তি অসীম, জীবের ইচ্ছাক্রিয়া জ্ঞানশক্তি সসীম ; অর্থাৎ ঈশ্বরে ইচ্ছাক্রিয়াজ্ঞানশক্তির পূর্ণ বিকাশ, এবং

জীবে উক্ত শক্তির অল্প বিকাশ আছে। ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা করেণ তাহাই হয়, জীবের সমুদায় ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয় না। ঈশ্বর অসীম শক্তি, জীব অল্পশক্তি।

"ইচ্ছাক্রিয়াজ্ঞানশক্তি", কি তাহা অগ্রে বিচার্য্য। যাহার ক্রিয়ায় অন্তঃকরণে ইচ্ছা ও জ্ঞানের উদয় হয়, এবং অন্তঃকরণের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য হয়, তাহাই ইচ্ছাক্রিয়াজ্ঞানশক্তি, অর্থাৎ ইচ্ছা, ক্রিয়া (কার্য্য), ও জ্ঞান শক্তি-মূলক। শক্তির পূর্ণ বিকাশে সর্ব্বেচ্ছা, সর্ব্বক্রিয়া, ও সর্ব্বজ্ঞতা; এবং অল্প বিকাশে অল্পেচ্ছা, অল্পক্রিয়া ও অল্পজ্ঞতা।

জীবের অন্তঃকরণে যে কার্য্যের ইচ্ছা হয়, সেই কার্য্য জীবের দেহ দ্বারাই নিষ্পন্ন হইতে দেখা যায়। পাঞ্চভৌতিক জৈবদেহ স্বয়ং ক্রিয়াশীল নহে, ইহা অনায়াসবোধ্য; জৈবদেহ স্বয়ং-ক্রিয়াশীলশক্তি কর্ত্তৃক চালিত হইয়াই কার্য্য তৎপর হয়। এক অদ্বিতীয় অসীম নিরবয়ব চিৎ বা চৈতন্য পদার্থই আত্মা। এই একই আত্মা বা শক্তি দেহাভিমানী ঈশ্বর, এবং পাঞ্চকৌষিক দেহাভিমানী জীব।

"অনঙ্গো স্বপ্রভঃ পূর্ণঃ শুদ্ধজ্ঞানাদিলক্ষণঃ।
এক এবাদ্বিতীয়শ্চ সর্ব্বদেহগতঃ পরঃ॥"

(ভগবতী গীতা)

"চিচ্ছায়াবেশতঃ শক্তি শ্চেতনেব বিভাতি সা।
তচ্ছক্ত্যুপাধিসংযোগাৎ ব্রহ্মৈবেশ্বরতাং ব্রজেৎ॥
কোষোপাধিবিবক্ষায়াং ব্রহ্মৈব যাতি জীবতাম্।
পিতা পিতামহশ্চৈব পুত্র পৌত্রো যথা প্রতি॥"

(পঞ্চদশী)

জীবের পাঞ্চকৌষিক দেহ কি তাহা দেখা যাউক। জীবের স্থূল ও সূক্ষ্ম দুইটি শরীর আছে; এই দুইটী শরীরের সমষ্টিই পাঞ্চকৌষিক দেহ নামে অভিহিত। স্থূল শরীর পাঞ্চভৌতিক; এবং লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম শরীর পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ), পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (শ্রবণেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, স্পর্শেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয়,) পঞ্চ প্রাণ (প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান,

সমান), এবং মনঃ ও বুদ্ধি, * এই সপ্তদশের সমষ্টি। পঞ্চকোষ, যথা, অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ, ও আনন্দময় কোষ। আত্মা এই পঞ্চকোষের অতীত নিত্য ও সৎ পদার্থ।

"পঞ্চকোষপরিত্যাগে সাক্ষী বোধাব শেষতঃ।
স্বস্বরূপঃ স এব স্যাৎ শূন্যত্বং তস্য দুর্ঘটম্ ॥"

(পঞ্চদশী)

আত্মা নিত্য বা অবিনাশী, যেহেতু কেহই আত্মবিনাশ দর্শন করেন না। আত্মা আত্মবিনাশ দর্শন না করিলে, তাঁহার বিনাশ অসম্ভব; এবং আত্মবিনাশ দর্শন করিলেও স্বয়ং থাকিয়া বিনাশ দর্শন করিতে হয়, সুতরাং তাঁহার বিনাশই অসম্ভব।

"শুদ্ধং হি চেতনং নিত্যং নোদেতি নচ শাম্যতি।
স্থাবরে জঙ্গমে ব্যোম্নি শৈলেহগ্নৌ পবনে স্থিতম্ ॥
কেবলং বাতসংরোধাৎ যদা স্পন্দঃ প্রশাম্যতি।
মৃত ইত্যুচ্যতে দেহঃ তদাস্য জড়নামকঃ॥"

(যোগবাশিষ্ঠ)

"আত্মা শুদ্ধঃ স্বয়ং পূর্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
ন জায়তে ন ম্রিয়তে নির্লেপঃ নচ দুঃখভাক্ ॥
বিচ্ছিদ্যমানে দেহেহপি নাপকারোস্য জায়তে।
যথা গৃহান্তরস্থস্য নভসঃ কাপি ন ক্ষতিঃ ॥
আত্মাচেৎ মন্যতে হন্তা হয়ং চেন্মন্যতে হতম্।
তাবুভৌ ভ্রান্তহৃদয়ৌ নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥"

(ভগবতী গীতা)

আত্মা অবিনাশী বলিয়াই নিরবয়ব, যেহেতু সাবয়ব পদার্থের বিনাশ অসম্ভব নহে; এবং নিরবয়বতা হেতু অপরিবর্ত্তনশীল বা নির্ব্বিকার, এজন্যই আত্মা সৎ পদার্থ।

---

* বুদ্ধি কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রাণ পঞ্চকৈ মনসা ধিয়া।
শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মং লিঙ্গং তদুচ্যতে ॥" (পঞ্চদশী)

অন্ন হইতে জাত এবং অন্ন দ্বারা বর্দ্ধিত বলিয়াই স্থূলশরীরকে অন্নময় কোষ বলা যায়। এই অন্নময় কোষের সহিত জীবের, জন্মের পূর্ব্বে ও মৃত্যুর পর, কোন সংশ্রব থাকে না, এজন্যই অন্নময় কোষ আত্মা নহে। মৃত্যুর পর স্থূল শরীরের পরিবর্ত্তে আতিবাহিক দেহ উৎপন্ন হয়, পুনর্জ্জন্মে আতিবাহিক দেহের ধ্বংসে নূতন স্থূলদেহ জাত হয়।

"পিতৃ ভুক্তান্নজাদ্ বীর্য্যাজ্জাতোঽন্নেনৈব বর্দ্ধতে।
দেহঃ সোঽন্নময়ো নাত্মা প্রাক্ চোর্দ্ধং তদভাবতঃ॥"

(পঞ্চদশী)

প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুই প্রাণময় কোষ। প্রাণাদি পঞ্চবায়ু জড় পদার্থ, এবং ইহাদের চৈতন্য বা জ্ঞানাভাবে, প্রাণময়কোষ আত্মা হইতে পারে না।

"পূর্ণো দেহে বলং যচ্ছন্নক্ষাণাং য প্রবর্ত্তকঃ।
বায়ুঃ প্রাণময়ো নাসাবাত্মা চৈতন্যবর্জ্জনাৎ॥"

(পঞ্চদশী)

মনঃই মনোময় কোষ। কামক্রোধাদি দ্বারা মনের বিকার জন্মে, এবং মনঃ পরিবর্ত্তনশীল, ও পরিবর্ত্তন হইতেই মনের বিনাশ অনুমেয় এজন্য মনঃ ও আত্মা নহে।

"অহন্তাং মমতাং দেহে গৃহাদৌ চ করোতি যঃ।
কামাদ্যবস্থয়া ভ্রান্তো নাসাবাত্মা মনোময়ঃ॥"

বুদ্ধিই বিজ্ঞানময় কোষ। বুদ্ধি সুষুপ্তিকালে লীন হয় এবং জাগ্রদবস্থায় সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে, এজন্য বিজ্ঞানময় কোষকেও আত্মা .. যাইতে পারে না।

"লীনা সুপ্তৌ বপু র্বোধে ব্যাপ্নুয়া দানখাগ্রগা।
চিচ্ছায়োপেতধীর্নাত্মা বিজ্ঞানময়শব্দভাক্॥"

(পঞ্চদশী)

যে অন্তর্মুখী বুদ্ধিবৃত্তি পুণ্যভোগে আনন্দপ্রতিবিম্ববিশিষ্ট হয় এবং ভোগাবসানে লীন হয়, তাহাই ক্ষণভঙ্গুর আনন্দময়কোষ শব্দবাচ্য। আনন্দময় কোষও অনিত্য বলিয়া আত্মা নহে।

"কাচিদন্তর্মুখা বুদ্ধিরানন্দপ্রতিবিম্ব ভাক্।
পুণ্যভোগে ভোগশান্তৌ নিদ্রারূপেণ লীয়তে॥"

(পঞ্চদশী)

মায়াই জীবের কারণ শরীর। নির্ব্বাণ মুক্তিতে এবং মহাপ্রলয়ে মায়া ব্রহ্মে লীন হয় বলিয়া, কারণ শরীরও আত্মা নহে।

এক নিরুপাধি চিৎ বা চৈতন্য পদার্থই ত্রিবিধ ভাব বা অবস্থায় স্থিত; যথা,—মহেশ্বর, ঈশ্বর, ও জীব।

"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরঃশ্চাক্ষর এবচ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥
উত্তমঃ পুরুষস্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয়ঃ ঈশ্বরঃ॥"

(ভগবৎ গীতা)

আত্মাই ইন্দ্রিয়মনো যুক্ত হইয়া সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন।

"আত্মানাং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনো প্রগ্রহমেবচ॥
ইন্দ্রিয়ানি হয়ানহুঃ বিষয়াং স্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুঃ মনীষিণঃ॥"

(কঠোপনিষৎ)

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধ এই পঞ্চ তন্মাত্রই বিষয় শব্দ বাচ্য, যেহেতু ইহারাই সুখ দুঃখের কারণীভূত।

"মাত্রা স্পর্শাস্ত কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যা স্তাং স্তিতিক্ষস্ব ভারত॥"

(ভগবৎ গীতা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযজ্ঞেশ্বর মণ্ডল।

আনন্দ ভোজন।

মাতঙ্গিনী ডাকিলেন "ওগো আজ কি আর খেতে দেতে হবে না ; রাত্রি যে দশটা বেজে গেল ; দাঁড়াও টান মেরে আমি বইখানা ফেলে দিই।" এই বলিয়াই গৃহিণী আমার হাত হইতে বই খানা কাড়িয়া লইলেন।

আমি বলিলাম বই যেন কাড়িয়া লইলে আমিত খেতে যাব না।

গৃহি। হড় হড় করে টেনে নিয়ে যাব।

আমি। তা যেন নিয়ে গেলে আমি যদি না খাই?

গৃহিনী। জোর করে মুখে ভাত গুঁজে দিব।

আমি। তাও যেন দিলে আমি যদি ভাত গলাধঃকরণ না করি?

গৃহিনী। তা হ'লে আর আমার ক্ষমতা নাই।

আমি। ক্ষমতা যদি নাই তবে বই খানি আস্তে আস্তে ফেরৎ দাও। আর আধথটা পড়া হইলেই বই খানি শেষ হয়, তার পরই খেতে যাচ্ছি। বই খানি বড় ভাল বই গো। আমি আস্তে আস্তে গৃহিণীর হাত হইতে বই খানি লইলাম। বই খানি "Annie Besant's Ancient Wisdom."

গৃহিনী জিজ্ঞাসা করিলেন যে উহাতে কি মাথা মুণ্ডু আছে।

আমি। মহাপুরুষেরা যে জ্ঞান দান করিয়া জীবকে শিবের সহিত যোগ করেন সেই শাম্ভবীবিদ্যার * কথা উহাতে আছে।

গৃহিনী। ওগো ও সব বিদ্যা বই পড়ে হয় না ; চিদানন্দ বাবা আমাকে ঐ কথা এক দিন বলিয়াছিলেন। গুরু যাহাকে ঐ বিদ্যা দেন তিনিই উহা পান।

---

* শাম্ভবী বিদ্যা অর্থাৎ শিব সম্বন্ধিনী বিদ্যা। শিবঃ শব্দই ভিন্ন ভিন্ন ভাষাতে 'থিবঃ' "Theos" "Zeus" হইয়াছে। Theo sophy কথাটির,অর্থ শিব সম্বন্ধিনী বিদ্যা সেই জন্য শাম্ভবী বিদ্যা কথাটই Theosophy কথার ঠিক অনুবাদ।

অনঙ্গরাম।

গৃহিনীর চিদানন্দ বাবা কে তাহা বোধহয় পাঠকগণ বুঝিয়াছেন। আমাদের স্বামীজি প্রায়ই শবাসনে থাকেন। চিৎ হইয়া স্থির হইয়া থাকার নাম শবাসন। স্বামীজি এইরূপ চিৎ হইয়া থাকেন বলিয়া গৃহিনী এক দিন হাসিতে হাসিতে তাঁহার নাম দেন "চিদানন্দ বাবা," স্বামীজি ও সেই অবধি নিজেকে চিদানন্দ বলিয়া থাকেন। গৃহিণীর কথার উত্তরে বলিলাম "চিদানন্দ বাবা যাহা বলিয়াছেন সেত ঠিকই কথা। এ সব বিদ্যা গুরুগম্য বিদ্যা। গুরুকে শ্রদ্ধা নমস্কার ও তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্য করিতে করিতে তাঁহার মনের ভাব সকল শিষ্যের মনে আপনা আপনি উদয় হয়। স্বামীজি আমাদের গুরু; তিনি এই বই খানি যত্নের সহিত পড়িতে বলিয়াছেন তাইত এত আগ্রহ করিয়া বই খানি পড়িতেছি।"

গৃহিণী। আচ্ছা তুমি শীঘ্র করে বই পড়া শেষ কর আমি তোমার কাছে চুপ করিয়া বসিয়া থাকি।

একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া আমার চেয়ারের পার্শ্বে গৃহিণী উপবেশন করিলেন। আমি পড়িতে লাগিলাম। গৃহিণী খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন 'না বাপু কথা না কহিয়া কি থাকা যায়'।

আমি। বেশত, আমাকে যত বকাবে ওদিকে খেতে তত রাত্রি হবে।

গৃহিণী। তবে আমিও লেখা পড়া করি। এই বলিয়া এক খানা কাগজ পেন্‌সিল লইয়া বসিলেন।

আধ ঘণ্টা আন্দাজ মধ্যে আমার বই পড়া শেষ হ'ল তখন দেখি মাতু কাগজ পেন্‌সিল লইয়া কি সব লিখিয়াছে। আমি ঐ লেখা দেখতে গেলাম; তিনি দেখিতে দিলেন না। আমি জোর করিয়া কাগজ কাড়িয়া লইলাম। উহাতে নিম্নলিখিত কথা গুলি লেখা রহিয়াছে!

ভাত গুলি জুড়িয়ে গেল।

গেল গেলই।

যার জন্য রান্না সেই যদি খেতে গেল না ত আমার কি?

তবু আমার একটা কি আছে? জুড়ান ভাত গুলা আজ খেতেই পারবেন না তিনি খেয়ে নিলেই আমার প্রাণটা ঠাণ্ডা হত।

তিনি আমি তিনি আমি তিনি আমি।

সো হং সো হং সো হং।

শিব দুর্গা শিব দুর্গা শিব দুর্গা।

আচ্ছা মা কালী কোন বাড়ীর গৃহিণী।

কাল কর্ত্তা কালী গৃহিণী।

বিশ্ব সংসার তাঁদের বাড়ী।

কালী ভগবতী কাল ভগবান্।

মা কালীর রান্না ঘর কোনটা ?

মা কালী তাঁহার কর্ত্তার জন্য অবশ্য কত কি রাঁধেন।

ভগবতী যতক্ষণ রান্না করেন ভগবান ততক্ষণ কি করেন ?

ভগবান ততক্ষণ পড়া শুনা করেন।

আচ্ছা মা কালী কি রাধেন ?

মানুষে ভাত ডাল সিদ্ধ করে।

ভগবতী মানুষ সিদ্ধ করেন।

তবে বুঝি সিদ্ধ পুরুষরা ভগবানের খাদ্য।

পৃথিবীটা বুঝি ভগবতীর রান্না ঘর।

বাবা গো বাবা ভগবান, সিদ্ধ পুরুষদিগকে খেয়ে ফেলেন।

এ কেমন কথা হলো ?

কথাটা ঠিকই হইয়াছে।

সিদ্ধ পুরুষরা ভগবানের পদে প্রাণ বিসর্জ্জন দেন।

ভগবান সেই প্রাণ ভোজন করেন।

এই যেমন আমরা পাকা আমটি খাই আঁটিটি থাকে।

ভগবানও সিদ্ধ পুরুষের রসটুকু খান কিন্তু আঁটিটি থাকে সেই আঁটি থেকে আবার নূতন যুগে মানুষের গাছ হয়।

আমার প্রাণটাও একজনের পায়ে ঢেলে দিতে কেবল ইচ্ছা করে।

স্বামী আমার ভগবান।

মা কালী আমাকে সিদ্ধ করবেন। ভালবাসাটা আগুণ প্রাণেশ্বরের পদে প্রাণ বিসর্জ্জন বড় আনন্দ।

মা কালীকে যেন বুকের মাঝে দেখছি।

একটী যেন নীল দীপ শিখা।

কেমন একটী সুন্দর রূপ হল।

সূর্য্যের মধ্যে শ্যাম সুন্দর কৃষ্ণরূপ।

রূপ যেন প্রেমে মাখা।

মা বলেছেন কি চাস?

স্বামী পদে প্রাণ বিসর্জ্জন।

শব্দ হলো ওঁ।

আমি জপ করি।

নমঃ শিবায় নমঃ শিবায় নমঃ শিবায় নমঃ শিবায় নমঃ শিবায় নমঃ শিবায়।

মাতঙ্গিনীর লেখাটি পড়িলাম তাহার মুখের দিকে সজল নয়নে একবার চাহিলাম তিনি কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিলেন তুমি কেনআমার লেখা পড়িলে আমার ভারি রাগ হইয়াছে; আমি উঠিয়া যাই। এই বলিয়া তিনি উঠিলেন; অভিমানিনীর মুখ চুম্বন করিয়া বলিলাম "চল খাই গে।"

আজি ভোজনে বড় আনন্দ।

অনন্তরাম।

আমাদের পন্থা ঘরে ঘরে এই আনন্দ ভোজন দেখিতে চায় গুরুদেব, মহাদেব পন্থার এই কামনা পূর্ণ কর।

সম্পাদক।

———

যতিপঞ্চকম্।

(শঙ্করাচার্য-কৃতম্)

(১)

বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তঃ
ভিক্ষান্নমাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ।
বিশোকমন্তঃকরণে রমন্তঃ
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥

বেদান্তের বাক্যে যার সদাই উল্লাস,
ভিক্ষান্ন খাইয়া যেই তুষ্ট বারমাস,
শান্তিসুখে মন যার সদা নিমগন,
পরিধান করে যেই কৌপীন বসন,
কত সুখে বল তার দিন হয় ক্ষয়,
ভাগ্যবান্ সেই জন জানিও নিশ্চয়!

(২)

মূলং তরোঃ কেবলমাশ্রয়ন্তঃ
পাণিদ্বয়ং ভোক্তুমমন্ত্রয়ন্তঃ
শ্রিয়ঞ্চ কথামিব কুৎসয়ন্তঃ
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥

বাসহেতু বৃক্ষমূলে যে করে আশ্রয়,
ভোগ্যদ্রব্যে রত নয় যার করদ্বয়,
ধনে অভিমানে সদা যেই ঘৃণা করে,

কেবল কৌপীন খানি সদা যেই পরে,
কত সুখে বল তার দিন হয় ক্ষয়,
ভাগ্যবান্ সেই জন জানিও নিশ্চয় !

(৩)

দেহাদিভাবঃ পরিবর্ত্তয়ন্তঃ
আত্মানমাত্মান্যবলোকয়ন্তঃ।
নান্তং ন মধ্যং ন বহিঃ স্মরন্তঃ
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ॥

জড়তা ছাড়িয়া যার চৈতন্যে গমন,
নিজাত্মায় পরমাত্মা যে করে দর্শন,
নাহি অন্ত নাহি মধ্য নাহি বাহ্যজ্ঞান
কৌপীন বসন খানি যার পরিধান,
কত সুখে বল তার দিন হয় ক্ষয়,
ভাগ্যবান্ সেইজন জানিও নিশ্চয় !

(৪)

স্বানন্দভাবে পরিতুষ্টিমন্তঃ
সুশান্তসর্ব্বেন্দ্রিয় তুষ্টিমন্তঃ।
আহর্নিশং ব্রহ্মসুখে রমন্তঃ
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্ত ॥

অতুল আনন্দ যার সদা রয় মনে,
শান্তি সুখ পায় যেই ইন্দ্রিয় দমনে,
ব্রহ্ম সুখে দিবানিশি সদা যার রতি,
কৌপীন পরিতে যার সদা চায় মতি,
কত সুখে বল তার দিন হয় ক্ষয়,
ভাগ্যবান্ সেই জন জানিও নিশ্চয় ॥

(৫)

একাক্ষরং * পাবনমীরয়ন্তঃ
শিবং শরণ্যং হৃদি ভাবয়ন্তঃ।
ভিক্ষাশিনো দিক্ষু পরিভ্রমন্তঃ
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥

পবিত্র একটী বর্ণ সদা যার মুখে,
হৃদি রাখি সদাশিব থাকে যেই সুখে,
ভিক্ষা করি শেষ দিন কেটে যার যায়,
পরিতে কৌপীন খানি সদা যেই চায়,
কত সুখে বল্ তার দিন হয় ক্ষয়,
ভাগ্যবান্ সেই জন জানিও নিশ্চয়!

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে।

বিলাতী সন্ন্যাসী।

(৮ম সংখ্যার ২৪৩ পৃষ্ঠারপর)

আমরা, কথা প্রসঙ্গে অনেক কথা কহিয়া ফেলিয়াছি। বিলাতী সন্ন্যাসীর কথা পুনরায় আরম্ভ করা যাউক। তিনি কহিলেন "সেই বানপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বী যোগী পুরুষ বলিতে লাগিলেন জন্মান্তরিণ কর্ম্মফলে তোমাকে এই

---

* "একাক্ষরং" ওঁ। "পঞ্চাক্ষরং" এইরূপ পাঠ যে স্থলে থাকিবে, তথায় "নম শিবায়" অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে।

মার্গ অবলম্বন করিতে হইবে। তবে কর্ম্ম বিশেষের দোষে তুমি ম্লেচ্ছ হইয়া জন্মিয়াছ; সেই কর্ম্মক্ষয় জন্য তীর্থ পর্য্যটন আবশ্যক। উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে, পুনরায় আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। এই বলিয়া, ভবিষ্যত আচরণ সম্বন্ধীয় কতক গুলি নীতি গর্ভ উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক আমাকে বিদায় হইতে কহিলেন।

আমি কহিলাম—"এক্ষণে আমার মনের অবস্থা কিরূপ তাহা আমি নিজে বুঝিতে পারিতেছি. না সুতরাং কোন্ পন্থা অবলম্বন করিব। স্থির করিতে পারি নাই মনস্থ স্থির হইলে একটা মিমাংসা করিব। কিন্তু এ স্থান হইতে আমার বাসস্থান অনেক দূর;—বনমধ্যে অনির্দ্দিষ্ট ভাবে দ্রুত অশ্ব চালনা করিয়া আসিয়াছি পথ.অপরিজ্ঞাত—কিরূপে প্রতিনিবৃত্ত হইব?"

তিনি "তোমার ঘড়ির সহিত কোম্পাস আছে,—অশ্বারোহণ করিয়া ঠিক্ উত্তর মুখে যাও দণ্ডেক কাল মধ্যে তোমার বাংলায় উপনীত হইবে।"

আমি। "একদণ্ড কাল ইংরাজি অর্দ্ধ ঘণ্টার ও অল্প; অত অল্প সময় মধ্যে বাংলায় যাইতে পারিব?"

"নাহয় ঠিক দক্ষিণ মুখে ফিরিয়া আসিবে। অনর্থক প্রতিবাদ করিবার আবশ্যক নাই।" তিনি যেরূপ গম্ভীর স্বরে এই কথা কহিলেন তাহাতে আমার দ্বিরুক্তি করিতে সাহস বা ইচ্ছাও হইল না। আমি অশ্বারোহণ পূর্ব্বক কোম্পাস দ্বারা উত্তরদিক স্থির.করিয়া লইয়া ঘড়ি দেখিয়া যাত্রা করিলাম এবং অনতিবিলম্বে বাংলার হাতার মধ্যে উপস্থিত! ঘড়ি খুলিয়া, আসিতে আমার চব্বিশ মিনিট লাগিয়াছে দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলাম। সে দিবস বৈকালে সমভিব্যাহারীদিগের সংবাদ লইলাম—তাঁহারা প্রত্যাবৃত হইয়াছেন, কিন্তু কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিলাম না।

পর দিবস প্রত্যুষে অশ্বারোহণে ঠিক দক্ষিণাভিমুখে চলিলাম—অর্দ্ধঘণ্টা মধ্যে একটা ক্ষুদ্রকায়া গিরিতরঙ্গিনী আমার পথরোধ করিল। সে স্থলে জীবনে কখনও পদার্পন করিয়াছি বলিয়া বোধ হইল না। কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে মনে বড় ভয় হইল—সকলই মহাপুরুষের খেলা ভাবিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলাম। সমস্ত দিন গভীর চিন্তার পর তাঁহার উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিব সঙ্কল্প করিয়া রাত্রিতে নিদ্রা গেলাম। পরদিবস তখনকার ইচ্ছা-

মত সমস্ত দ্রব্য সামগ্রীর ব্যবস্থা করিয়া, কয়েকটীমাত্র টাকা লইয়া তীর্থ যাত্রায় নির্গত হইলাম। এক্ষণে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনে জীবন ধারণ করিয়া ৺চন্দ্রনাথ গমণ করিতেছি। পুনরায় তাঁহার সহিত কবে দেখা হইবে বলিতে পারি না,—তবে দেখা নিশ্চয়ই হইবে।”—

সম্প্রতি আমার এক বন্ধুর নিকট একটী গল্প শুনিলাম তাহা এই প্রবন্ধের প্রতি পোষক এজন্য এ স্থলে তাহার উল্লেখ আবশ্যক।

নদীয়া জেলার দক্ষিণাংশের কোন গ্রাম নিবাসী কান্তিবাবু নামক একব্যক্তি পশ্চিমে গবর্ণমেণ্টের আফিসে চাকুরী করিতেন। তাঁহার সরলতার জন্য সাহেবরাও সময়ে সময়ে তাঁহাকে পাগল (Madman) বলিতেন। তিনি সাধু সন্ন্যাসী দেখিলেই তাঁহাদিগের সেবা সুশ্রুষা করিতেন। কখন কখন তাঁহার মনে একটু একটু বৈরাগ্যের ভাবও উদয় হইত। কি কারণে বলিতে পারিনা তাঁহার মন একদা ঔদাস্য ভাব ধারণ করিল; আফিসে ছুটির পর তিনি বাসায় না আসিয়া সঙ্গে যে দুইটী মাত্র টাকা ছিল তদ্দারা টিকিট কিনিয়া রেল গাড়িতে কিয়ৎদূর গমন করিলেন। আহারীয় সংগ্রহ বা কিছুদূর গমন করিবার জন্য হাতে আর এক কপর্দ্দকও ছিল না দৈবান্তর সেই ষ্টেশনে পাঞ্জাবের কোন এক রাজা উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁহার সরলতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিলেন ও প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পরামর্শ দিলেন। তাহাতে তিনি স্বীকৃত না হওয়ায় এবং উত্তরাখণ্ডের কোন যোগীর আশ্রয় গ্রহণাভিপ্রায় প্রকাশ করায়, রাজা, তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বহুদূর লইয়া গেলেন ও একটী পথ প্রদর্শন করিয়া কহিলেন—এই পথে গমন করিলে আপনি মহাপুরুষ দিগের আশ্রম সমীপে যাইতে পারিবেন। যদি প্রতিনিবৃত্ত হয়েন ও পাথেয় আবশ্যক হয় তবে আমার এই লোকের নিকট প্রয়োজনমত অর্থ পাইবেন, এই বলিয়া তাঁহার একজন কর্ম্মচারীর সহিত আলাপ করিয়া দিলেন।

কান্তিবাবু রাজার প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া উত্তরাভিমুখে গমনান্তর এক সাধুর নির্দ্দেশানুসারে হিমাদ্রি পার্শ্ববর্ত্তী এক নিম্ন শৃঙ্গে উপনীত হইলেন। সে স্থানে একজন গৌরবর্ণ সন্ন্যাসী সম্মুখে অগ্নি প্রজ্জলিত করিয়া বসিয়া আছেন—দ্বিতীয় ব্যক্তি আর কেহ নাই। ক্ষুন্নিবারণার্থ তিনি একটা লতা দেখাইয়া দিয়া তাহার মূল আনিতে বলিলে, কান্তিবাবু তাহা হইতে এক

সেখান দগ্ধ করিয়া শীতল হইলে তাঁহাকে খাইতে দিলেন। কান্তিবাবু তাহা ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধা শান্তি করিলেন ও সন্ন্যাসিপ্রদর্শিত নির্ঝর হইতে জলপান করিয়া তৃষ্ণা দূর করিলেন, কিন্তু সন্ন্যাসী কিছু আহার করিলেন না। তিনি বলেন যে, তিনি যে কয়েক দিবস তথায় অবস্থান করিয়া ছিলেন, তন্মধ্যে তিনি তাঁহাকে কিছু আহার করিতে দেখেন নাই। কান্তিবাবু আরও বলিয়াছেন যে ঐ মূলদগ্ধ আমাদিগের মোহনভোগ তুল্য সুমিষ্ট।

অতঃপর সন্ন্যাসী তাঁহাকে দেশে প্রত্যাগমন করিতে কহিলেন। কান্তিবাবু তাহাতে সম্মত না হইয়া, আগ্রহাতিশয্যে তাঁহার নিকট দীক্ষাগ্রহণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। তিনি নানারূপে তাঁহাকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ হইয়া অবশেষে আপনাকে অতি নীচ জাতি বলিয়া পরিচয় দিলেন। যখন দেখিলেন তাহাতেও তিনি স্বীয় অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিলেন না তখন তিনি বলিলেন, "আমি স্কটল্যাণ্ড নিবাসী খৃষ্টান।" আমরা বহরমপুরের বাঁধা ঘাটে যে স্কটলণ্ড নিবাসী সন্ন্যাসীর বিষয় কহিয়াছিলাম তিনিও আপনার পরিচয় অবিকল সেইরূপই দিলেন। কান্তিবাবু তাহাতেও যখন নিরস্ত হইলেন না তখন তিনি কহিলেন "আপনি যখন আমাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিলেন, তখন আমার আদেশ আপনার অবশ্য পালনীয়। আমি আপনাকে অনুমতি করিতেছি আপনি ফিরিয়া যাউন। ভোগতৃষ্ণা নিবৃত্ত হইয়াছে বুঝিলেই এখানে আসিবেন। তখন আপনাকে উপদেশ দিতে আর আমার কোন বাধা থাকিবেনা। এই বলিয়া তিনি কতকগুলি কর্ত্তব্য উপদেশ করিলেন।"

কান্তি বাবু কহিলেন—"আমি গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মকরিয়া থাকি উপরস্থ কর্ম্মচারিকে না বলিয়া অনেক দিন চলিয়া আসিয়াছি। আমার চাকুরী নিশ্চয় গিয়াছে চাকুরি না করিলে কিরূপে সংসার চালাইব? আমি না গেলে পরিবারবর্গের যাহা হয় হইবে।"

সন্ন্যাসী "আপনার চাকুরী যায় নাই। আপনি গমন মাত্র চাকুরী পাইবেন আমি আদেশ করিতেছি চলিয়া যাউন।"

কান্তিবাবু অগত্যা ফিরিলেন। প্রত্যাবর্ত্তন কালে পূর্ব্বোল্লিখিত রাজ কর্ম্মচারীর নিকট পাথেয় লইয়া কর্ম্মস্থলে না গিয়া তাঁহাদের হেড অফিসে

গমন করিলেন। তথাকার বড় সাহেব তাঁহাকে দেখিবামাত্র কহিলেন—"কান্তি পাগলা এতদিন কোথা ছিলে, তোমার চাকুরী গিয়াছে, এক্ষণে কি করিবে!"

কান্তি। "আমার চাকুরী গেলে ছেলে পিলে খাইবে কি ?"

সাহেব। "সে জ্ঞান থাকিলে কি তুমি অবসর না লইয়া না বলিয়া চলিয়া যাও ?"

কান্তি! "আমার চাকুরীতে আবশ্যক নাই। আমি সপরিবারে আপনার কুঠিতে আসিয়া থাকি,—আপনি চারিটি করিয়া খাইতে দিবেন।"

সাহেব। "তোমার পাগলামী গেল না, যাহা হউক আমি পত্র দিতেছি, লইয়া যাও দেখিও এরূপ কার্য্য আর কদাচ করিও না।"

আমার পেন্‌সনত আর হইবেনা – এইখানেই পড়িয়া থাকি।

"যা যা আর পাগলামি করিস্‌নে—তোর পেন্‌সেনের যাহা হয় একটা করিব।" এই বলিয়া সাহেব তাহাকে একখানি পত্র দিয়া বিদায় দিলেন।

কান্তি বাবু এক্ষণে পেন্‌সন্‌ লইয়া বাড়ী বসিয়া আছেন। কেহ গুরু সমীপে গমনের কথা কহিলে বলেন "সময় হইলেই গুরুদেব ডাকিয়া লইবেন। তাঁর সংসারে আসক্তি সম্পূর্ণরূপে যায় নাই সেই জন্যই বিলম্ব।"

আমাদের পূর্ব্ব বর্ণিত ঘটনার সহিত কান্তি বাবুর বর্ণিত ঘটনায় যেরূপ সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয় তাহাতে বোধহয় আমরা বহরমপুরের বাধান ঘাটে যাঁহাকে দেখিয়াছিলাম তিনি ও পর্ব্বতশৃঙ্গস্থ সন্ন্যাসী একই ব্যক্তি।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

———

হিন্দুধর্ম্মতত্ত্ব।*

(প্রশ্নোত্তর)

প্রথম অধ্যায়।

প্রশ্ন। 'হিন্দু' কাহাকে বলে?

উত্তর। যিনি, বেদ, স্মৃতি পুরাণ ও তন্ত্রকে প্রমাণ স্বীকার করিয়া তাহাদিগকেই ধর্ম্ম ও আচারের ভিত্তি বলিয়া অঙ্গীকার করেন এবং ব্রহ্মের অস্তিত্ব কর্ম্মফল ও পুনর্জ্জন্মবাদে বিশ্বাস করেন তিনিই হিন্দু।

প্র। বেদ কি?

উ। মানব অপেক্ষা কোনও উচ্চতর যোনির পুরুষকর্ত্তৃক মানব জাতির নিকট যে তত্ত্ব প্রকাশিত হয় তাহাকে বেদ বলে। ইহা কোনও এক বিশেষ জাতি বা দেশমধ্যে আবদ্ধ নহে। হিন্দুদিগের বেদ ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব নামক চারি গ্রন্থে নিবদ্ধ হইয়াছে।

প্র। ব্রহ্মের লক্ষণ কি?

উ। যতোবিশ্বং সমুদ্ভূতং যেন জাতঞ্চ তিষ্ঠতি।
যস্মিন সর্ব্বানি লীয়ন্তে জ্ঞেয়ং তদ্ ব্রহ্মলক্ষণৈঃ॥

যাঁহা হইতে বিশ্বের উৎপত্তি হয় যাঁহাতে বিশ্ব অবস্থিতি করে। এবং প্রলয়কালে যাঁহাতে সমস্ত লীন হয়, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে।

ব্রহ্মের নিম্ন লিখিত লক্ষণ শিব পার্ব্বতীকে বলিয়াছেনঃ—

---

* গুপ্তবিদ্যালোচনী সভার ভারতবর্ষীয় কেন্দ্রস্থান পুণ্যক্ষেত্র বারাণসীধাম হইতে ইংরাজি ভাষায় প্রকাশিত প্রশ্নোত্তর নামক মাসিক পত্র হইতে সংগৃহীত। সং পং।

স এক এ সদ্রূপঃ সত্যোঽদ্বৈতঃ পরাৎপরঃ।
স্বপ্রকাশঃ সদাপূর্ণ সচ্চিদানন্দলক্ষণঃ॥
নির্ব্বিকারো নিরাধারো নির্ব্বিশেষ নিরাকুলঃ।
গুণাতীতঃ সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদৃগ্বিভুঃ॥
গূঢ়ঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বব্যাপী সনাতনঃ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসঃ সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিতঃ॥
লোকাতীতো লোকহেতুরবাংমনসোগোচরঃ।
সবেত্তি বিশ্বং সর্ব্বজ্ঞস্তং ন জানাতি কশ্চন॥
তদধীনং জগৎ সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
তদালম্বনতস্তিষ্ঠেদবিতর্ক্যমিদং জগৎ॥
কারণং সর্ব্বভূতানাং স একঃ পরমেশ্বর।
লোকেষু সৃষ্টিকারণাৎ স্রষ্টা ব্রহ্মেতি গীয়তে॥
বিষ্ণুঃ পালয়িতা দেবি সংহর্ত্তাঽহং তদিচ্ছয়া॥
ইন্দ্রাদয়ো লোকপালা সর্ব্বে তদ্বশবর্ত্তিনঃ।
স্বে স্বেঽধিকারে নিরতাস্তে শাসতি তদাজ্ঞয়া।
ত্বং পরা প্রকৃতিস্তস্য পূজ্যাসি ভুবনত্রয়ে।
তেনান্তর্যামিরূপেণ তত্তদ্বিষয়যোজিতাঃ।
স্বস্বকর্ম্ম প্রকুর্ব্বন্তি ন স্বতন্ত্রা কদাচন॥
যদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽপি সূর্য্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ।
বর্ষন্তি তোয়দাঃ কালে পুষ্প্যন্তি তরবো বনে॥
কালং কালয়তে কালে মৃত্যোর্মৃত্যুর্ভিয়ো ভয়ম্।
বেদান্তবেদ্য ভগবান্ যত্তচ্ছব্দোপলক্ষিতঃ॥
সর্ব্বে দেবাশ্চ দেব্যশ্চ তন্ময়াঃ সুরবন্দিতে।
আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং তন্ময়ং সকলং জগৎ॥
তস্মিংস্তুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ।
তদারাধনতো দেবি সর্ব্বেষাং প্রীণনং ভবেৎ॥
তরোর্মূলাভিষেকেণ যথা তদ্ভুজপল্লবাঃ।
তৃপ্যন্তি তদনুষ্ঠানাৎ তথা সর্ব্বেঽমরাদয়ঃ॥

যথাগচ্ছন্তি সরিতোহবশেনাপি সরিৎপতিম
তথার্চ্চাদীনি কর্ম্মাণি তদুদ্দেশ্যানি পার্ব্বতি ॥

"তিনি একমাত্র সত্তামাত্র, স্বপ্রকাশ সত্যস্বরূপ অদ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ সদাপূর্ণ এবং সচ্চিদানন্দলক্ষণ, নির্ব্বিকার, নিরাধার নির্ব্বিশেষ নিরাকুল গুণাতীত, সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বাত্মা, সকলের দ্রষ্টা, ও বিভু। তিনি সর্ব্বভূতে গূঢ়ভাবে অবস্থিত, সর্ব্বব্যাপী, ও সনাতন। তিনি স্বয়ং ইন্দ্রিয়বিবর্জ্জিত হইয়াও জীবমাত্রের সকল ইন্দ্রিয় ও তাহার গুণের প্রকাশক। তিনি লোকাতীত অথচ সকল লোকের কারণ, এবং বাক্য ও মনের অগোচর। তিনি বিশ্বকে জানেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ; কিন্তু তাঁহাকে কেহই জানে না। চরাচর সমস্ত জগৎ তাঁহার অধীন, এই যে জগৎ ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই; ইহাও তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া আছে।

সর্ব্বভূতের কারণ সেই পরমেশ্বর একমাত্র। হে দেবি তাঁহার ইচ্ছাক্রমেই ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু পালন করেন, এবং আমি সংহার করি। ইন্দ্রাদি সকল লোকপাল তাঁহার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারই আজ্ঞানুসারে স্ব স্ব অধিকারে নিযুক্ত হইয়া শাসন করিতেছেন। তুমি তাঁহার পরা প্রকৃতি এবং ভুবনত্রয়ে পূজ্যা।

তিনি অন্তর্যামী তাঁহা কর্ত্তৃক নিজ নিজ অধিকারে নিযুক্ত হইয়া দেবগণ কার্য্য করেন। তাঁহারা কেহই স্বাধীন নহেন।

তাঁহার ভয়ে বায়ু বহে, তাঁহার ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ দেয়, মেঘ কালে বর্ষণ করে, বনে বৃক্ষগণ পুষ্প প্রসব করে। তিনি প্রলয় কালে কালকেও বিনাশ করেন। তিনি মৃত্যুরও মৃত্যু স্বরূপ এবং ভয়েরও ভয়স্বরূপ।

তিনিই বেদান্তবেদ্য ভগবান; যৎতৎ এই শব্দ দ্বারা তাঁহাকেই বুঝায়। হে দেবগণ পূজিতে! সকল দেব দেবী সেই ব্রহ্মময়। ব্রহ্মা হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত সকল জগৎ সেই ব্রহ্মময়।

তিনি তুষ্ট হইলে সকল জগৎ তুষ্ট হয়; তিনি প্রীত হইলে জগৎ প্রীত হয়। হে দেবি তাঁহার আরাধনা দ্বারা সকল দেবতাই প্রীত হন।

যেমন বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলে তাহার শাখাপল্লবাদির তৃপ্তি হয় সেইরূপ তাঁহার আরাধনা দ্বারা সকল দেবতার তৃপ্তি হয়। পার্ব্বতি, নদী

যেমন অবশ্যই সমুদ্রে যায় সেইরূপ অন্য দেবতার পূজাও তাঁহারই উদ্দেশে হয়।

(ক্রমশঃ)।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেন।

পৌরাণিক কথা।

বিশ্ব রাজ্যের বিচিত্র গতি। যাহা আজ অত্যন্ত উপাদেয়, যাহা আজ সকলের আদরের ধন, কাল্ তাহাই সকলের হেয় ও নিন্দার আস্পদ হয়। যে প্রবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া দক্ষ প্রজাপতি ব্রহ্মার প্রিয়তম পুত্র, আজ সকল শাস্ত্রকার একবাক্য হইয়া সেই প্রবৃত্তি ত্যাগ করিতে উপদেশ করেন। যে তেজস্বিতা ও দুর্দ্দমতার বশবর্ত্তী হইয়া ক্ষত্রিয়-কুল প্রবর জগতের ধর্ম্ম রক্ষা করিতে সমর্থ হন, ব্রহ্মনিষ্ঠ ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণের তাহাই শান্তিরোধক হইয়া ধর্ম্মচ্যুতির কারণ হয়। আজ যাহা ধর্ম্ম, কাল তাহা অধর্ম্ম। যাহা আমার পক্ষে ভাল, তাহা অন্যের পক্ষে মন্দ। যাহা এক স্থলে হিত, তাহা অন্য স্থলে অহিত।

সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ লইয়াই জগতের কার্য্য সাধিত হয়। জীবের উৎকর্ষ সাধন জন্য সত্ব গুণের প্রয়োজন হয়। প্রলয় নিদ্রোত্থিত জড় প্রায় জীবগণকে প্রবৃত্তিদ্বারা ধর্ম্মপরায়ণ করিতে রজো গুণের প্রয়োজন হয়। এবং সাধন বলে কল্পের শেষ উৎকর্ষে আরূঢ় জীবগণকে প্রলয় নিদ্রার শান্তি-ময় অঙ্কে শায়িত করিতে তমোগুণের প্রয়োজন হয়।

কাল অনুসারে প্রতিগুণের সেবাই ধর্ম্ম। অনুকূল কালে যাহা ধর্ম্ম, প্রতিকূল কালে তাহাই অধর্ম্ম। আবার কোন জীব প্রবৃত্তি প্রবলকালে জন্মগ্রহণ করিয়া'ও স্বভাববশতঃ নিবৃত্তির বশবর্ত্তী হয়। তাহারা প্রাক্তন উৎকর্ষ বলে ধর্ম্মের সীমা অতিক্রম করে। এবং কেহ কর্ম্মবশে নিবৃত্তি প্রবল কালেও প্রবৃত্তির নিম্নসীমায় অবস্থিত হয় জীবের স্বভাব অনুসারে ধর্ম্ম বিভিন্ন। কালের জোয়ার ভাটাতে স্বতন্ত্র জীব সকল আপন স্বভাবের প্রবলবেগে চালিত হইয়া নানা দিকে সন্তরণ করিতেছে। কালের বিচিত্র গতি। জীবের বিচিত্র ধর্ম্ম। তাই জগতের চির বিচিত্রতা।

বিষ্ণুরূপী নারায়ণ সত্ত্বের আস্পদ হইয়া স্বয়ং প্রজাপালন করেন। তিনি কাল ধর্ম্ম অনুসারে যাহা রক্ষার উপযোগী তাহাই রক্ষা করেন। কিন্তু কোন সময়ে তমোগুণের এবং কোন সময়ে রজোগুণের অত্যন্ত প্রাচুর্ভাব। সেই সময়ে এই দুই গুণের তারতম্য ভেদে যাহা ভাল, তিনি তাহাই রক্ষা করেন। তিনিই কাল অনুসারে ভেদমূলক ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করেন। আবার যখন নিবৃত্তি ধর্ম্মের কাল আসে, তখন তিনি ভেদমূলক ধর্ম্মের নাশ করেন। তখন সে ধর্ম্ম আসুরিক ধর্ম্ম হয়। প্রলয়গত নিদ্রায় তিনি আপামর সকল জীবকে আপন বক্ষে স্থান দিয়া শান্তির পবিত্র মধুরতা প্রদান করেন। আবার চেষ্টার কাল আগত হইলে, পরমকারুণিক পরম পিতা প্রলয়শেষগত নিশ্চেষ্টতার নাশ করেন। রজোগুণ ও তমোগুণ সত্ত্বের দ্বার স্বরূপ। এই দুই গুণ আশ্রয় করিয়াই জীব সাধনক্ষম হইয়া সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিতে পারে। ভগবান্ স্বয়ং সত্ত্বগুণের আস্পদ হইয়া সত্ত্বগুণজনিত জীবের উৎকর্ষ সাধন করেন। অন্য দুই গুণ আশ্রয় করিয়া তাঁহার দ্বারপালগণ ভেদমূলক ধর্ম্মের রক্ষা করেন।

জয় ও বিজয় বিষ্ণুর দ্বারপাল। তাঁহারা বিষ্ণুর স্বরূপ ধারণ করিলেও বিষ্ণু হইতে ভিন্ন; তাঁহাদিগের শীল ও স্বভাব "ভগবৎ প্রতিকূল।" সনকাদি কুমারগণ শ্রীহরির দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়াছিলেন। দ্বারপালগণ বেত্রদ্বারা তাঁহাদিগকে শ্রীহরির কক্ষে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এবং পঞ্চম বর্ষীয় বালকের ন্যায় প্রতীয়মান নগ্নকায় কুমারদিগকে দেখিয়া উপহাস করিয়াছিলেন। সৃষ্টিগত ভেদের কাল উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়াই তাঁহাদের এরূপ বুদ্ধি হয়।

প্রিয় সুহৃৎ শ্রীহরির দর্শনে বঞ্চিত হইয়া, কুমারগণ ক্ষুভিত চিত্তে দ্বার পালদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন "এই বৈকুণ্ঠ মধ্যে উচ্চই বা কে? এবং নিচই বা কে? ভগবানের এই বৈকুণ্ঠে সকলেরই সমদর্শন। তবে তোমাদের এ বিষম দৃষ্টি কেন? যখন তোমাদের এই ভেদ দৃষ্টি তখন তোমরা সেই লোক আশ্রয় কর, যেখানে কাম, ক্রোধ লোভ প্রবল।" বৈকুণ্ঠপতি লক্ষীর সহিত সত্বর ঐ স্থানে আবির্ভূত হইলেন। তিনি এই শাপের অনুমোদন করিলেন এবং পার্ষদদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমারা আসুরী যোনি প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু আবার আমার নিকট সত্বর প্রত্যাগমন করিবে।"

জয় ও বিজয় হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। আবার তাহারাই রাবণ ও কুম্ভকর্ণ এবং শেষ জন্মে তাহারাই শিশুপাল ও দন্তবক্র।

প্রলয়রাত্রি বিগত হইলে, সৃষ্টির প্রবাহ চলিল বটে কিন্তু তখন ও তমোগুণের অত্যন্ত প্রভাব। তমোগুণ বলে তখনও তত্ত্ব সকল একমাত্র কেন্দ্রগামী শক্তির বশীভূত। কেন্দ্রত্যাগী শক্তি দ্বারা অভিভূত হইয়া তখন ও ভূলোক রচনা করিতে শিখে নাই। তখনও একাকার। চারিদিকে তত্ত্ব রূপ কারণ সৃষ্টির জন্ম। পৃথিবী গোলকের আকার ধরিয়া তখনও একাকার (Nebulcus homogencety) ইহাতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে নাই। পৃথিবী প্রকাশিত না হইলে, জীব সৃষ্টীর স্থান হইতে পারে না এবং ভোগস্থান না থাকিলে জীবেরও সৃষ্টি হইতে পারে না তাই স্বায়ম্ভুব মনু ব্রহ্মাকে বলিলেন।

আদেশেঽহং ভগবতো বর্ত্তেয়াসীয সূদন।
স্থানন্ত্বিহানুজানাহি প্রজানাং মমচ প্রভো॥
যদোকঃ সর্ব্বভূতানাং মহী মগ্না মহাম্ভসি।
অস্যা উদ্ধরণে যত্নো দেব দেব্যা বিধীয়তাম্॥ ভাঃ পুঃ ৩।১৩

ভগবান ব্রহ্মা একবার প্রলয় জল পান করিয়াছিলেন। তিনি পুনরায় দেখিলেন যে জল মধ্যে পৃথিবী নিমগ্না। ভাবিয়া তিনি কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না সৃষ্টির প্রত্যুষে তমোগুণের প্রাবল্য তিনি রোধ করিতে পরিলেন না। সে কালে রজো গুণের এত দুর্ব্বল শক্তি, যে পদার্থ সকল সহজে অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। তাই অসাধারণ জড়তা (Incertia) বলে, পদার্থ সকল যথাবস্থ হইয়া থাকে।

হিরণ্যাক্ষ সৃষ্টির প্রথম অবস্থার জাড্য। বরাহরূপী ভগবান বিষ্ণু এই জাড্যের নাশ করিয়াছিলেন। অনুযায়ী জীবের কার্য্যক্ষেত্র অবতরণই তখন তাহার উৎকর্ষ, তাহার স্থিতি। এই জন্য বরাহদেব বিষ্ণুর অবতার। গতি দুই প্রকার উর্দ্ধ এবং অধো, সত্ত্বগুণের দ্বারা উর্দ্ধ গতি, এবং তমোগুণ দ্বারা অধোগতি হয়। তামোনাশ করিবার জন্য সত্ত্ব গুণেরই প্রয়োজন হয়। তাই ভগবান্ বিষ্ণু বরাহ রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি যে উর্দ্ধগামী, কেন্দ্রত্যাগী (centrifugal) শক্তির সঞ্চার করিয়াছিলেন, তাহারই বলে ভূগোলকের উৎপত্তি হইয়াছিল।

ভূগোলক আবির্ভূত হইলে, রজোগুণের প্রবলতা হয় এবং সৃষ্টির প্রবাহ নানা দিকে ধাবিত হয়। প্রবৃত্তিই সৃষ্টির মূল। বিষয় বাসনা প্রবৃত্তির অঙ্গ। এই কালে ব্রহ্মাই এক মাত্র উপাস্য। কামের উপসনাই প্রধান ধর্ম্ম। যাহার যাহা অভিলাষ, তাহাই চরিতার্থ করিবার জন্য সকলে কর্ম্মপরায়ণ হইল। সকলের স্বতন্ত্রতা হইল। ভেদ সকল বিবিধ ও দৃঢ়মূল হইল। এই সকল ভেদে, ধর্ম্ম বিভিন্ন সকাম ও স্বার্থপর হইল। জীব আপনার স্বরূপ ভুলিয়া গেল। উপাধির প্রবল অভিমানে অভিমানী হইয়া, সেই উপাধিকেই আমি বলিয়া মনে করিল। দম্ভ, মান, অহঙ্কারে পৃথিবী পূর্ণ হইল। ভেদমূলক আসুরী ভাবই হিরণ্যকশিপু স্বরূপ। সত্ত্বগুণ দ্বারা ভেদ জ্ঞান তিরোহিত হয় এইজন্য [illegible]গুণের অধিনায়ক ভগবান্ বিষ্ণু হিরণ্যকশিপুর শত্রু। ব্রহ্মা আপনার সাধ্য [illegible]ক অমর করিয়াছিলেন। তাহার সৃষ্ট জীব দ্বারা হিরণ্যকশিপুর [illegible]। প্রবৃত্তি প্রবল কালে এই অসুর তিনলোক জয় [illegible]দিগের তেজ ও স্থান হরণ করিয়াছিল। দেব- [illegible]ন করিতেন। ব্রাহ্মণাদি সমস্ত বর্ণ ও গৃহাস্থাদি [illegible]। দিয়া তাহারই যজ্ঞ করিতে লাগিল। ভোগের

[illegible]ত্যাসীৎ সপ্তদ্বীপবতী মহী।
[illegible] গাবো নানাশ্চর্য্য পদং নভঃ ॥
[illegible]স্ত্রৌঘাং স্তৎ পত্ন্যশ্চোগ্রুকর্ম্মিভিঃ।
[illegible] ক্ষৌদ্র দধিক্ষীরামৃতোদকাঃ ॥
[illegible]রাক্রীড়ং সর্ব্বর্ত্তুধু গুণান্ ক্রমাঃ।
[illegible]লানামেকা এব পৃথক্ গুণান্ ॥ ৭-৮।

সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবী বিনাকর্ষণে কামদুঘা গাভীর ন্যায় বিবিধ শস্য প্রসব করিতে লাগিল। এবং নভোমণ্ডল বিবিধ আশ্চর্য্যে পরিপূর্ণ হইল। লবণ, ইক্ষু, সুরা, ঘৃত, দুগ্ধ এবং অমৃত জলযুক্ত রত্নাকরসকল এবং তাহাদের পত্নী নদী সমূহ তরঙ্গ দ্বারা রাশি রাশি রত্ন বাহিয়া আনিতে লাগিল। গিরি সকল হিরণ্য কশিপুর ক্রীড়াস্থল হইল। তরুগণ সকল ঋতুতেই সমভাবে ফল পুষ্পান্বিত হইল। অসুররাজ একাকীই সকল লোকপালের পৃথক পৃথক্ গুণ ধারণ করিল।

ভোগ বাসনার পরিতৃপ্তি হইলেই আনন্দ হয়। আনন্দের একমাত্র মূল ভগবান্। এবং ভগবানেই সকল আনন্দ পর্য্যবসিত হয়। ভগবান্ অল্প অল্প বিষয় দিয়া আনন্দের আভাস দেখান্। সামান্য বিষয় পাইয়াই, তুচ্ছ ভোগ লাভ করিয়াই, অজ্ঞান জীব মনে করে যে সে কত কি লাভ করিল। তাহার আনন্দের আর ইয়ত্তা থাকে না। কিন্তু যদি সে নশ্বর বিষয়ানন্দে ভুলিয়া থাকে তাহা হইলে আর ব্রহ্মানন্দ লাভ করিতে পারে না, তাহা হইলে জগৎ মধ্যে ভেদ অন্তর্হিত হয় না, তাহা হইলে নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া জীব মুক্তিলাভ করিতে পারে না। হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদই প্রকৃষ্ট আহ্লাদ, কারণ ইঁহার আহ্লাদ কেবল ভগবান্‌কে লইয়া। কিন্তু সেই আহ্লাদ স্থাপিত করিবার জন্য ভগবান্‌কে নৃসিংহ মুর্ত্তি ধারণ করিয়া হিরণ্যকশিপুর ব[illegible] করিতে হইয়াছিল। হিরণ্যাক্ষ স্থানীয় তামসিক নিদ্রাশীল কুম্ভকর্ণ [illegible] হিরণ্যকশিপু স্থানীয় রাবণকে রামচন্দ্র বধ করিয়াছিলেন। যখন স্বয়ং ভ[illegible] কৃষ্ণচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হন্, তখন তমোগুণের বড় প্রভাব ছিল না। তাই [illegible] বক্রের কথা বড় শুনা যায় না। রাজসিক শিশুপালকে ভগবান্ বধ করেন[illegible]

পৃথিবী উদ্ধারের প্রসঙ্গে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু এই দুই জনেরই ক[illegible] লিখিত হইল। কিন্তু আমরা যে কালের বর্ণনা করিতেছি, তাহাতে কে[illegible] হিরণ্যাক্ষ বধের কথা লিখিলেই চলিত।

শ্রীপূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ

চিন্তাকণিকা।

(১)

জীবকল্যানদায়িনী পরমারাধ্যা গুপ্তবিদ্যার মন্দিরের দ্বার সতর্ক প্রহরী দ্বারা সর্ব্বদা সযত্নে রক্ষিত। মন্দিরে প্রবেশ করিয়া মায়ের অপরূপ রূপ দেখিয়া জীবন সার্থক করিবার বাসনা থাকিলে অনেক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া পথে অনেকবিধ কষ্টভোগ করিয়া বহুতর বিঘ্নকারীর সহিত যুদ্ধ করিয়া ক্ষত বিক্ষত হইয়া তবে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতে, পারা যায়। কেবল মাত্র কৌতূহল নিবারণ জন্য মন্দিরে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলে কেহই উহাতে প্রবেশ লাভ করিতে পারেনা। নিজের সমস্ত সম্পত্তি শারীরিক মানসিক আধ্যাত্মিক যাহা কিছু তুমি নিজের বলিয়া মনে কর তাহা সমস্তই যদি পরহিতব্রতে—সাধারণের সেবায় উৎসর্গ না করিতে পার তাহা হইলে তোমার মন্দিরে প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। যখন যে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে তখনই উহা কিসের জন্য করিতেছ ভাবিয়া দেখিতে হইবে। যদি কেবল মাত্র স্বার্থের জন্য—নিজের সাংসারিক ক্ষণভঙ্গুর সুখের জন্য ঐ কার্য্য করিতেছ বুঝিতে পার তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ ঐ কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হও। যে কোন কার্য্য করিবে নিজের দিকে লক্ষ্য না করিয়া তাহাতে সাধারণের হিত সাধন হইবে কিনা তাহা লক্ষ্য করিয়া কর্ম্ম সম্পাদন করিলেই সকল গোল চুকিয়া যাইবে। যদি প্রকৃত পক্ষে সাধারণের হিতসাধন না করিতে পার তবে (অভাব পক্ষে) যাহাতে তোমার কার্য্যের দ্বারা কাহারও উদ্বেগ ও অহিত না হয় প্রথমতঃ তাহাই লক্ষ্য করিয়া কর্ম্ম করিবে। বাস্তবিক তোমার বাক্য, কর্ম্ম, এমন কি চিন্তাদ্বারায় কাহারও কোন অনিষ্ট না হয় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিতে অভ্যাস করিলেই দেবী গুপ্তবিদ্যার মন্দিরের পথের জটিলভাব অনেক হ্রাস হইয়া আসিবে। তাই গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

"যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈ মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥"

অর্থাৎ যাহা হইতে ইহসংসারে কেহই উদ্বিগ্ন হয় না এবং নিজেও যিনি কাহারও দ্বারা উদ্বিগ্ন হয়েন না, যিনি হর্ষ, পরশ্রী কাতরতা, ভয় ও দ্বেষরহিত, সেই ভক্তই আমার প্রিয়। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত এবং সন্ধ্যা হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত যখন যে অবস্থাতে যে কোনও কর্ম্ম করিবে তখনই এই মূল সূত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া করিতে হইবে। ঐরূপ কার্য্য করা স্বভাব সিদ্ধ হইয়া উঠিলেই মায়ের মন্দিরের পথ নয়ন গোচর হইবে। পথ দেখিতে পাইলেই কিন্তু মন্দিরে প্রবেশ করিতে পাইবেনা। রাস্তাটী সংকীর্ণ ও দুর্গম। পথে বহুবিধ বাধাবিঘ্ন ও অনেক শত্রুর আক্রমণ অতিক্রম করিতে হইবে। এই পথের কথা আর একদিন বলিব।

(ক্রমশঃ)।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ নাগ।

উত্তরাখণ্ডে।

পঞ্চম অধ্যায়।

(৮ম সংখ্যার ২৬০ পৃষ্ঠার পর)

মহা। "এই কি তোমার একমাত্র ইচ্ছা? তথাকথিত অলৌকিক কার্য্যকরণ শিক্ষাভিলাষ তোমার নাই কি?"

"জগৎপিতার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করণার্থ একমাত্র সত্যজ্ঞান লাভই
লক্ষ্য; আমি যেন আপনাকে এবং ভ্রাতৃমণ্ডলীকে মুক্তি পথানুসরণে
করিতে পারি। অতীন্দ্রিয় কার্য্য সম্বন্ধে আমার স্পৃহা নাই; তবে
উদ্দেশ্য সাধনার্থ যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু শিক্ষা আবশ্যক মনে করি।"

হা। "এই বেদিকায় খৃষ্টানের বাইবেল, মুসলমানের কোরাণ, ব্রাহ্মণ ও
বৌদ্ধগণের শাস্ত্র, উপনিষদ, বেদ বেদাঙ্গ সমস্তই আছে, ইহার যে কোনটী
হইতে সত্য গ্রহণে প্রস্তুত আছ?"

চিন্তা। "সত্য যাহা তাহা একই ঈশ্বরই,—সেই সত্য, সুতরাং তাহা
গ্রহণে আমার আপত্তি থাকিতে পারে না।"

"উত্তম" এই কথা বলিয়া তিনি আসন গ্রহণ করিলে সমস্ত গৃহটী
নিস্তব্ধ হইল।

কিছুক্ষণান্তর প্রবীন মহাত্মা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া গম্ভীরভাবে মৃদু মধুর
স্বরে কহিলেন, "তুমি কোন সৎ প্রবৃত্তি পরিচালিত হইয়া এখানে উপস্থিত
হইয়াছ। তোমার আত্মা ভগবত্তেজ সমন্বিত, তোমার উদ্দেশ্য মহৎ, মানব-
সন্তান যাহাতে ঈশ্বর সন্নিহিত হইতে পারে তদ্বিষয়ে সাহায্য করা তোমার
অভিপ্রায়। দীক্ষার্থীগণের যে যে পরীক্ষা একান্ত অপরিহার্য্য, তদ্ব্যতীত
সামান্য সামান্য পরীক্ষা হইতে তোমাকে মুক্ত করা গেল। অন্যের জন্য স্বার্থ-
ত্যাগেরসংস্কার, আত্মপ্রীতি পরিহার পূর্ব্বক অপরের জগতের প্রীতি
সাধন সংস্কার দীক্ষার্থীগণের মনে বদ্ধমুল করাই এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য। গত
জীবনে তুমি যেমন ত্যাগ স্বীকার করিয়াছ, তুমি স্বার্থ বিস্মৃত হইয়া মানব
[illegible]র্থ যে রূপ নিয়ত শ্রম করিয়াছ—যে রূপ নিত্যসংযত হইয়া উঠিয়াছ
[illegible]তে সর্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব তোমার হৃদয়ে বহুকাল হইতে পোষিত হইয়া
[illegible]মাকে প্রথম দীক্ষার প্রথম পর্য্যায়ে উত্তীর্ণ করিয়াছে। এক্ষণে তোমাকে
দ্বিতীয় পর্য্যায়ের শিক্ষা গ্রহণ আবশ্যক; কারণ এই মৌলিক নিয়মের উপর
প্রাচ্য বিজ্ঞান সংস্থাপিত। অবক্তের এবং বক্তের (involution and evolution)
প্রহেলিকাময় নিয়ম জ্ঞানের অর্থাৎ কিরূপে সেই জগদাদি অনা-
[illegible]দেব পরব্রহ্ম বাক্ত ভাবে ভূতাদি রূপে বিবর্ত্তিত হইলেন (involved) এবং
কি প্রকারেই বা ক্রমবিকাশ নিয়মে পুনঃ সেই পরব্রহ্ম স্বরূপে পরিণত হয়েন

(evolved), সেই বিধি জ্ঞানের সোপান স্বরূপ। সুন্দর রূপে বো
ধম করিবার জন্য একটী উদাহরণ দিতেছি,—যেমন একখণ্ড
ভৌতিক পদার্থ মাত্র উহাতে উত্তাপ প্রদান কর, উহা ও বারি রূ
হইবে, অর্থাৎ ক্রমবিকাশাধিরোহিনীর একটী সোপানে আরোহণ
তখন উহার গুণের আধিক্য হইবে; উহাতে অপর বস্তুও দ্রবীভূত ক
দ্রবরূপে মিশ্রিত করা যাইবে তুষারে তাহা সম্ভবে না। আর একটু অধিক
উত্তাপ প্রদান কর, উক্ত অধিরোহণীর আর এক সোপানারূঢ়
হইয়া বাষ্পাকারে পরিণত হইবে, তখন তুষার বা জল অপেক্ষা উহার শক্তি
বৃদ্ধি হইবে; দৃষ্টিপথাতীত হইবে ও জলাপেক্ষা সমধিক চঞ্চল, বর্দ্ধিতায়তন এবং
অপরাপর অনেক গুণ সম্পন্ন হইবে। আরও অধিক উত্তাপে যে অবস্থা প্রাপ্ত
হইবে, তাহাকে অত্যুষ্ণ বাষ্প বলা যাইতে পারে। এ বারের অবস্থা মনুষ্যে
আয়ত্ব করিতে সমর্থ হয় নাই। উহা সম্পূর্ণ দৃষ্টিবিষয়াতীত উহার শক্তি
ভয়ানক এবং বুদ্ধির অগম্য, সে শক্তি এতই প্রবল যে,অনেকে বলেন যে সাগর
বারি ভূগর্ভস্থ অগ্নি সংযোগে অত্যুষ্ণ বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া ভীষণ ভূকম্পন
উৎপাদন করতঃ বহুবৃহৎ ভূখণ্ড বহুদুর উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া থাকে। ক্রমবি-
কাশাধিরোহিণীর আর এক সোপানে উঠিলে উহা বৈজ্ঞানিকগণের বিক্ষিপ্তবাষ্প,
ভাব ধারণ করিয়া গ্রহনক্ষত্রাদির অবকাশ স্থান পূর্ণ করে। সেই বিক্ষিপ্ত
বাষ্পকে জ্ঞানীগণ সর্ব্বভূতানুবিশিষ্ট আকাশ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তখন
উহা জগৎ পরিচালক—জগৎ জীবন স্বরূপের অন্যতম কারণ হইয়া উঠে। পুনঃ
আর এক সোপানোরোহণে ঈশ্বর সামিপ্য লোকের দিব্যানুরূপ ধারণ করে
এবং আরও এক পদ উঠিলে সেই তুষার খণ্ড পরব্রহ্ম স্বরূপতত্ব প্রাপ্ত হয়।

সামান্য সৃষ্ট পদার্থ ক্রমবিকাশ ক্রমে স্বয়ং স্রষ্টাত্ব লাভ করে এই উদাহ
শ্রবণে চিন্তামণির চিত্ত বিস্ময় রসে আপ্লুত হইল। তিনি ভাবিলেন, এরূ
দর্শন শাস্ত্র অতুলনীয়। কিন্তু এ মত সমাদরে গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ইহার
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা আবশ্যক।

তাঁহার অব্যক্ত চিন্তা মহাপুরুষের নিকট অব্যক্ত থাকিবার নহে। তিনি
তাহা বুঝিতে পারিয়া কহিলেন। "দেখ, সকল পদার্থই ঈশ্বর—সর্ব্বব্রহ্ম
ময় জগৎ। সৃষ্টির স্বরূপ কথঞ্চিৎ বুঝিবার জন্য এক খণ্ড তুষার উদাহরণ

স্থলে গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহাতে পরব্রহ্মের স্থূল জড়ভাব প্রকাশিত ইহাতেই আবার তাঁহার অনন্ত শক্তি অন্তর্নিহীত।

"সেইরূপ খানিজ পদার্থ সমূহ, শিলাখণ্ড, মৃত্তিকা ইত্যাদি সমস্ত বস্তুই ঈশ্বরের সত্ত্বা নিতান্ত স্থূল জড়ভাবাপন্ন সৃষ্টিরূপে বিবর্ত্তিত। তৎসমুদয়তেই তাঁহার অনন্ত শক্তি অন্তর্নিহিত রহিয়াছে এবং ক্রমবিকাশের নিয়মানুসারে সমস্তই তাহাতে লীন হইবে। তৎস্বরূপত্ব প্রাপ্ত হইবে।"

"সেই অদ্বিতীয় কারিকরের জগৎ কারখানায় মানব মস্তিষ্ক সর্ব্বোৎকৃষ্ট যন্ত্র। সেই যন্ত্র সকল পদার্থেই শক্তি সঞ্চারিত করিতে পারে; চিন্তাই সেই শক্তি। এই শক্তির কণ চিরস্থায়ী এবং ক্রমবিকাশ বিষয়ে বিশেষ কার্য্যকারী। বিষময় প্রতিকূল শক্তিই হউক বা অমৃতময় অনুকূল শক্তিই হউক অনন্ত দেবের উদ্দেশ্য সাধনার্থ ইহাই সর্ব্বপ্রধান উপায়।"

চিন্তামণি উৎসাহ সহ[illegible] করিলেন "জগৎ কারণের সৃষ্টি কার্য্য কৌশলের এরূপ সুন্দর ব্য[illegible] পূর্ব্বে আর কখন শ্রবণ করি নাই— ইহাই প্রকৃত ব্যাখ্যা বলিয়া [illegible] হইতেছে।"

মহাপুরুষ বীণানিন্দিতস্বরে বলিলেন—"ধর্ম্মশাস্ত্রে বর্ণিত আছে, সৃষ্টির পূর্ব্বে বা প্রলয় কালে সমস্তই অগ্নিময় ছিল। সে ঐশ্বরিক অগ্নি স্বরূপ অবস্থায় স্বয়ং পরব্রহ্ম—অজ্ঞেয়, অচিন্ত সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্মের অব্যক্তাবস্থা।"

সৃষ্টিকালে তিনি ব্যক্ত ভাবাবলম্বন করেন। তখন তিনি ভূতপঞ্চকত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্থূল জগৎরূপে আবির্ভূত হয়েন। ইতিপূর্ব্বে তোমার নিকট যে ক্রম বিকাশের ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম, এই সৃষ্টি প্রকরণ ঠিক তাহার বিপরীত। অর্থাৎ যেরূপে এক পথে অধোগমনে ব্যক্ত ভাব, বিবর্ত্তন বা সৃষ্টি হয়, সেইরূপ অন্য পথে উর্দ্ধগমনে অব্যক্ত ভাব, ক্রমবিকাশ, ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি বা প্রলয় সংঘটিত হইয়া থাকে।"

আকরিক জগৎ বিবর্ত্তন বা সৃষ্টির স্থূলতমাবস্থা। এই স্থানে বিবর্ত্তন শেষ হইয়া বিশ্রান্ত বা তুষ্টিভূতবৎ প্রতীয়মান হয়। তখন শব্দ ব্রহ্মোদ্ভূত স্পন্দন যোগে ব্রহ্মাণ্ডে একটি শক্তি উদ্ভূত হয়, সেই শক্তিদ্বারা পরমাণু সমূহ গত্যন্তর লাভ করিয়া বিকাশাভিমুখে ধাবিত হইয়া থাকে।

"এই শব্দ ব্রহ্মোক্ত প্রকৃতির গূঢ় নিয়মের গূঢ়তমাবস্থা। স্থূলবিজ্ঞানানুশীলনকালে তুমি ভৌতিক পদার্থের উপর স্পন্দনের ক্রিয়া সুন্দররূপ আলোচনা করিয়াছ বলিয়া, যখন তৃতীয় পর্য্যায়ের গুহ্য বিষয়সমূহ তোমার নিকট ব্যক্ত হইবে তখন তুমি, সম্যক বুঝিতে পারিবে যে, দুইটী শক্তি সমবেগে প্রযুক্ত হইয়া দুইটীই পরস্পর নিরস্ত হইয়া যায়। তখন একটী ভীষণ শব্দ অব্যর্থরূপে সুপরিমিত স্পন্দন প্রয়োগদ্বারা সেই নিরস্ত পরমাণুচয়ের বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে কোন নির্দ্দিষ্ট প্রদেশাভিমুখে তাহাদিগকে, আকর্ষণ ও বিক্ষেপন শক্তি সম্পন্ন একটী অব্যাহত বেগ প্রদান করিতে পারে। তাহাতে উহারা অপর একটী সম্পূর্ণ নূতন কার্য্য সম্পাদনার্থে একটী নূতন মার্গে প্রধাবিত হইয়া থাকে। বাস্তবিক এইরূপেই ঘটিয়া থাকে; ইহারই নাম ক্রমবিকাশ, প্রলয়াভিমুখী বা পর ব্রহ্মাভিমুখী শক্তি। এখন দেখ তোমাদিগের জড় বিজ্ঞানের সহিত ঐক্য হয় কি না।"

চিন্তামণি সন্তোষ জ্ঞাপক স্বরে [illegible] ইহা অতি সুন্দর ব্যাখ্যা এবং স্থূল বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ অনুকূল ব[illegible]তেছে।"

"এখন সেই অদ্ভুত শব্দের বা শ[illegible] ব্রহ্মের [illegible] স্পন্দনাহত আকরিক পদার্থের কেন্দ্র পরিবর্ত্তিত হওয়ায় এক নূতন শক্তি লাভ করিয়া পুনরায় তাহার উৎপত্তি স্থান দৈব প্রকৃতি অভিমুখে ধাবিত হইল। বিভিন্ন বর্ণ ও ভিন্ন ভিন্ন গুণবিশিষ্ট পূরোবর্ত্তি প্রস্তরসমুহে ও সর্ব্ব প্রকার ধাতব পদার্থে ক্রম বিকাশের নিয়মানুসারে উত্তরকালে ক্রমান্বয়ে উদ্ভিজ, ইতর জীব, মনুষ্য ও দেবযোনী পর্য্যন্ত সম্ভাবনা রহিয়াছে। সকল বস্তুর আদিমাবস্থা ছাড়িয়া দিয়া, এক্ষণে আমাদিগের কথা ভাবিয়া দেখ—এক সময়ে আমরাও এইরূপ স্থূল পাহাড়, ধাতু, এই সকল ভাল মন্দ গুণান্বিত বৃক্ষ লতাদি, এই সকল হিংস্রক বা মৃদু স্বভাব ইতর প্রাণী ছিলাম, তৎপরে আদিমাবস্থায় অসভ্য জাতিস্থ. ক্রমে অর্দ্ধ সভ্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম. সেই সমুদয় অবস্থা অতিক্রম করিয়া (চতুরশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া) বর্ত্তমানাবস্থায় উন্নিত হইয়াছি। কেবল আমরাই এই সকল বস্তু ছিলাম এমত নহে, ইহারাও ক্রমে অনন্তদেবের চরণাভিমুখে ধাবিত হইয়া কালে আমাদিগের এই অবস্থা লাভ করিবে। ইহাতে গূঢ় তত্ত্বনিহিত আছে বলিয়া বোধ হইতেছে কি?" (ক্রমশঃ)

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

ব্রেজিল পাথরের চশ্‌মা।

দৃষ্টিদোষ চশ্‌মা ব্যাবহার ভিন্ন সংশোধিত হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া চশ্‌মা দ্বারা যে দৃষ্টিহীনতা আরোগ্য হয় একথা বলিতে পারা যায় না, কারণ দৃষ্টির একবার ব্যাঘাত জন্মিলে তাহা কোনক্রমেই অপনীত হইবার নহে। তবে চশ্‌মা ব্যবহার করিলে দৃষ্টিশক্তির অভাব বিদূরিত হয়, এবং পরিণামে ছানি ও মতিয়াবিন্দু ও তন্নিবন্ধন অবশ্যম্ভাবী অন্ধতার হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। অনেকের ধারণা আছে যে, দৃষ্টিদোষ জন্মিলে চশ্‌মা গ্রহণ না করিয়া কষ্টে স্রষ্টে দুই চারি বৎসর কাটাইতে পারিলে দৃষ্টিদোষ আপনাহইতেই সারিয়া যায়, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, কারণ যাঁহারা প্রথমে চশ্‌মা গ্রহণ না করিয়া স্বভাবের উপর নির্ভর [illegible] দৃষ্টিদোষ হইতে মুক্তিলাভ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা পরিশেষে অন্ধ হইয়া একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছেন।

আবার চশ্‌মা ব্যবহার সম্বন্ধেও বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। যদি চশ্‌মা উত্তম হয় বা বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে প্রস্তুত হয় কিম্বা ভাল পাথরের নির্ম্মিত হয় তবেই মঙ্গল নচেৎ সামান্য বাজারে চশ্‌মা ব্যাবহার করিলে বিশেষ অশুভ ফল উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা। অতএব যাহাতে সকলে এই সকল গোলযোগ হইতে রক্ষা পান এই জন্য আমরা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত আসল ব্রেজিল পাথরের চশ্‌মা বিলাত হইতে আমদানী করি এবং ক্রেতাগণের দৃষ্টি বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত চশ্‌মা প্রদান করিয়া থাকি বিবরণ মূল্যতালিকায় দ্রষ্টব্য।